

ছয়ালগণী ।

সর্ব উত্তম সাবৌকি ছাপা, আমল,

মোক্তাল হোসেন ছহি বড় জঙ্গ নামা ।

সায়ের—

মুন্নি মহাম্মদ ইব্রাহিম
সাহেব



প্রকাশক—মহাম্মদ আবদুল লতিফ ও
মহাম্মদ আবদুল হামিদ ।

ঢাকা, চক্ৰবাজার, কেতাবপট্টি ।

প্রথম সংস্করণ ।

প্রিন্টার—কাজী মহাম্মদ ইব্রাহিম ।

ইসলামিয়া প্রেস, সাতরগুজা, ঢাকা ।

ইং সন ১৯২২ । বাং সন ১৩২৯ ।

মূল্য ৥০ আনা মাত্র ।

922

ছয়ালগণী ।

সর্ব উত্তম সাবৌকি ছাপা, আমল,

মোক্তাল হোসেন ছহি বড় জঙ্গ নামা ।

সায়ের—

মুন্নি মহাম্মদ ইব্রাহিম
সাহেব



প্রকাশক—মহাম্মদ আবদুল লতিফ ও
মহাম্মদ আবদুল হামিদ ।

ঢাকা, চক্ৰবাজার, কেতাবপট্টি ।

প্রথম সংস্করণ ।

প্রিন্টার—কাজী মহাম্মদ ইব্রাহিম ।

ইসলামিয়া প্রেস, সাতরগুজা, ঢাকা ।

ইং সন ১৯২২ । বাং সন ১৩২৯ ।

মূল্য ৥০ আনা মাত্র ।

922

182. Nb. 922. 6.

(এলাহি ভরসা)

মোস্তাফা হোছেন

ছহি বড় জঙ্গনামা ।

পয়ার # পহেলা বন্দির আল্লা আপে করতার ॥ দুতিয়া বন্দির যত
ফেরেস্তা তাহার # জিবরাইল মেকাইল আর এছরাফিল ॥ ছালাম
করিয়া যে বন্দির আজরাইল # আর যত ফেরেস্তারা আছেন আল্লার
একে২ সবাকারে ছালাম আমার # কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দির ॥
একে একে রচুল বন্দির যত পাইনু # দশ কেতাব আইল যে আদম
ছফিরে ॥ পঞ্চাশ কেতাব আইল শিশ পয়গম্বরে # তিরিশ কেতাব
আইল ইদরিছের তরে ॥ জাহির হইল তাহা দুনিয়া ভিতরে # আরদশ
পাইল জে এবরাহিম খলিল ॥ মুছাকে তওরাত দিল রবেল জলিল #
ইছা পয়গাম্বরে আইল কেতাব ইঞ্জিল ॥ দাউদে জব্বুর কেতাব হইল
হাসিল # মহাম্মদ মোস্তফা পাইল ফোরকান সরিফ ॥ দুনিয়ার বিচে
যার বুজরগী তারিফ # একে একে ছালাম জতেক কেতাবেরে ॥ আল্লার
মুখের বানি জাহির সংসারে # চাহারমে বন্দির জত রচুল সকল ॥ কেহ
বা হইল নবি কেহবা রচুল # বন্দির আদম শিস ইদরিছ রচুল ॥ ছৈএদ
নুর নবি আল্লার মকবুল # এবরাহিম এছমাইল এছহাক এয়াকুব ॥
ইউছফ ইউনছ আদি এহিয়া আইউব # বন্দির হাকুন নবি ছোলেমান
মুছা ॥ দাউদ নবিজি আর পয়গাম্বর ইছা # মহাম্মদ মোস্তফা নবি
আখেরি পয়গাম্বর ॥ তাহার কদমে জে ছালাম বহুতর # একে২ এয়ছাই-
যতেক নবিয়ান ॥ সকল নবির পায় বহুত ছালাম # পঞ্চমেতে বন্দির
যে রোজ কেয়ামতে ॥ হিসাব করিবে যে উঠিলে গোর হইতে #
বন্দির এয়াম বার চৌদা মাছুমে ॥ একিদা মনেতে ছের রাখিয়া যে
ভূমে # চৌদা খান্দান আর বন্দির চারি পির ॥ ছাতি পরে হাত দিয়া

নঙাইয়া গির * সাহা সরফদ্দিন পীর বন্দি আলাটিতে ॥ হামেসা বাক্কেন
 জিন বাঘের পিঠেতে * ত্রিপনীর ঘাটেতে বন্দির দফর খান ॥ গঙ্গা জার
 অজুর পানি করিত কোগান * বন্দনায় বন্দিতে সবে কেছা হয় ভারি ॥
 এখাতেরে বন্দনাতে লিখি খাট করো * আল্লা নবী নাগে যার না মজিল
 চিত ॥ আলবত্তা জানিবে তারে বিধি বিড়ম্বিত * আল্লার চরিতে জার
 না রইল সুখ ॥ নেহাত জানিবে তারে এলাহি বৈমুখ * পরকালে কি
 হইবে নাহি জানি সন্ধি ॥ হাওা হেরেছে ফান্দে হইয়াছে বন্দি * মায়ায়
 পড়িয়া সবে করে আপন আপন ॥ আথেরে কি হবে তাহা না করে ভাবন
 বিপত্ত সাগর ভাই হবে যদি পার ॥ খাইতে শুইতে নাম করহ তাহার *
 রছুলের পাণ্ড বটে অপরূপ হয় ॥ পার হবে থাকে যদি দীনের আসায় *
 তবে সেই কদমেতে মন করে সার ॥ সেই জনা বিনে নাহি ভবে হৈতে
 পার * খাওা পেওা বিনে আর মনে কিছু নাই ॥ জানরে আথেরে আপে
 কাজি হবে সাই * কামরমে মায়া জালে ভুলে কুতুহলে ॥ পিছে হায়
 করে দিন বয়ে গেলে * সময় বিপত্ত কত আগে পিছে আছে ॥ তাহার
 নিমিত্তে কহি সকলের কাছে * পূজি পাটা হাতে কিছু রাখিতে উচিত ॥
 দৌলতে জানিবে তুমি শত্রু হয় মিত * এয়ছাই ফিকিরে লোক
 কাটে সর্ব কাল ॥ গায়েতে বেড়িয়া সে থাকেন মায়াজাল *
 দুনিয়ার চিন্তা বিনে আর কিছু নাই ॥ না জানে আথেরে আপে কাজি
 হবে সাই * তজবিজ করিবে আল্লা বান্দা সবাকার ॥ দিবেন উচিত
 ফল জেয়ছা কর্ম যার * দুনিয়ার মায়ায় ফান্দে আপনি আসিয়া ॥
 খোদা মোহাম্মদ নাম রহিল ভুলিয়া * যে দিন আজরাইলে আল্লা ভেজিবে
 চোপদার ॥ পিঠ মোড়া করিয়া লাগিবে বান্ধিবার * ঠুকিবে লোহার
 সোটা মজবুত করিয়া ॥ বুকেতে মারিয়া দিবে জঘিনে ডালিয়া * সে
 দিন কহিবে বান্দা জিউ মোর ফাটে ॥ কে করিবে রক্ষা এই দারুন
 সঙ্কটে * সালিম মোমিন ভাই বলি বারে ॥ রছুলের পাণ্ড ধর তরীবে
 আথেরে * হালাল হারাম যাহা চেনহ জতনে ॥ লোকের ভালাই যে
 করহ প্রাণপনে * কোরাণ ভিতরে আল্লা দিয়াছে খবর ॥ যে করিবে
 ভাল মেরা বান্দার উপর * নেহাত ভালাই সেই করিবে আশার ॥
 এখাতিরে বলি ভাই শুন সমাচার * শিশু যেন মায়ের কোলে মুখ
 দেয় দুধে ॥ পিতে পিতে বিভোর পড়েন যেন নিদে * ধীরে জননী
 ছাড়ান যেন মাই ॥ নিদেতে বিভোর শিশু কিছু জানে নাই * এই

রূপে মউত হবে জুত নেক লোকে ॥ বদ লোকে মউতে পড়িবে বিসম
 পাকে ॥ এহা বুঝে কাজ করে সবে জেন কই ॥ আখেরে সবারবাবে
 নাই নবি বই ॥ অধম এমাকুব কহে মুঝে দিবে কেয়া ॥ নবি নামকর
 ভাই নাই তার সিয়া ॥
 পয়ার ॥ শুনহে তামাম লোক কহি সমাচার ॥ একিদায় শুনিলে এহা
 হয়ে জাবে পার ॥ মহান্মদ মোস্তফা নবি আখেরি পয়গম্বর ॥ জেইরূপে
 পয়দা হৈল দুনিয়ার উপর ॥ যেইরূপে পয়দা হৈল দুনিয়া জামান ॥
 আছমান জমিন আদি এ চৌদ্র ভুবন ॥ বিবি ফাতেমার বেহা হইল
 যেই মতে ॥ যেই মতে ওম্মত তরিবে কেয়ামতে ॥ হাছেন হোছেন
 সহিদ হইবে যেই মতে ॥ যেইরূপে কাকের করিল আদাওতে ॥
 আবু ছুফিয়ানের বেটা হজরত মাযিয়া ॥ তার ঘরে যেকূপে এজিদপয়দা
 হইয়া ॥ ফারসি কেতাব ছিল মোজাল হোছেন ॥ তাহা দেখি কবি
 আমি করিনু রচন ॥ রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয় ॥ মেহের
 করিয়া মাক করিবে সবায় ॥ রচনের ঝুটা সাচ্চা আমি নাই ঠেকি ॥
 কেতাবে যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥ এক রোজ মহান্মদ নবি
 পয়গম্বরে ॥ ইদের মছজিদে গেল নামাজ পড়িবারে ॥ নামাজ পড়িয়া
 নবি উঠিয়া চলিল ॥ ফাতেমা যেখানে সেথা আসিয়া পৌছিল ॥ ঘরেতে
 ফাতেমা বিবি কান্দেন বাসিয়া ॥ রছুল বলেন মায়া কান্দ কি লাগিয়া ॥
 ফাতেমা বলেন বাবা আজ হইল ইদ ॥ লাড়কার কাপড়া মেরা নাহিক
 সাবিদ ॥ টুটা ফাটা কাপড় যে হইয়াছে ফানা ॥ এ খাতিরে দেলে দর্দ
 আমার কান্দনা ॥ হাছেন হোছেন মেরা ভাল কাপড় চায় ॥ দুনিয়ার
 কান্দাল মোরে করেছে খোদায় ॥ আমি এয়ছা গরিব নাহিক দুনিয়ার
 পরে ॥ ভাল জামা কোথা পাব এমাম খাতিরে ॥ রছুল কহেন মায়া
 শুনগো ফাতেমা ॥ ঘরের ভিতরে দেখ আছে দুই জামা ॥ জিবরিল
 আনিয়া জামা দিয়াছে আগারে ॥ রেখেছি তোমার ঘরে সিদ্দুক ভিতরে ॥
 শুনিয়া ফাতেমা বিবি ঘর বিচে যায় ॥ সিদ্দুকের বিচে গিয়া দুই জামা
 পায় ॥ এক জামা সে ঘড়ি দিলেন হাছেনেরে ॥ আর এক জামা দিল
 হাছেনের তরে ॥ কবুল না করে দোন পাইয়া কাপড়া ॥ রজদার
 কাপড়া যে চাহে দুই জোড়া ॥ এবাত কহিতে তথা জিবরিল পৌছিল ॥
 রছুলের তরে বাত কহিতে লাগিল ॥ শুন নবি মহান্মদ করিয়া সেতাব ॥
 কাপড়া উপরে খোড়া ফেলে দেহ আব ॥ দুই জামা দুই রঙ্গ হইবে

এখন ॥ যার যে লইবে জামা বুঝিয়া দুজন * জিবরিলের বাত শুনে
 রচুল আপনি ॥ জামার উপরে খোড়া ছিটাইল পানি * এক জামা ছবুজ
 হইল আর জামা লাল ॥ ছবুজ জামা দেখে মর্দ হাছেন খোসাল *
 লাল জামা দেখিয়া হাছেন খোসালিতে ॥ দুই জামা দুই ভাই লিলেক
 তুরিতে * হাছেন ছবুজ নিল হাছেন যে লাল ॥ দেখিয়া রচুল
 আপে বড়ই খোসাল * জিবরিল কহেন বাত শুন পয়গাম্বর ॥ মরিবে
 হাছেন মর্দ খাইয়া জহর * এমাম হাছেন মারা জাবেক তলওারে ॥
 আল্লার হুকুম এই শুন পয়গাম্বরে * জিবরিলের বাত শুনি নবি হৈল
 গম ॥ কে পারে করিতে রদ আল্লার কলম * অধম ফকির কহে এমামের
 পায় ॥ আল্লার মক্কর যাহা কে বুঝিবে তায় *

ত্রিপদী * জিবরিলের বাত শুনে, পেরেসান হৈল মনে, মহান্মদ নবি
 পয়গাম্বর ॥ দুই ভাই এমাম তারা, এমছা ভাতে জাবে মারা, রচুলুজা
 হইল কাতর * এমছাই রচুল রহে, ভাল বুঝা নাহি কহে, বার বরছের
 যবে হৈল ॥ এক রোজ নবি সাতে, গেল হাছেন মরদানেতে, হেথা
 যত ফেরেস্তা আইল * ফেরেস্তার মোলাকাত, হইল নবির সাত,
 জিবরিল পৌছিল সেই ঘড়ি ॥ একজন ফেরেস্তার, মুখ পুরে গেছে তার,
 জালিয়া গিয়াছে সব দাড়ি * রচুল জিবরিলে পোছে, মুখ পুড়ে কেন গেছে
 ফেরেস্তা করিল কোন গোনা ॥ কহেন জিবরিল তারে, শুন দিন পয়-
 গাম্বরে, আল্লার হুকুম কৈল মানা * শুন দীন মহান্মদ, আল্লার হুকুম
 রদ, করিলেন ফেরেস্তা হইয়া ॥ না মানিল ফরমান, গোয়া হৈল ছোব-
 হান, মুখ দাড়ি দিল জালাইয়া * গোনা হৈল এমছা ভাতি, আপনি
 হাছেন যদি, হাত ফেরে মুখেতে এহার ॥ তবে গোনা মাফ হয়,
 ফেরেস্তা খোসাল রয়, গোনা হইতে তবে হয় পার * শুনিয়া রচুল
 কহে, হাছেনের পানে চাহে, হাত যে ফেরাও এর মুখে ॥ দোণ্ডা কর
 মেরা বাতে, আল্লা মাফ দিবে তাতে, গোনা হইতে তরাও এহাকে *
 নবির হুকুম পায়, হাছেন খোসাল তায়, ফেরেস্তার মুখে ফিরায় হাত ॥
 মুখে হাত যেই দিল, গোনা খাতা মাফ হৈল, ফেরেস্তা হইল নেকজাত *
 এমামের পায়ে পড়ে, আকাশ উপরে উড়ে, আল্লার দরগায় উড়ে গেল ॥
 এমামের বরকতে, গোনার নাজাত তাতে, আল্লা তাতে করুল করিল *
 জিবরিল আমিন বলে, রচুলের পাণ্ড তলে, শুন নবি এলাহি কহিল ॥
 ফেরেস্তার গোনা মাফ, করাইয়া দিলে আপ, এখাতিরে খোদা মাফ

দিল * এমাম হোছেন যবে, কারবালায় সহিদ হবে, এই সব ফেরেশ্তা
আসিয়া ॥ বহুত মাতম জারি, লইবে ময়দান ঘিরি, এমামের খবর
পাইয়া * রচুল আফছোছ দেলে, জিবরিলের তরে বলে, আমি তখন
থাকিব দুনিয়ায় ॥ যখন এমাম মেরা, কারবালায় জাবে মারা, তখন
কেবা থাকিবে দুনিয়ায় * জিবরিল কহেন তবে, তুমি আগে চলে যাবে,
আবুবক্যর উম্মর ওছমান ॥ আলি ও ফাতেমা সেহ, দুনিয়াতে না রবে
কেহ, হেন কালে হইবে নিদান * বড় পেরেসান দেলে, অধীন ফকির
বলে, এমামের শুনিয়া এ হাল ॥ যে কেহ আল্লার বান্দা, ঘুচাও দেলের
বান্দা, এহা দেখ আল্লার খেয়াল *

পয়ার * হোছেনের হাল শুনে নবি পেরেসান ॥ আল্লার কুদরত
পরে হইল হয়রাণ * তার পরে হজরত আইলেন ঘরে ॥ দুই ভাই
সেই খানে ধুলা খেলা করে * খেলিতে ফিরিতে হৈল দুপ্রহর বেলা ॥
নিম্নের আবেসে শুইয়া রহে গাছতলা * দুই ভাই নিন্দ যায় গাছের
তলায় ॥ মুখেতে লাগিল ধূপ অথৈরি বেলায় * এমামের মুখে লাগে
আফতাবের ধূপ ॥ আজগায়েব সেই খানে আইল দুই সাপ * ফনা
যে ধরিল সাপ এমামের মুখে ॥ ধূপ নাই লাগে মুখে নিন্দ যায় মুখে *
বড়ই আজদাহা সাপ দম নাহি ছাড়ে * এমামের গায়ে মাছি পড়ে তাহা
তাড়ে * সেই ঘড়ি পয়গম্বর দেলেতে করিল ॥ দুপ্রহর বেলা হৈল
এমাম না আইল * চলিল রচুল আপে করিতে তলাস ॥ এমাম
খাতিরে যায় ছাড়িয়া ছতাস * দেখিল গাছের তলে শুয়ে নিন্দ যায় ॥
নিম্নের আসক আসে হোস নাহি তায় * দেখিলেক দুই সাপ ফনাধরি-
য়াছে ॥ মুখেতে ধরেছে ছাঙা খাড়া হইয়া আছে * সাপ দেখে মহা-
শ্রদ পেরেসান হইয়া ॥ সাপেরে মারিতে যায় হাতে আসা লিয়া *
সে ঘড়ি জিবরিল আইল হজুরে ॥ রচুলে করিল মানা সাপ মারিবারে *
সাপ নহে ফেরেশ্তা যে কৈল বড় গোনা ॥ সাপের ছুরত হইয়া ধরিলেক
ফনা * খোদায় ভেজিল দোহে করিতে খেদমত ॥ এখাতেরে হইল
সেই সাপের ছুরাত * এমামের দোওাতে যে গোনা হবে মাক ॥
ফেরেশ্তা হইয়া জাবে এই দুই সাপ * শুনিয়া রচুল আপে কহেন
সাপেরে ॥ জাগাও মেরা দুই ভাই এমামের তরে * সাপ বলে রচুল
আমার সাধ্য নাই ॥ কাচা নিন্দে দুই ভাই এমামে জাগাই * ঘড়ি এক
রহ নবি নিন্দ হবে পুরা ॥ উঠিবেন দুই ভাই তোমার পিয়ারা * শুনিয়া

রচুল খাড়া এমামের আগে ॥ ঘড়ি এক পিছেতে এমাম দোন জাগে ॥
জাগিয়া দেখিল সাপে বড় জোরদার ॥ সাপ মারিবারে মর্দ থুলিল তল-
ওয়ার ॥ রচুল করিল যানা শুনহে এমাম ॥ সাপ নহে ফেরেস্ তা করিল
বদ কাম ॥ আল্লার দরগায় গোনা হয়েছে এহার ॥ এখাতেরে আসিয়াছে
খেদমতে তোমার ॥ দোওা কর এমাম ভাই খোসালিতে ॥ গোনা
মাফ হইয়া যেন যায় সেথা হইতে ॥ দোওা কৈল তাহাদিগে দেখিয়া
যে সাপ ॥ এমামের দোওাতে যে গোনা হৈল মাফ ॥ ফেরেস্ তা চলিয়া
শ্বেল আপনা মোকাম ॥ রচুল আইল ডেরে লইয়া এমাম ॥ অধীন
ফকির কহে কেতাবের বাত ॥ বড়ে খান গাজি যারে দিল মোলাকাত ॥

ত্রিপদি ॥ দিন দুনিয়ার পরে, রচুল বাদসাই করে, আরবের
তক্তেতে বারাম ॥ আল্লার পেয়ারা নবি, যত পয়গম্বর সব, হর ঘড়ি
হাজের তামাম ॥ এক রোজ দোন ভাই, লেখে দোন এক ঠাই, কাগজ
উপরে এক পাতি ॥ দুই ভাই লেখা লিয়া, ওস্তাদের কাছে গিয়া, ছালাম
করিল হাতপাতি ॥ দেখহ ওস্তাদ মেরা, কার কত ভাল বুঝা, আপনি
যে দিবেন কহিয়া ॥ ওস্তাদ বলেন ভাই, আমার তাকত নাই, আর
কারে পোছনা যাইয়া ॥ শুনে ওস্তাদের বাত, সেই লেখা লিয়া হাত
হাছেন হোছেন চলে যায় ॥ নবির ইয়ার সবে, লেখন দেখান তবে,
ভাল বুঝা কেহ নাহি কয় ॥ কেহ না কহিল কিছু, রচুলের ঠাই পিছু,
গেল তারা দুই ভাই এমাম ॥ ছাতি পরে দিয়া হাত, রচুলে কহেন বাত,
নানা জিউ আলায়হেচ্ছালাম ॥ আমা দোহাকার লেখা, তোমার ইয়ার
দেখা, ভাল বুঝা না কহে হরফ ॥ আপনা নজর ধর, হরফে নজর কর,
ভাল বুঝা কহ দেখি আপ ॥ এমামের বাত শুনি, লেখেন হরফ চিনি,
ভাল বুঝা কহিতে দেওয়ান ॥ সে ঘড়ি জেবরিল আইল, রচুলেরে যানা
কৈল, শুন নবি আল্লার ফরমান ॥ এমামের এই লেখা, তোমার ইয়ার
দেখা, ভাল বুঝা না কহিল কেহ ॥ শুন বাত কহি আমি, এই লেখা
দেখ তুমি, ভাল বুঝা কহিতে না চাহি ॥ ভাল বুঝা কবে দেখি, কেহ যদি
হয় দুখি, তবে মন্দ হইবে আলবত ॥ এক মতে পরক্ষিয়া, দেখে আপে
খাড়া হইয়া, শুন কহি তাহার হেকমত ॥ আনার তুড়িয়া দোন, একে
একে বিচে গোনো, জার দিগে হইবে জেয়াদা ॥ তার খত হবে ভাল,
কহিল খোদায় তালা, শুন নবি আল্লার ওয়াদা ॥ রচুল শুনিয়া বাত,
আনার লইয়া হাত, এমামেরে দিলেন রচুল ॥ জার জে খাতিরি হৈল,

দুজনে আনার লিল, দুইজনে করিল করুল * শুনিয়া নানার বাত,
আনার লইয়া হাত, দুই ভাই আনার তুড়িল ॥ দুই জনে আনার তুড়ে,
দানা এক সাতে করে, কমি বেশি কেহ না জানিল * বড় খান গাজির
পায়, অধীন ফকীর কয়, কেতাবেতে খবর পাইয়া ॥ সাহে বড় খান
গাজি, নেক কামে রহে রাজি, মেহের নজরে তাকাইয়া *

পয়ার * হাছেন হোছেন তারা আনার তুড়িয়া ॥ দুই আনারের
দানা দিল মেলাইয়া * আনার থাইয়া দোন হইল খোসাল ॥ জিব-
রিল নবীর তরে কহে সব হাল * রছুলের তরে কহে জিবরিল এয়ছাই ॥
এক জনার বাদে যারা যাবে দোন ভাই * এয়ছা এক পয়দা হবে এমা-
মের দুসমন ॥ দাগা দিয়া এমামেরে করিবেক খুন * আনার তুড়িয়ে
দানা কৈল এক ঠাই ॥ একের ছুরে যারা যাবে দুই ভাই * জিবরি-
লের ঠাই নবী পাইয়া খবর ॥ জার হইয়া নবী কানিল বিসতর * রছুল
কহেন শুন মেহতর জিবরিল ॥ কত দিন পরে এয়ছা হইবে মুকিল * জিব-
রিল নবীর আগে রাখিল আদাব ॥ ছালাম করিয়া মর্দ চলিল সেতাব *
এক মুঠি খাক এনে রছুলেরে দিল ॥ যে কিছু ভেদের বাত কহিতে
লাগিল * জিবরিল কহিল এই কারবালার খাক ॥ এই খাক ঘরে রাখ আপে
নবী পাক * যেই দিন এই খাক লছ রঙ্গ হবে ॥ এমামের আখেরি
সে দিন জানা যাবে * রছুল বলেন ভাই সোন দেল দিয়া ॥ কার ঠাই
এই খাক রাখিব যে লিয়া * জিবরিল কহেন বিবি ছোলেমা তোমার ॥
তার ঠাই রাখ খাক ছকুয় আল্লার * রছুল কহেন বাত ছোলেমা বিবিরে ॥
এই খাক আমি আজি সুপিনু তোমারে * যখন দেখিবে খাক লছ রঙ্গ
হবে ॥ এমামের মউত হবে আলবত্তা জানিবে * মোদাম দেখিবে খাক
নজর করিয়া ॥ কাহাকে না কবে এহা শুন দেল দিয়া * শুনে ছোলেমা
বিবি রছুলের বানি ॥ এমামের মওত খাক রাখিল নিসানি * এয়ছাই
কয়েক রোজ গোজারিয়া যায় ॥ অধীন ফকীর কহে যে করে খোদায় *

পয়ার * এক রোজ মহাম্মদ মোস্তফা পাকজাত ॥ মজলিস করিয়া
আছেন এয়ারের সাত * মাঝিয়া বসিয়াছিলেন মজলিসেতে ॥ জিবরীল
পৌছিল আসি নবীর সাক্ষাতে * তছলিম করিয়া কহে শুন পয়গাম্বর ॥
এলাহি ভেজিয়া দিল শুনহ খবর * মাঝিয়া এয়ার তেরা বড় দর্দ মন্দ ॥
এজিদ নামেতে তার হইবে ফরজন্দ * সেই গিধি নামাকুল হবে মালা-
উন ॥ হাছেন হোছেন তরে করিবেক খুন * হাছেনেরে মারিবেক

জহর পেলাইয়া ॥ হোছেনেরে মারিবেক তলওয়ার খেচিয়া * জিব-
 রীল রচুলে যত বাত চিত হয় ॥ সাথের ইয়ার কেহ শুনিতেন না পার *
 হায়২ করে নবী সুনৈ এই বাত ॥ এয়ছা ভাবে যারা যাবে কুফরের
 হাত * হাছেন হোছেন মেরা জানের পিয়ারা ॥ কাফেরের হাতে দুই
 ভাই যাবে যারা * তামাম ইয়ার কহে রচুল হুজুরে ॥ কেবটে মারিবে
 দোন এমামের তরে * রচুল কহেন সুন ইয়ার তামাম ॥ আমার
 দোসতের বেটা মারিবে এমাম * সুনিয়া ইয়ার সব রচুলের বাত ॥
 খোদায় ভাবিয়া সবে কানে দিল হাত * আর না যাইব মোরা আও-
 রত নজদিগে ॥ থাক তুলে দিব মোরা আওরতের মুখে * জরুর
 খেয়াল সব দুর করে দিয়া ॥ জেন্দেগানি কাটাইব খোদায় ভাবিয়া *
 তামাম ইয়ার ফের কহে পয়গাম্বরে ॥ কাহার ফরজন্দ এয়ছা হবে দুনিয়া
 পরে * এয়ছাই কাফের বেটা হইবে কাহার ॥ হাছেন হোছেন পরে
 ধরিবে তলওয়ার * কহ২ হজরত এহার খবর ॥ না করিলে সবে মোরা
 খাইব জহর * রচুল কহেন তবে সুন সব এয়ার ॥ কহিলে বেজার হবে
 খবর তাহার * ইয়ার লোকের বাত কাটাইতে নারে ॥ কহেন ভেদের
 বাত এয়ার সবারে * সুনহ ইয়ার সব সুন দেল দিয়া ॥ আমার এয়ার
 দেখ হজরত মাঝিয়া * এজিদ তাহার বেটা হইবে জাহানে ॥ মারিবেক
 সেই বটে হাছেন হোছেন * মাঝিয়া বসিয়া ছিল রচুলের হুজুরে ॥
 সুনিয়া ছওগন্দ মর্দ করিল দরবারে * মাঝিয়া কহিল আমি করিব
 ছওগন্দ ॥ জরু না করিব আমি না হবে ফরজন্দ * না করিব নেকা
 বেহা দুনিয়া ভিতরে ॥ এয়ছাই গোঙাব দিন খোদায় যে করে * রচুল
 কহেন বাত সুনহ মাঝিয়া ॥ তাহার কোদরত রদ করে তার ক্রিয়া *
 খোদার কলম যাহা লিখেছে কপালে ॥ রদ না করিতে পারে তাহা
 কোন কালে * তোমার লায়েক নহে এমন ছওগন্দ ॥ এয়ছা বাত কতু
 আমি না করি পছন্দ * রচুলের বাতে দর্দ পাইয়া সবার ॥ যার যেই
 ডেরে গেল ভাবিয়া খোদায় * এয়ছাই কয়েক রোজ হইল আখের ॥
 মাঝিয়ার তরে আল্লা ডেলে দিল ফের * কে জানিতে পারে ভাই আল্লার
 কুদরত ॥ এক রোজ মাঝিয়ার পেসাবের হাজত * পেসাব করিয়া
 মর্দ কুলুফ লইতে ॥ ঢিলা এক উঠাইল জমিন হইতে * আছিল
 বিচ্ছুর ছানা কুলুফের গায় ॥ মাঝিয়া তাহার তরে দেখিতে না পার *
 কুলুফ হইতে বিচ্ছু মারিল কামড় ॥ জলনে মাঝিয়া মর্দ করে ধড়ফড় *

হায়২ যায় যায় কি কৈল খোদায় ॥ গউত পৌছিল আসি এমন সময়
বিসম জলন আল্লা সহিতে না পারি ॥ হায়২ করে মর্দ করে বড়াজারি ॥
কান্দেন মাঝিয়া মর্দ জমিনে পড়িয়া ॥ এগানা বেগানা সব আইল ধাইয়া
যে কিছু দাওাই পানি জানিতে যে ছিল ॥ একে২ সব কেহ বহুত
করিল * দারু পানি দিতে কেহু কমি নাহি করে ॥ ভালা নাহি হয়
যে জলন বাড়ে তারে * শুনিয়া রচুল তাহা গেলেন সেতাবি ॥ বড়ই
বেহাল তারে দেখিলেন নবী * নবীর পেয়ার বড় মাঝিয়ার পর ॥ অধিন
ফকির কহে কেতাবে খবর *

ত্রিপদী ছন্দ * জলনে কাতর হইয়া, পড়ে গড়াগড়ি দিয়া, হায়২
করিয়া কান্দনা ॥ কি ছিল নছিবে মেরা, জলন হইল বড়া, বুঝিতে না
পারি কোন গোনা * মাঝিয়া বড়ই দুখী, রচুল নজরে দেখি, দেলেতে
হলেন পেরেসান ॥ দেখিয়া দরদ ভারি, হজরত তরায় করি, ফুক দিতে
জলদী করে জান * ফুক দিতে নবি চলে, দরদ বুঝিয়া দেলে, সেই
ঘড়ী আইল জিবরীল ॥ কহেন নবীর তরে, এলাহি ভেজিল মোরে, শুন
নবি হয়ে এক দিল * ইয়ারের দরদ দেখি, দেলেতে হইলে দুখি, ফুক
দিতে আছান খাতিরে ॥ শুন বাত কাহ আমি, ফুক নাহি দিও তুমি,
মানা কৈল এলাহী তোমারে * কহিল খোদায়তাল্লা, তোমার ফুকেতে
ভালা, কভু নাহি হইবে জহমত ॥ কহ তুমি মাঝিয়ায়, যদি আপনাকে
চায়, সেতাবি যে ভজেন আওরত * শুন সাহা আমি কই, আওরত
ভজনা বই, চাঙ্গা নাহি হইবে দরদ ॥ এলাহীর ভাব জানি, জিবরিলের
মুখে শুনি, মাঝিয়ারে কহে মহাম্মদ * মাঝিয়ারে কহে ভাই, দরদ চাঙ্গা
হবে নাই, চাহ যদি বাচিতে আপনা ॥ আওরত আনিয়া একা, সেতাবি
করনা নেকা, তারতরে করহ ভজনা * ভজনা করিলে উঠে, দরদ যাইবে
ছুটে, এয়ছা ভাতি হুকুম আল্লার ॥ সোন ভাই মেরা বাত, নেকা কর
জরু সাত, তবে জান খালাস তোমার * রচুলের বাত শুনে, মাঝিয়া
দহসত মনে, কহে মর্দ রচুল হুজুরে ॥ জরু সাত কৈলে মেরা, ফরজন্দ
হইবে বুঝা, মারিবেক এমামের তরে * জলন সহিতে নারি, তবে এক
কাম করি, ঘড়ী এক আনহ আওরত ॥ ফরজন্দ না হয় যার, এয়ছা বুড়ি
একবার, ভজি তবে যাইবে জহমত * মাঝিয়ার বাত বুঝে, সহর
বাজারে খুজে, রাজি কৈলা এক বুড়ী দেখা ॥ আনিয়া যে এক বুড়ী,
নেকা কৈল নেই ঘড়ী, মোল্লা পড়াইয়া দিল নেকা * আল্লার কলম

যাহা কেবা বদ করে তাহা, যার যেযছা লিখেছে খোদায় * বড় খান
পদতলে, অধিন ফকির বলে, কবি কয় কেতাবের সায় *

পয়ার * বুড়ী এক বান্দী পাইয়া কিানল বাজারে ॥ খোসালে
ভেজিল লয়ে মাঝিয়ার তরে * মাঝিয়া আজারে পড়ে যায় গড়াগড়ী ॥
চাক্সার খাতিরে নেকা করে এক বুড়ী * তাকিদ দিলেন বুড়ী মহল
ভিতর ॥ আঁওল বিছোনা পরে বৈসে গিয়া তার * মাঝিয়া আজারে
বড় কাতর হইয়া ॥ ছহবত করিল বুড়ী আজাব লাগিয়া * সেই ঘড়ী
বিন্দুমণী টলিয়া পড়িল ॥ মাঝিয়া আজার হইতে আছান পাইল *
বিন্দুমণী সঙ্গে পড়ে বিছুর জহর ॥ দশখেল হইল বুড়ীর সেকম ভিতর
আল্লার তামাসা কিছু শুন দিয়া দেল ॥ সেই বিছুর বুড়ীর পেটে রহিল
হামেল * জহর সামেল বিন্দু পড়ে আবমণী ॥ বুড়ীর হামেল দেখ রহিল
তখনি * হামেল রহিতে বুড়ী খুবচুরত হইল ॥ দেখিয়া মাঝি-
য়ার দেলে মেহের বাড়িল * ত্রিশ বরসের জেন চুরত আওরত ॥ এয়-
ছাই হইল বুড়ী আল্লার কোদরত * দেখিয়া ছুরাত মদ মাতিল আসকে
বড়ই মেহের কৈল মাঝিয়া তাহাকে * পহরেক পিছে আইল রচুল
হুজুর ॥ কাহিল দরদ ঘেরা হইয়াছে দুর * দুর হৈয়া গেল ঘেরা তামাম
জহমত ॥ সেই বুড়ী হৈল এবি নেহাত ছুরাত * ত্রিশ বরছের যেন
হইল মেহেরা ॥ আল্লার তামাসা কিছু বুঝিতে না পারি * রচুল কহেন
ভাই শুন ঘেরা বাত ॥ যে কিছু তামাসা সব এলাহির হাত * বুড়ীকে
জ্ঞান আল্লা করিবারে পারে ॥ বদছুরাতের বিচে খুব সুরাত দিতে
পারে * রচুলের বাত শুনে মাঝিয়া ইয়ার ॥ রাখিল মেহের ঘরে করিয়া
পয়ার * মেহেরির তরে নাহি বলে ভাল্য বুয়া ॥ দশ মাস বিচেতে
হামেল হৈল পুরা * জিনিল মেহেরা এক হইল ফরজন্দ ॥ বড়ই সুরত
তার জেন পূর্ণচন্দ ॥ এমন সুরাত আল্লা পয়দা কৈল তারে ॥ রহিল
বছর এক অন্তর ভিতরে * এক রোজ মাঝিয়া খবর তার পায় ॥ দেখিতে
ফরজন্দ মদ ডেরা বিচে যায় * দেখিল সুরাত বেটা পয়দা হইল ঘরে ॥
বড়ই মেহের দেল ফরজন্দ উপরে * বেটা বেটি আর কিছু নাহি ছিল
তার ॥ ফরজন্দ দেখিয়া তারে করিল পয়ার * পয়ার করিয়া নাম রাখিল
এজিদ ॥ কোলে কান্দে করে ফেরে লইয়া সাবিদ * এক রোজ মাঝিয়া
এজিদে কোলে লিয়া ॥ এদিক ওদিক ফেরে তামাসা দেখিয়া * রচুল
বসিয়াছিল ইয়ারের সাত ॥ দেখিয়া ইয়ার লোক কহে এই বাত *
রচুল কহেন শুন তামাম ইয়ার ॥ বেহেস্ত উপরে দেখ দোজখের বার ॥

রসুলের বাত সব ইয়ার শুনিয়া ॥ একজন মাঝিয়াকে কহে ছাপাইয়া ■
 শুনহ মাঝিয়া মর্দ রাস্ত কহি বাত ॥ কোলে করে লিয়া ফের ছাওালের
 জাত * কোলেকরি লিয়াছিলে এজিদেবতরে ॥ দেখিয়া রসুল তাহা আপনা
 নজরে * কহিল বেহেশ্তের পরে দোজখের বার ॥ দেখহ ইয়ার লোক
 কোদরত আল্লার * শুনিয়া মাঝিয়া বড় দহসত খাতিরে ॥ সেই ঘড়ী
 উঠিয়া যে চলিল দরবারে * রসুলের আগে গেল হইয়া পেরেসান ॥ তছ-
 লিম করিয়া মর্দ ভয়ে কম্পবান * মাঝিয়া কহেন বাত ছাতিপরে হাত
 বুঝি কুপুত্র মেরা এজিদ কমজাত * এমামের তরে বুঝি দিবেক আজার
 হুকুম পাইলে মারি খেচিয়া তলওয়ার * মেরে ডালি এজিদেবের তলওয়ার
 মারিয়া ॥ শুনিয়া রসুল কহে গোম্বা দেল হইয়া * শুনহ মাঝিয়া বাত
 তোমাকে সমজাই ॥ মনাছেব নহে এয়ছা করিতে খোদাই * এলাহির
 গাও তুমি রাখ আপনারে ॥ খোদার বেগর এয়ছা কাম কেবা করে *
 হায়াত মউত দেখ কোদরত আল্লার ॥ নাহক এবাত কৈয়া হও গোনা
 গার * তোমার ফরজন্দ দেখ কোন জিউ ধরে ॥ এমাম উপরে কিছু বর
 জুরী করে * মাঝিয়া কহেন বাত শুনে রসুলের ॥ দেলেতে দহসত বড়া
 হইল আমার * রসুল কহেন তাকে হেকমত করিয়া ॥ বান্দি বাচ্চা লিয়ে
 ফের কান্কেতে করিয়া * এ খাতির এয়ছা বাত কহিয়াছি আমি ॥ পেরে
 সানি দেলে কিছু না হইবে তুমি * শুনিয়া মাঝিয়া মর্দ ডেরে চলে যায়
 অধম ফকির বলে ভাবিয়া খোদায় *

পয়ার * এজিদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত ॥ পহেলার বাত কহি
 হইল জেয়ছা ভাত * চার পুরুষ আগে ছিল আবদুল মন্নাফ ॥ জমক
 ভাই বেটা তার দেখিলেন আপ * হইল সে দুই বেটা পিঠে ২ জোড়া
 বহুত খেচিল পিঠ না হইল ছাড়া * আবদুল মন্নাফ মর্দ বুঝিয়া
 আথেরে ॥ মারিল সমসের তার পিঠের উপরে * দুইজন জুদা হৈল
 হুকুম আল্লার ॥ হাসেন একের নাম শুনহ খবর * উন্মিয়া দোছরার
 নাম বড়ই দাখিল ॥ হেকমতে ওস্তাদ হৈল বড়া খোস দিল ■ হাসেন
 উন্মিয়া দোন জোরওয়ার হইল ॥ দুই জনে ঝগড়া এয়ছা কাটাকাটি
 ছিল * হাসেনের বেটা ছিল আবদুল মতলিব ॥ বড়া নেক মর্দ ছিল
 আল্লার হবির * উন্মিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব ॥ বড়া জজিবাজ
 ছিল আপনা মতলব * মতলব হরবে জজ রাত দিন ছিল ॥ মতলবের
 বেটা আবুতালেব হইল * হরবের বেটা হৈল সুফিয়ান নাম ॥ আবু
 তালেবের সাথে ঝগড়া মোদাম * আবু তালেবের বেটা আলি জোর

ওর ॥ ছুফিয়ানের বেটা হৈল মাঝিয়া ইয়ার * আলী আর মাঝিয়া
ইয়ার দুই জনে ॥ দোহেতে বাগড়া ছিল পুসিদা বাতুনে * রছুলের
দাবে কেহ জাহের করিয়া ॥ না করিত বাগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া *
আলির ফরজন্দ হৈল হাছেন হোছেন ॥ মাঝিয়ার বেটা হৈল এজিদ
কমিন * ছেলছেলা আইল এয়ছা বাগড়া হইয়া ॥ এমাম এজিদ জঙ্গ
ইয়ার লাগিয়া * এমামের এজিদে জঙ্গ হইবে আলবত ॥ গরিব কহেন
বুঝি আল্লার কোদরত *

পয়ার * এক রোজ আলি সাহা পুসিদা করিয়া ॥ রসুলের আগে
কহে সোন দেল দিয়া ॥ মাঝিবে এমামে ঘেরা এজিদ কমজাত
আমার দেলেতে দর্দ সুনৈ এই বাত * এই ওক্তে এজিদারে ডালি যে
মাঝিয়া ॥ বেটার দুসমন যায় পয়মাল হইয়া ॥ তবেত আমার জীউ হয়
যে কারার ॥ নহে পেরেসান আছি সোন পয়গম্বর ॥ সুনিয়া নবীর দেল
হৈল পেরেসান ॥ কহেন আলির তরে সোন বাবাজান * তোমাকে লায়েক
বাবা নহে এই কাম ॥ এজিদার কোদরত কিবা মাঝিবে এমাম ॥ একেত
ইয়ার তুমি আরত দামাদ ॥ এলাহির বাত তুমি না কর এয়াদ ॥ জীউ
দেয় জীউ লেয় সেইত এলাই ॥ তাহা বিনে জীউ লেয় এয়ছা কেহ
নাই * ছুর কর বদি মর্দ খামস থাকিয়া ॥ আখেরে হইবে গোনা একাম
করিয়া * এলাহি যাহাকে করে মেহের নজর ॥ বহুত বালাই ডেলে
দেয় তারপর * সরমেন্দা হইয়া আলি নবির হুজুরে ॥ পেরেসানে আলি
সাহা চলি গেল ডেরে * এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায় ॥
আল্লা নবি সবে বল দিন বয়ে যায় *

হজরতের ওফাতের বয়ান ॥

ত্রিপদী * নুরনবী মহাম্মদ, কুফরে করিয়া জঙ্গ, রহে নবি খোসা-
লিত হৈয়া ॥ আল্লার তামাসা যাহা, কে বুঝিতে পারে তাহা, ছফরচাদ
পৌছিল আসিয়া * ছফরের চাঁদ আইল, রসুলের তলব হৈল, আজার
হইল রসুলের ॥ তাপ যে হইল গায়, বিবিকে ডাকিয়া কয়, দেখ বিবি
তাপ হৈল মোরে * আপে নবি পয়গম্বর, আয়েসার জানু পর, শুইলেন
ছের লাগাইয়া ॥ বড়ই তাপের জোর, দুই আখি হইল ঘোর, কহেন নবি
বিবীকে ডাকিয়া * সোন বিবি কহি আমি, সেতাবি করিয়া তুমি, বোলা
ইয়া আনহু সয়ার ॥ জীউ শুখাইয়া যায়, আরাম নাহিক হয়, মউত
পৌছিল এইবার * বারেক ইয়ার সাত, করি আমি মোলাকাত, তাগিদ

বোলাও সবাকারে ॥ সেই দিন জুম্মারবার, ইয়ার তামাম তার, গেছে
সবে নামাজ খাতিরে ॥ মছজিদের বিচে গিয়া, দেখে রাহা তাকা-
ইয়া, রছুল আসিবে কতক্ষনে ॥ নামাজের বেলা হৈল, রছুল নাহিক
আইল, নবীর গাফিলি হইল কেনে ॥ সবে দেলে করে ভয়, বেলালের
তরে কর, শুন মর্দ বেলাল খবর ॥ সেতাব খবর আন, নবী না আইল
কেন, নামাজের ওক্ত বরাবর ॥ আর অন্য দিন পর, আপে আইসে
পয়গাম্বর, নামাজেতে কভু না গাফিল ॥ সেতাব চলিয়া যাহ, তাকিদ
খবর লেহ, না জানি কি হইল মুশ্কিল * বেলাল হুকুম পায়া, সেতাবি
চলিল ধায়া, যেখানেতে নূর মহাম্মদ ॥ দেখিল বেলাল গিয়া, আজারে
রহিল শুইয়া, তাপ জোর বড়ই দরদ * ছাতি পরে হাত জোড়া,
কহেন বেলাল খাড়া, শুন নবী আলায়হেচ্ছালাম ॥ আজ হৈল জুম্মাবার,
নামাজ খাতির পর, জমা হইল ইয়ার তামাম * খবর জানিতে যুঝে,
তোমার ইয়ার ভেজে, দেখি তুমি তাপের আজারে ॥ নবী বলেন বেলাল,
দেখ মেরা এই হাল, কহ তুমি সবার হুজুরে * এবার আজার জোর,
জলন হইয়াছে মোর, দুই আখি হইল মেরা ঘোর ॥ ছটফট করে জিউ,
দরদ হইল জিউ, কি জানি গতিক হয় মোর * রছুলের আজার দেখি,
বেলাল হইয়া দুঃখী, খবর কহিতে চলে যায় ॥ গাজি হুকুমের পায়া,
দেলেতে একিদা হইয়া, অধীন ফকির কবি গায় ॥

পয়ার * বেলাল চলিল দেখে রছুলের আজার ॥ তামাম ইয়ার
গিয়া দিল সমাচার ॥ শুন ভাই রছুলের ইয়ার তামাম ॥ রছুলের
আজার বড়া নাহিক আরাম * আমাকে ভেজিল নবী কহিতে খবর ॥
নেহাত আজারে আছে নবী পয়গাম্বর * এয়ছাই শুনিয়া সবে বেলা-
লের মুখে ॥ হায় হায় করে সবে হাত মারে বুকে * তাকিদ চলিয়া
গেল তামাম ইয়ার ॥ দেখিল যাইয়া নবী বড়ই আজার * তামাম
ইয়ার পোছে কহ হকিকত ॥ আপনার হাল কহ কেমন হজরত ॥
রছুল কহেন ভাই নাহি যায় কথা ॥ আজার বড়ই যুঝে এলাহির চাহা *
তাপের জ্বালাতে মোর সব অঙ্গ জ্বলে ॥ এমন আজার নাহি হয় কোন
কালে * তোমা সবাকার সাতে করি মোলাকাত ॥ মওত পৌছিল
বুঝি নাহিক হায়াত * তামাম ইয়ার মেরা শুন দেল দিয়া ॥ পড়ুক
নামাজ সবে মসজেদে যাইয়া ॥ রছুলে দেখিয়া সবে দেল পেরেসান ॥
হায়২ করে সবে হইয়া হয়রান * নামাজের ওক্ত গেল হইয়া আখের ॥
নাচারে চলিল নবী নামাজ খাতের ॥ ইয়ারের কান্দ পরে হাত লাগা-

ইয়া ॥ নামাজ খাতেরে যান মসজ্জেদে চলিয়া * বহুত কোসেসে নবী
 গেলেন মসজ্জেদ ॥ খাড়া হইতে নবী নাই পারেন সাবুদ * আবু বক্কর
 ছিদ্দিকেৰে করিয়া এমাম ॥ নামাজ পড়িয়া তবে নবী ডেরে যান *
 মসজ্জেদ হইতে নবী চলে গেল ঘরে ॥ ইয়ারে কান্দে হাত দিয়া ধীরে
 ধীরে * বহুত কোসেসে ডেরে আইল মহাম্মদ ॥ রোজ ২ বাড়ে তাপ
 হইল প্রমাদ * এক রোজ মহাম্মদ কহে বেলালেরে ॥ মউত হইবে
 মেরা আলবত্তা এবারে * এক বাত কহি আমি শুন দেল দিয়া ॥ সহর
 বাজারে যাও সেতাৰি করিয়া * হাকিয়া কহিবে ভাই এই হকিকত ॥
 রছুল আজার মর্দ বড়ই জহমত * দাবিদার কেহ যদি থাকে তারপর ॥
 আগে হরে লেহ ভাই শুনহ খবর * বেলাল শুনিয়া চলে নবীর ফরমান ॥
 সহরে হাকিয়া বলে আজার দেওন * কার দাবি থাকে যদি রছুলের
 ঠাই ॥ যাইয়া বুঝিয়া লেহ শুন সবে ভাই * বেলাল সহর বিচে
 বহুত হাকিল ॥ ভাল বুঝা বাত কেহ কিছু না করিল * ঘরী পিছে
 এক মর্দ নামেতে আক্কাছ ॥ কহে মেরা দাবি আছে রছুলের পাছ *
 বেলাল কহেন চল রছুলের আগে ॥ আক্কাছ চলিয়া আইল নবীর নজ-
 দিগে * বেলাল খবর দিল রছুলের পাছ ॥ দাবিগারি আইল এক নামেতে
 আক্কাছ * রছুল কহেন ভাই শুনহ আক্কাছ ॥ কোন দাবি রাখ তুমি
 লেহ মেরা পাছ * আক্কাছ বলেন ভাই শুন পয়গাম্বর ॥ যখন তুড়িতে
 যাহ আহাদ কুফর * তোমার ঘোড়ার কাছে আমি ছিনু খাড়া ॥
 ঘোড়াকে মারিতে মেরা গায় লাগে কোড়া * কি জানি সেতাব মেরা
 আছিল এয়াদ ॥ খবর পাইয়া তার লিতে আইনু দাদ * শুনিয়া রসুল
 কহে বেলালের তরে ॥ রাখা গেছে সেই কোড়া ফাতেমার ঘরে *
 তাকিদ বেলাল গিয়া আনহ চাবুক ॥ আমাকে মারিয়া দাদ আক্কাছ
 লউক * শুনিয়া বেলাল গেল যেখানে ফাতেমা ॥ তছলিম করিয়া
 বাত কহে শুন মামা, * কোড়া নাকি আছে মামা তোমার দহলিজে ॥
 রসুল লইতে তাহা ভেজিলে মুঝে * এই কোড়া দাওয়া রাখে নামেতে
 আক্কাছ ॥ লইতে কোড়ার দাওয়া রসুলের পাছ * শুনিয়া ফাতেমা বিবি
 হৈল পেরেসান ॥ কোড়া লিয়া বেলাল নবীর আগে জান * হজরত
 ফাতেমা বিবা কান্দিয়া চলিল ॥ বেলাল রসুল আগে যাইয়া পৌছিল
 তাগাম ইয়ার শূনে আইল সেই ঘড়ী ॥ ছিদ্দিক আক্কাছ আগে কহে
 হাত জুড়ি * দশ কোড়া মার তুমি উপর আমার ॥ মাফ করে যাহ তুমি
 রসুলে খোদার * নজরে দেখহ নবী কেমন বেহাল ॥ আমাকে মারিয়া

ছাড় দাদের খেয়াল * আক্কাছ কহেন মিয়া কহি তেরা আগে ॥ এক
 জনার দাদ কোথা আর জনে লাগে * নাহক কহিলে বাত আমার
 হুজুর ॥ রচুল উপরে দাদ লইতে মঞ্জুর * ওক্ষর খেতাবে কহে আক্কাছ
 হুজুরে ॥ বিশ কোড়া মার তুমি আমার উপরে * এক কোড়ার দাদ লেহ
 বিশ কোড়া মেরে ॥ রচুলে করিয়া মাফ ঘরে যাহ ফিরে * আক্কাছ
 কহেন ভাই হজরৎ ওক্ষর ॥ ঘেরা দাও নহে ভাই তোমার উপর *
 কহেন ওছমান ফের শুন দেল দিয়া ॥ মারহ তিরিশ কোড়া আমাকে
 খেচিয়া * আক্কাছ কহেন ফের নাহিক মারিব ॥ জাহার উপরে দাও
 তার ঠাই লিব * তার পরে আলি কহে আক্কাছের সাত ॥ চল্লিশ চারুক
 মুঝে মার খুব ভাত * মারহ চল্লিশ কোড়া একের বদলে ॥ মাফ করে জাহ
 তুমি হজরতের হালে * হাছেন হোছেন কহে শুনহে আক্কাছ ॥ আমা
 দোন পরে মার চারুক পঞ্চাশ * দেখ নানা জিউ মেরা তাপের আজারে ॥
 কেমনে মারিবে কোড়া দর্দ নাহি তোরে * আক্কাছ কহেন তবে নাহি
 লিব দাদ ॥ আল্লার হুজুরে লিব শুনহ সন্বাদ * বুঝিয়া রচুল কহেন
 আক্কাছের তরে ॥ দাদ লেহ মেরে কোড়া আমার উপরে * শুনিয়া
 আক্কাছ কহে রচুল হুজুরী ॥ গায় জামা কিকুপে চারুক তার মারি *
 যখন আপনি কোড়া মারিলে আমায় ॥ খালি অঙ্গ ছিল জামা নাহি
 ছিল গায় * এয়ছাই শুনিয়া নবী জামা খুলে দিল ॥ আক্কাছ যাইয়া
 কাছে পিঠ তাকাইল * পিঠের উপরে ছিল আল্লার মোহর ॥ দেখিয়া
 আক্কাছ তাহা করিয়া নজর * আল্লার নিশান যে মোহর নবুওত ॥
 সেতাবি চুমিয়া মর্দ লিলেক শুরত * তছলিম করিয়া মর্দ কদম উপরে
 হাতে ছিল কোড়া জে ফেলিয়া দিল দূরে * রচুলের পায় মর্দ গিরিল
 আসিয়া ॥ মাফ করহ কহেন কান্দিয়া * তোমার পিঠেতে ছিল আল্লার
 নিসান ॥ খোওবে দেখিগু আমি সোনহ দেওন * বাহানা করিনু
 আমি দেখিতে মোহর ॥ মাফ কর গোনা মেরা আপে পয়গাম্বর * সাত
 পোস্তানের মেরা গোনা হৈল মাফ ॥ বড় গোনাগার আমি দোওা কর
 আপ * রচুল কহেন ভাই তুমি নেকবক্ত ॥ করিলে দুনিয়া বিচে বড়া
 কাম শক্ত * মোহর নবুওত আছে আমার পিঠেতে ॥ দেখিলে দুনিয়া
 বিচে আক্কেল হইতে * তোমা হৈতে হইল মেরা ওক্ষতের কাম ॥
 মোহর নবুওতে ধেরান করিবে মোদাম * মোহর নবুওত যেই দেখিল
 নজরে ॥ গোনা মাফ হৈয়া যাবে বেহেস্ত ভিতরে * আক্কাছ বিদায় হয়
 ছালাম করিয়া ॥ অধিন ফকির কহে গাজি ধেয়াইয়া * বাপ নাম সাহা

দুন্দি আল্লার ফকির ॥ ভাটিয়া ছোলতান গাজি বরখান পীর ■

ত্রিপদী * আক্কাছ বিদায় হৈয়া, ঘরেতে পৌছিল গিয়া, নুরনবী বড়ই আজার ॥ সেই রাতে স্বপনেতে, দেখে খাব সকলেতে, ছিল জত নবীর ইয়ার * খাব দেখে সবাকায়, আসিয়া রছুলে কয়, নবী তার শুনিয়া খবর * তামাম ইয়ার সাত, कहিল সকল বাত, বয়ান করিয়া বরাবর * সবে পেরেসান দেলে, রছুলের তরে বলে, কি খাতেরে রহিবে দুনিয়ায় ॥ অনাথ করিয়া যাবে, আর নাহি দেখা হবে, কান্দে সবে বলে হায় হায় * জ্বিয়ের আরাম তুমি, ছেড়ে জাবে এই জমি, আর নাই দেলেতে আরাম ॥ কহে সবে এই বাত, ছের পরে মারে হাত যারে যার হইল এমাম * আল্লার মক্কর যত, বুঝিতে পারিব কত, বুঝি আল্লা বড়া বেদরদ ॥ এয়ছা নিয়ামত দিয়া, ফের লেয় ছেনাইয়া, ছেড়ে জাবে দিন মহান্মদ * আর কি আরামে রব, ফকির হইয়া যাব, উদাসিনী হইয়া দিগে দিগ ॥ ঘরে আর কাম নাই, মুখে লাগাইয়া ছাই, দেশে মেঙ্গে খাব ভিক * তামাম ইয়ার কান্দে, বুক তার নাহি বান্দে, দেখে নবী কহে সবাকায় ॥ তামাম ইয়ার সোন, আমার খাতিরে কেন, কান্দ সবে করে হায় ॥ শুনিয়া মউত ঘেরা, জারে যার আপনা রা, কেন সবে হইয়াছ উতালা ॥ একে আগে পিছে, সবাই দুনিয়া বিচে, পিয়ে আইল মউত পিয়াল ॥ হাজারে হাজার নামী, ঘরে গেছে এই জমি, পয়দা হইয়া দুনিয়া ভিতরে ॥ আর নাই কান্দ কেহ, এলাহির নাম লেহ, মরন ছাড়ান নাহি পারে ■ বড়খান ভাবিয়া দেলে, অধীন ফকির বলে, সাহা দুন্দির পহেলা ফরজন্দ ॥ কহেন বড় খান গাজী, লায়েকেরে হয়ে রাজি, তবে যার যেমন নিবন্ধ ■

পয়ার * তামাম ইয়ারে কহে নবী পয়গম্বর ॥ পড়িবে কোরাণ দেলে রাখিয়া খবর * নামাজ পড়িবে আর রাখিবেক রোজা ॥ এইতিন চিজ দেখে এলাহির ভেজা * দোজখ উপরে সাকো রাহা বড় দূর ॥ এয়ছাই সাকোর ধার যেন তেজ খুর * বড়ই আক্কার সেই সাকোর নজাদিগ ॥ অমাবস্যা রাত হৈতে জানিবে অধিক * সেই সাকো পার হইতে হইলে সবার ॥ নামাজের উজালা বিনে গতি নাহি আর * নামাজের উজালাতে পার হইয়া যাবে ॥ নামাজ বড়ই ধন আলবত্তা জানিবে * যা বাপের তরে সবে করিবে খেদমত ॥ তাহার দোওয়া ভেস্তু পাইবে আলবত * আলেম ওস্তাদ লোকে করিবে তাজিম ॥ খোসালে খেলাবে খানা দেখিয়া এতিম * এতিমেরে খোসালেতে মারফ হবে

গোনা ॥ নছিহত করে সবে আওরত আপনা * নেক রাহা আওরতে
 সেথাবে ভাল বুঝা ॥ আওরতের গোনাতে খছম যাবে মারা * এই
 কপে রচুল করেন নছিহত ॥ তাগাম ইয়ারগণে শুনে এই বাত ॥ তার
 পরে পোছে বাত রচুলের ঠাই ॥ তোমার পিছেতে কেবা করিবে
 বাদসাই * রচুল বলেন যদি পুছিলে আমারে ॥ আবু ক্যার বাদসাই
 হইবে মেরা পরে * তার পর ওম্মর যে করিবে বাদসাই ॥ ওছমান
 তাহার পিছে শুন সব কই * এই তিন বাদে যে দুয়ারে খাড়া আছে ॥
 হবেন বাদসাই তার শুন মেরা কাছে ॥ দুয়ার উপরে খাড়া আলি মর্দ
 ছিল ॥ আলিরে দেখিয়া নবী এবাত কহিল * আলির পিছেতে খাড়া
 আছিল মাঝিয়া ॥ হইল ঝগড়া কাম বাদসার লাগিয়া * পিছেতে
 কহিব বাত হকিকত তার ॥ দিন মহাম্মদ হইল বড়ই আজার * খেচিয়া
 কহেন বাত রচুল দেওন ॥ বেঠেকানা শুনে বাত সবে পেরেসান ॥
 সেই ঘড়ী জিবরীল যে আইল হুজুরে ॥ দেখিয়া হজরত নবী কহে
 ধীরে ॥ শুন ভাই মোহেতের জিবরীল তুঝে কই ॥ দুনিয়ায় আসিবে
 কতবার আমি বই * শুনিয়া জিবরীল কহে হজরত রচুলে ॥ আসিবে
 যে দশ বার তুমি চলে গেলে * দশ বার দশ চিচ্চ ওঠাব দেওন ॥
 এয়ছাই আমার পরে আল্লার ফরমান * পহেলা আসিয়া যে বরকত
 ওঠাইব ॥ দোছরা যে আওরতের সরম লিয়া যাব * তেছরাতে ওঠাইব
 ছাখাওত কাম ॥ চাহারমে এনছাফ কাম উঠাব তাগাম * পঞ্চমেতে
 তাজিম আমি লিব ওঠাইয়া ॥ সষ্ঠমে তওবার ঘর যাবে বন্দ হৈয়া ॥
 তওবা করিলে এবে পাপ দূরে যায় ॥ সাতবারে উঠাইয়া লিব যে
 তাহার * অষ্টম বারেতে লিব লোকের ইমান ॥ নয়বারে নিয়ামত
 উঠাব নিদান * খোসবুই নিয়ামত উঠাইয়া লিব ॥ মোহের মহব্বত
 হেথা কিছু না রাখিব * দশ বারে উঠাইব আল্লার কোরাণ ॥ তবে জান
 নজদিগেতে কেসামত নিদান * শুনিয়া রচুল বাত জিবরীলের মুখে ॥
 খবর কহেন নবী ইয়ার সবাকে * আইল ফাতেমা বিবি রচুল হুজুরে ॥
 বাপের আজার দেখে কান্দে জারে ॥ কান্দেন ফাতেমা বিবি বলে
 হায় ॥ বড়া নেয়ামত মেরা বাপ মরে যায় ॥ আর মোহেরবান নাই
 বাপের সমান ॥ আর কে খবর মেরা লিবেক মোদাম * আহা কে পুছিবে
 বাত মোহের করিয়া ॥ বাচিবে আমার জান কাহাকে দেখিয়া * হায় ॥
 আল্লাতালী লিখেছে নিদান ॥ এয়ছা দরদমন্দ মেরা বাপ চলে যান ॥

দৈলের দরদ আর কব কার ঠাই ■ বাপ বিনে আমার যাবার জায়গা
নাই * ঘড়ী এক থাকিব বাপের মুখ চাহিয়া । আথেরে মরিব আমি
জ্বর খাইয়া * বাপকে ধরিয়া বিবি ফাতেমা রহিল ॥ মেহের করিয়া
নবী কহিতে লাগিল * শুনগো ফাতেমা মাতা না কান্দিও আর ॥ ছয়
মাহিনায় পাবে দেখা যে আমার ■ আমি গোজারিলে তুমি ছয় মাহিনা
পিছে ॥ আলবত্তা যাইয়া যে পৌছবে মেরা কাছে ■ শুনিয়া ফাতেমা
বিবি ছাড়িল কান্দনা ॥ অধিন ফকির কহে গাজির ভাবনা *

পর্যায় * সেই ঘড়ি বাহিরেতে আওজ হইল ॥ আওজ কানেতে
নবী আপনি শুনিল * হজরত কহেন বাত ফাতেমার ঠাই ॥ বাহিরে
খবর লেহ কার হাক পাই * শুনিয়া ফাতেমা যে বাহিরে তাকাইল ॥
কড়ই বিকট এক ছুরত দেখিল * দেখিয়া ফাতেমা বিবি গেল ডরাইয়া ॥
বেহুস হইয়া পড়ে জমিন ধরিয়া * থরং বিবি আপে লাগিল কাপিতে ॥
রচুল ছুজুরে বাত লাগিল কহিতে ■ বাবাজীউ পরগাম্বর শুন মেরা
বাত ॥ বাহিরে দেখিল এক মুস্কিল ছুরাত * আছমান জমিন বরাবর
এক জন ॥ এমন বিকট ছবি না দেখি কখন ■ দেখিয়া তাহাকে মেরা
গায়ে আইল জ্বর ॥ না জানি কে বটে মর্দ দুনিয়া ভিতর * রচুল বলেন
বেটি ডর নাহি তারে ॥ আজরাইল বটে এই বোলাও ওহারে * আজ-
রাইল আইল বুঝি রচুলের আগে ॥ দূরে খাড়া রহে মর্দ নজদিগে না
লাগে * রচুল বলেন আজরাইল মেরা ভাই ॥ দূরেতে রহিলে কেন
কাছে আইস নাই * আজরাইল বলে জেয়ছা হুকুম আল্লার ॥ তেরছা
ভাতি খাড়া আছি হুকুমে তোমার * তোমার হুকুম যদি হয় মেরা
পরে ॥ তবে পাক জীউ লিব বেহেস্ত ভিতরে ■ এয়ছাই হুকুম লিয়া
আসিয়াছি আমি ॥ এখন হুকুম কেয়ছা আপে কর তুমি ■ রচুল কহেন
ভাই বৈস মেরা পাস ॥ যাহা পাও কর মেরা জানের তল্লাস ■ আজ-
রাইল শুনিয়া হাত ছাতি পরে দিল ॥ আহাং বলে নবী হাকিয়া উঠিল *
আসমান চাপিল যেন ছাতির উপর ■ এমন পৌছিল তার কহে পর-
গাম্বর * রচুল কহেন বাত আজরাইলের তরে ॥ এমনি কহর হাত ডাল
মেরা পরে ॥ যে হউক সে হউক ভাই কহি যে তোমারে ■ যে কিছু
কহর থাকে করে লেহ মোরে * আমার ওম্মত লোগ বড়ই লাচার ॥
সহিতে না পারিবেক আজার তোমার * আজরাইল কহে নবী শুন
দেল দিয়া ॥ আল্লার হুকুম যেই চলে বজাইয়া * হুকুম মানিয়া তেরা
যেই করে কাম ॥ তার জীউ লিয়া যাব করিয়া আরাম * হামেসা

আয়তল কুরছি পড়ে যে এনছান ॥ নেকালিব জান তার করিয়া
 আছান * আল্লার হুকুম রদ তোমাকে না মানে ॥ বহুত আছার পাবে
 মউত নিদানে * শুনিয়া রছুল কহে শুন আজরাইল ॥ আপনার কাম
 তুমি করনা হাসিল * আজরাইল রছুলের হুকুম পাইয়া ॥ পাক জীউ
 সেই ঘড়ি লিল নেকালিয়া * পাক জীউ চলে গেল ধড় পড়ে রয় ॥
 দেখিল ফাতেমা বিবি দম নাহি বয় * হায়২ বলে বাঁব জামনে গিরিল ॥
 তামাম ইয়ার তবে রছুলে দেখিল * যাইয়া দেখিল জীউ ঘরে নাহি
 তার ॥ বেহুস পাড়িয়া আছে বিছানা উপর * হইল বহুত সোর কান্দ-
 নার জারি ॥ হেন বুঝি কেয়ামত হইল আখেরি * আলম তামাম কান্দে
 আরব সহর ॥ আর না হইবে এয়ছা দিন পয়গাম্বর * অসমান জমিন
 কান্দে দরিয়া পাহাড় ॥ দুনিয়ার পশু কান্দে খাইয়া কাছাড় * গোজারিল
 মহাম্মদ আল্লার রফিক ॥ অধিন ফকির কহে কেতাব মাফিক *

বিবি ফাতেমার ওফাতের বয়ান ॥

পয়ার * ঘড়ি চার এইরূপে গেল গোজারিয়া ॥ সকলে ছাড়িল
 জারি এলাহি ভাবিয়া * গোছল কাফন দিয়া ইয়ার তামাম ॥ বারই
 টাদের দিন মঞ্জিল মোকাম * জানাজা পড়িয়া যে রসূলে দিল মাটি ॥
 রবিওল আউয়াল চাঁদ সোমবার খাটি * ফাতেমা দরুদ যত খানা পিনা
 কৈল ॥ তামাম ইয়ার বিচে মছলত করিল * মছলত করেন সবে বসে
 এক ঠাই ॥ সবে বলে আবুবক্কর করহ বাদসাই * রছুলের হুকুম আগে
 তক্তে দেহ বার ॥ মুল্লুক আবাদ কর সহর বাজার * আবুবক্কর তক্ত পরে
 বসিল ফরমানে ॥ নেকির বাতাস বহে তামাম জাহানে * খোসাল
 আরব লোক সহর বাজার ॥ খুব ভাতি মুল্লুকেতে চলে কারবার *
 এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায় ॥ ফাতেমার মউত যে ভেজিল
 খোদায় * নবী গোজারিল যদি ছয় মাস হৈল ॥ হজরত ফাতেমা বিবি
 কহিতে লাগিল * আলিকে কহিল বিবি শুন দেল দিয়া ॥ আমার
 মউত এবে পৌছিল আসিয়া * মরিয়া যাইব আমি নাহিক এড়ান ॥
 হাছেন হোছেন দেখে বিদরে পরান * শুনহ হজরত তুমি শুন ঘেরা
 বাত ॥ প্রাণের সমান শুপে দিনু তেরা হাত * হাছেন হোছেন যেন
 না পায় আজার ॥ মেহের করিবে দোহে ফরজন্দ তোমার * আর
 গোনা করিয়াছি তোমার হুজুরে ॥ রহম নজর করে মাফ কর মোরে *
 আল্লার কলম এই কপালের লেখা ॥ দুনিয়ার বিচে আর না হইবে দেখা *
 শুনিয়া হজরত আলি হৈল জার২ ॥ কলেজায় তির যেন হইয়া গেল

পারি * আলি বলে বিবি জীউ বড় দর্দি লাগে ॥ মাফ কর যত গোনা
 হৈল তোমা আগে * দুই জন এয়ছা ভাতি গোনা মাফ হৈল ॥ আখেরে
 ফাতেমা বিবি দুনিয়া তেজিল * হাছেন হোছেন কান্দে মায়ের
 খাতির ॥ * এগানা বেগানা শুনে নাহি হয় স্থির * হায় হায় বিবি জীউ
 হজরত ফাতেমা ॥ দুনিয়ার বিচে নাই তুমি এয়ছা মামা * হজরত
 ফাতেমা যদি গোজারিয়া গেল ॥ গোছল কাফন দিয়া জানাজা পড়িল *
 গোরে সোণাইয়া মাটি দিয়া ফাতেমায় ॥ আপন ডেরে গেলেন
 সবায় * পেরেসান হয়ে আলি রহে আপনারে ॥ আবুবক্কর বাদসাই
 করেন তক্ত পরে * কত দিন আবুবক্কর বাদসাই করিয়া ॥ আল্লার
 ভামাসা সেহ গেল গোজারিয়া * তার পরে ওম্মর বাদসাই করিল ॥
 আল্লার কলম সেহ গোজারিয়া গেল ॥ তার পরে ওছমান তক্তে দিল
 বার ॥ খুব ভাতে আরবেতে চলে কারবার * এক রোজ ওছমান মক্কায়
 যাইয়া ॥ নবীর জায়গায় বৈসে মসজিদেতে গিয়া * আরবের লোক
 যত মছলত করিয়া ॥ ওছমানে মারিয়া ডালে তলওয়ার মারিয়া *
 শুনিয়া হজরত আলী সেখানে গেল ॥ আরব লোকের তরে পুছিতে
 লাগিল * এয়ছা কাম কৈলে কেন বেগর তকছির ॥ ওছমানে মারিলে
 * সবে কিসের খাতির * আরবের লোক কহে আলি বরাবর ॥ কহিল
 হজরত নবি এয়ছাই খবর * আমি যেথা বসি সেথা বৈসে যদি কেহ ॥
 সেই ঘড়ি তার তরে ছের কেটে লেহ * আলি বলে রছুলের বাত
 না বুঝিয়া ॥ নাহিক করিল খুন ওছমান লাগিয়া * রছুল কহিয়াছিল
 আওরত আমার ॥ কেহ যদি বৈসে তারে মারহ তলওয়ার * নবির এসারা
 বাত এই কিছু ছিল ॥ ওছমানের খুন দায় সবাকে হইল * কি করে হজ
 রত আলী সবে মোছলমান ॥ সবুরা করিয়া থাকে হৈয়া পেরেসান *
 হজরত ওছমান যদি গেল গোজারিয়া ॥ আলি আপে তক্ত পরে বসিল
 যাইয়া * আলির বাদসাই হৈল চলে কারবার ॥ খুব আদালত হৈল সহর
 বাজার ॥ এক রোজ আলি সাহা মছজেদে যাইয়া ॥ আল্লার নামাজ পড়ে
 একিদা করিয়া * সেই ঘড়ি আয়সা বিবি মছজেদে জান ॥ আল্লার নজ
 দিগে কহে হৈয়া পেরেসান * ওছমান দামাদে ঘেরা মারে কোন জন ॥
 কোলছুমে বিধবা কৈল কিসের কারণ * কি খাতেরে মারা গেল আমার
 দামাদ ॥ ভাল চাহ আলি সাহা লেহ এই দাদ * আলি কহে বিবিজীউ
 তুমি ঘেরা সাস ॥ দেল দয়া শুন আমি বাত কাহ রাস * আরবের লোক
 যত এক সাতে হৈয়া ॥ হাদিছ নাশ্রুখে মারে ওছমানে যাইয়া *

লাজম হইল খুন আরবের লোকে ॥ এক দুই তিন নহে যারি আমি
 কাকে ॥ ওছমানে মারিল যত সব মোছলমান ॥ মমিন উপরে তেগ হারাম
 চালান * আয়সা বিবী বলে যদি দাদ নাহি দিলে ॥ তোমার বাদসাই নহে
 তক্তে কেন গেলে * মওত সময় নবি কহিলেন এয়ছাই ॥ দুয়ারেতে খাড়া
 যেই তাহার বাদসাই * মহাম্মদ নবি যবে কহিল এবাত ॥ খাড়া ছিল
 মাঝিয়া দুয়ারে দিয়া হাত ॥ আলি বলে আগে আমি খাড়া দুয়ারেতে ॥
 মাঝিয়া আছিল খাড়া আমার পিছেতে * আয়সা বিবী বলে আমি মাঝি-
 য়ার তরে ॥ দিলাম বাদসাইতাজ কেবারদ করে ॥ আলি বলে রছুলের পিয়ার
 বিবী তুমি ॥ যে কিছু করিলে তুমি রাজি আছি আমি * ওছমান দামাদে
 বিবী আজ তুমি পাবে ॥ এ খাতিরে মাঝিয়াকে বাদসাই সুপাবে * বাদ-
 সাই খাতিরে নাই করিব লড়াই ॥ কোন ছার কাম এই দুনিয়ার বাদসাই *
 সবুরি করিয়া আলি আপনি রহিল ॥ বিবীকে আরব লোক কহিতে
 লাগিল * তক্ত হইতে উতারিবে আলির খাতির ॥ ভাল নহে বিবীজীউ
 মরজী এলাহির * আবুবকর, ওম্মর, ওছমান ছিল কাছে ॥ আলি ছিল
 দুয়ারে মাঝিয়া ছিল পিছে * রছুল কহিল বাত আলিকে ডাকিয়া ॥
 কিকূপে বাদসাই পাবে হজরত মাঝিয়া * বিবীবলে নুরনবি কহিল এয়ছাই
 তিন জনার পিছেতে যে তাহার বাদসাই * তিন জনার পিছে ছিল
 মাঝিয়া আপনি ॥ আমার ছকুম রদ না হবে কখনি * তবে আরবের লোক
 কহিল বিবীরে ॥ দামেস্ক সহর দেহ মাঝিয়ার তরে * মক্কা মদিনা লিয়া
 আলির বাদসাই ॥ এই কাম কর বিবী কহি তেরা ঠাই * আখেরে এবাত
 বিবী করিল করার ॥ দামেস্ক সহরে তক্ত হৈল মাঝিয়ার * মদিনা সহর
 লিয়া আলির বাদসাই ॥ আমার তামাম লোগ বেএনছাফ নাই * সখিন
 ফকির কহে নবীর কদমে ॥ জীউ জান কোরবান করি তেরা নামে *

হজরত আলির ওফাতের বয়ান ॥

পয়ার ॥ এক রোজ আলি সাহা মছজেদ জি-র ॥ নামাজ পড়িতে
 বৈসে ভাবে এলাহিরে * আবদুল্লা দিনার জি-র ॥ গালক আলির ॥ আসক
 আছিল এক পরে বিবীর * সেই রি-র ॥ বাপকে মারিয়াছিল আলি ॥
 সেই হৈতে বিবীর দেলেতে ছিল ॥ * আছিল বিবীর ঘর কুফার
 সহরে ॥ দিনার পয়গাম যদি ৭-র তার তরে * বিবী বলে আলিকে
 মারিয়া ডাল তুমি ॥ তোমার ৭-র দেমত যে কবুল করি আমি * রদ
 কৈল তিন বার বিবীর ৭-র ॥ আখেরে হইল রাজী আবদুল্লা দেওনা *
 আবদুল্লা দিনার ছিল ৭-র ॥ অভাগিয়া ॥ ৭-র মনিবে মারিতে চলে বিবি

লাগিয়া ■ মছজিদের বিচে আলি ছেজদা করিতে ॥ ছের নঙাইয়া
ছিল আল্লার নামেতে ■ আবদুল্লা দেখিল কেহ কাছে নাহি আর ॥
চুপ হৈয়া আলিকে মারিল তলওয়ার ■ তলওয়ার মারিতে আলী আওজ
করিল ॥ শুনিয়া তামাম লোক দেখিতে ধাইল * দিনার ভাষীতে
ছিল পড়িলেক ধরা ॥ আলিরে দেখিয়া সবে জীতা হইল মরা ■ হাস্য
করে সবে দেখিয়া আলীরে ॥ ঘায়ের জলনে মর্দ ছটফট করে ■ তল-
ওয়ার সনেতে সবে ধরিল কোফরানে ॥ দাখিল করিল এনে হজরত
যেখানে * সকলে বলেন আলী তোমার পালক ॥ পাললে পুসলে
তার আজি হৈল হক * হুকুম করহ আলী শুন দেল দিয়া ॥ তোমার
ছামনে মারি তলওয়ার মারিয়া ■ হিন্মত করিয়া আলী লাগিল কহি-
বারে ॥ কি খাতেরে মারিবে সবে আবদুল্লার তরে ■ এলাহী যে করে
ভাই তাহে নাহি চারা ॥ তার হুকুমেতে যত বান্দা যায় মারা ■ বেটী
হয়ে বাপ মারে কোথা শুনিয়াছ ॥ আল্লার কোদরত সবে মোরে যদ
পোছ * আলী বলে সবাকারে কহি এই বাত ॥ হাছেন হোছেন খুপি
তোমাদের হাত * দেখিবে যে জানের সামিল দোন ভাই ॥ বাচিবারে
নাই আস আমি চলে যাই * শুনিয়া এমাম দোন কহিতে লাগিল ॥
এত দিনে আমাদের বাপ চলে গেল * আলি বলে এক বাত কহি শুন
সবে ॥ কাফন করিলে এক ছওয়ারি আসিবে ■ আমাকে কাফন দিয়া
সিন্দুকে ভরিয়া ॥ সেই ছওয়ারির পরে দিবে উঠাইয়া ■ হজরত কহিয়া
এয়ছা সহীদ হইল ॥ গোছল কাফন দিয়া জানাজা পাড়িল ■ হেনকালে
আচানক আইল এক উট ॥ আলীর লাসের কাছে করে লোট পোট *
দেখিয়া তামাম লোক মালুম করিয়া ॥ সিন্দুকে ভরিয়া লাস দিল ওঠা-
ইয়া * উট লিয়া চলে গেল হজরত আলীকে ॥ খানা পীনা সকলে
করিল একে ॥ হজরত চাহেব আলী গেল গোজরিয়া ॥ এমাম হইল
বাদসা তক্তে বার দিয়া ■ হাছেন হইল বাদসা হোছেন ছেপাই ॥ মদি-
নার বীচে এয়ছা রহে দুই ভাই * মক্কা মদীনার বীচে যতেক লস্কর ॥
এমামের সাথে রহে বাকিয়া কোমর ॥ এয়ছাই কয়েক রোজ গোজা-
রিয়া যায় ॥ হজরত মাঝীয়া তার সমাচার পায় * হজরত মোরতজা
আলী গোজারীয়া গেছে ॥ এমাম হোছেন মর্দ বাদসা হইয়াছে *
দামেস্ক সহরে বাদসা হজরত মাঝীয়া ॥ লস্কর সোমার নাই সহর ভরিয়া ■
এমামের আগে মর্দ ছালামী ভেজিল ॥ হাজার তাজীম দিয়া লেখন
লিখিল * ভেট ঘাট নেয়ামত ভেজিল তামাম ॥ খুসীতে খোশাল

হবে হই ভাই এগাম ■ এক রোজ মা বিয়া এজীদে মাঙ্গাইয়া ॥ পুছিতে
 লাগিল তাহে পেয়ার করিয়া * কি খাতেরে ফের তুমি বাউলা ছুরত ॥
 কহনা হুজুরে মেরা দেলে যেই বাত * তুমি বটে বেটা মোর এক
 জাহানেতে ॥ তুমি বিনে বেটা বেটি নাহিক দুনিয়াতে * যে কিছু মনের
 কথা কহনা আমারে ॥ হাছেল করিয়া দিব আল্লা যদি করে * শুনিয়া
 এজীদ তব লাগিল কহিতে ॥ আলম্পানা ছালামত কহি জোনাবেতে *
 মনেতে যে আছে বাত কহিতে ডরাই ॥ তবে কহি যদি আগে জিউ
 আক্ষা পাই ■ জাব্বারের কবিল জয়নব তার নাম ॥ অতিশয় রূপবতী
 শুনে অনুপম * এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে ॥ ছটফট করে
 জীউ না হি রহে ধড়ে ■ শুইতে আরাম নাই খিদা নাই পেটে ॥ না
 দেখিয়া বিবীকে যে জীউ মেরা ফাটে ■ তাহাকে করিতে নেকা আছে
 মেরা সাদ ॥ তোমার হুকুম হইলে নহে পরমাদ * মা বিয়া শুনিয়া বাত
 খোসাল দেলেতে ॥ এজীদের তরে কহে হাসিতে ২ ■ জয়নবে আনিয়া
 আমি দিব যে তোমারে ॥ এই বাত ক্ষমা তুমি কর যে আমারে *
 আবদুল্লা জব্বার যদি জিতা না হইত ॥ আলবত্তা জয়নব তবে তোমাকে
 মিলিত ■ জীতা আছে আবদুল্লা কেমনে হবে কাম ॥ বেজার হইয়া গেল
 শুনিয়া গোলাম * এজীদা গোলাম শুনে বেজার হইয়া ॥ দানা পানী
 ভেরাগিয়া রহে গোস্বা হৈয়া ■ যেই ঘরে এজীদা যে শুয়ে আপে থাকে ॥
 সেই ঘরে তার মাতা গেল যে নজদিগে ■ এজীদে পুছিল কেন খানা
 নাই খাও ॥ বেদেল পড়িয়া কেন নজরে তাকাও ■ এজীদা বলেন
 মাতা বলি তোমা আগে ॥ কোন কথা মেরা দেলে ভাল নাই লাগে *
 জয়নব বিবীকে যদি পাই দেখিবারে ॥ রাখিব আপনা জিউ দুনিয়া
 ভিতরে * নহেত খোণ্ডা জীউ বিবীর লাগিয়া ॥ খানাপানি না খাইব
 শুন দেল দিয়া * এজীদের মুখে এয়ছা শুনে তার মায় ॥ মা বিয়া নজ-
 দিগে বিবী পেরেসান জায় * পেরেসান হাল কহে বাদসার হুজুরে ॥
 এজীদা বেহুস আছে ঘরের ভিতরে * খানা পিনা এজীদা তাগাম
 ছেড়ে দিয়া ॥ মরিবার হাল বটে আছেত পড়িয়া * সাত পাঁচ নাহি
 বেটা একেলা এজীদ ॥ না কর মেহের তুমি বুঝিয়া সাবিদ * শুনিয়া
 মেহের দেল হইল বাদসার ॥ এজীদারে মাঙ্গাইয়া হুজুরে আপনার *
 আপনার হাতে বাদসা আবদুল্লা জব্বারে ॥ লিখিতে লাগিল লেখা
 এজীদা হুজুরে * শুনহ তোমাকে লিখি আবদুল্লা জব্বার ॥ হুজুরে
 আসিবে তুমি শুনহ খবর ■ আসিলে কহিব তুঝে সব হকিকত ॥ খাড়া ২

ঘেরা আগে আসিবে আলবত * এয়ছাই লিখিয়া দিল কাছেদেব তরে ॥
 কাছেদ লইয়া লেখা দিলেক জ্বারে * তখনি পড়িয়া লেখা আইল
 জ্বার ॥ আগু বাড়াইয়া আনে এজীদা গাটার * বহুত তাজীম করে
 আবদুল্লাহ সাত ॥ আনিল বাপের কাছে পাকড়িয়া হাত ॥ যাবিয়া
 তাজীম কৈল আবদুল্লা জ্বারে ॥ হাতে ধরে বসাইল বিছোনা উপরে *
 বলিল তোমাকে আমি ডাকি এখাতেরে ॥ মোর এক বেটি আছে সুপিব
 তোমারে ॥ দেহেজ করিব তুঝে মেছের সহর ॥ এক লাখ দিব তুঝে
 সোণার মোহর * জ্বার কহেন বাদসা সোন ঘেরা বাত ॥ তুমি যে
 আলম্পানা আমি কমজাত * যাবিয়া কহেন ফের আবদুল্লা জ্বারে ॥
 বেটা বলে তোমাকে কহিত পয়গম্বরে * এ খাতেরে তোমাকে যে
 করিতো যতন ॥ চাহেব দৌলত নাহি চাহি কদাচন ॥ আবদুল্লা কহিল
 মোর নাহিক সামান্য ॥ কেমনে হইবে কাম কহ আলম্পানা * এজীদ
 সুনিয়া এয়ছা মহলে যাইয়া ॥ দশ হাজার মোহর তারে দিলেক আনিয়া
 আবদুল্লা জ্বার তবে পাইয়া সামান্য ॥ বেহার লগন করে ঘরে চলে
 জান * দেহেজে মেহের সাম মুল্লুক পাইব ॥ খুসিতে বাদসার আমি
 দামাদ হইব * সকল ভোজের বাজি এহা নাহি জানে ॥ আবদুল্লাহ
 দেমাগ বাড়িয়াছে দিনে ॥ এগানা বেগানা কত সাতেরে লিয়া ॥
 বেহানেতে দামেস্কতে পৌছিল যাইয়া ॥ তাজীম করিয়া সকলেরে
 বসাইল ॥ নেকা পড়াইতে তবে তৈয়ার করিল ॥ এজীদ উকিল কৈল
 সাইদ দুইজন ॥ চলিল আন্দরে লিতে বিবীর এজন * ঘড়ী এক তিনজনে
 আন্দরে থাকিয়া ॥ বাহানা করিয়া দেলে আইল ফিরিয়া * কহিতে
 লাগিল আসি সবার হুজুরে ॥ কবুল না কৈল বিবি আবদুল্লা জ্বারে * বিবী
 বলে শুনিয়াছি এয়ছাই সমাচার ॥ পরমা সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার ॥
 হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আয়ারে ॥ মহবত করিবেক দেলের
 ভিতরে * যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি ॥ তবেত কবুল আমি
 করিব যে আবী * সুনিয়া জ্বার বড় হইল হয়রান ॥ হেট ছেরে রহে
 যেন গিরিল আছমান * কি হইতে কি হইল ভাবে দেলে ॥ ভাবিলে
 কি হবে ফান্দ লাগিয়াছে গলে * এজীদা বলেন দিব মুল্লুক এরাক ॥
 জ্বার সুনিয়া এয়ছা দিলেক তালাক * উকিল সাইদ ফেরে চালিল মহলে
 ঘড়ি এক বাদে এসে আবদুল্লাহে বলে * না করে কবুল তুঝে সুনহ
 জ্বার ॥ এয়ছা বাত সুনেন বিবী হইয়া বেজার * মস্কারা বলিয়া তুঝে বিবি
 যে কহিল ॥ মাল মুল্লুকের লোভে জয়নবে ছাড়িল * বেলাল মেছের

সাম স্তাইয়া আমারে ■ লায়েক আওরত ছাড়ি দিয়া নেকা করে ■ বিবী
 বলে নেকা নাহি করিব তাহার ॥ এয়ছাই তালাকদিয়া ছাড়িবে আমার ■
 এমন যক্ষারা লোকে কেবা কোথা চায় ॥ শুনিয়া তোমার লোক বলেহায় ২
 আবদুল্লা শুনিয়া বাত ধন্দ এয়ছা লাগে ॥ আছমান ভাঙ্গিয়া যেন পড়ে
 চারিদিকে ■ হায় ২ করে মর্দ রহে হেট ছেরে ॥ নাহি জানি আল্লাতাল
 কি করিল মোরে • নিদানে চলিল মর্দ দুকুল খাইয়া ॥ আপনার ঘরে
 গেল হয়রান হইয়া • খুসির দেমাগ যত ছিল আবদুল্লার ॥ তখনি হইল
 শূন্য কিছু নাহি আর ■ ঘরে চলে গেল মর্দ কঁদিতে ২ ॥ জয়নাব হইয়া
 গোয়া লাগিল কহিতে ■ ধন মূল্যকের লোভে ছাড়িলে আমারে ॥ কোন
 মুখ লিয়া ফের আইলেক ঘরে ■ হাজার লানত তোর আক্যেল উপরে ॥
 এত বলি চাই গেল যাবাপের ঘরে • কান্দিয়া হয়রান বিবী বলে হায় ২ ॥
 কেনো মউত মোরে নাছিল খোদায় ■ দরিয়ায় ভাসাইল খছম আমার ॥
 কেনায়া নাহিক দেখি না জানি সাতার • কান্দিয়া হয়রান যে ফুলিল
 দুই আখি ॥ শুনিয়া তোমার লোক মনে হৈল দুখি ■ পড়সের বিকীর্ণ
 জয়নাবে সমজায় ॥ সবুরি করিল বিবি ভাবিয়া খোদায় • এইরূপে কত
 দিন গোজারিয়া যায় ॥ সরমে আবদুল্লা কারে মুখ না দেখায় • সদায়
 কাতর মর্দ মনের আগুনে ॥ রাতদিন আছু বহে জয়নব কারণে • হেথায়
 মাঝিয়া আর কোন কাম করে ॥ ডাকিয়া কহিল মর্দ আছরিব তরে •
 উকিল হইয়া যাহ জয়নবের ডেরে ॥ দেলেতে ভরসা খুবদেহ যে তাহারে
 কহিবে জয়নবে বাদসা তোমার লাগিয়া ■ আপনা বেটীকে গালি দিল
 যে পজিঞা • জয়নবেরে ছাড়াইলী দেলায় তালাক ॥ আখেরে তোমার
 মুখে পড়িবেক থাক ■ তোমা হৈতে হৈল তার কুলের থাকার ॥ গজবে
 পড়িবি তুই এলাহি আল্লার • খানা পিনা বিনে যত দুঃখ হবে তার ॥
 তাহার চৌগুন দুঃখ হইবে তোমার • এইরূপে গালি দিয়া আপন বেটীরে
 বোলাইয়া কহিলেন এজিদের তরে • কহিনু জয়নবে নেকা কর মোর
 বাতে ॥ বেগম করিয়া রাখ বাদসাই হাসমতে ■ তোমার বহিনী তাম
 করিল বেদাদ ॥ তুমি তারে সুখে রাখ বাড়ায়ে মোরাদ • শুনিয়া এজিদ
 তবে কবুল করিল ॥ এখাতেরে মোর তরে উকিল ভেজিল • শুনিয়া
 আছরি তবে চলিল তুরিত ॥ রাহে দেখা হৈল তার আক্কাছ সহিত •
 আক্কাছ কহিল কোথা যাও মোছে ভাই ॥ মুছেবলে যাই বিবীজয়নবের
 ঠাই • মাঝিয়া ভেজিয়া দিল এজীদ খাতিরে ॥ এখাতেরে যাই আমি

বিবীর হৃদয়ে * আক্যাছ কহিল তবে করে মেহেরবানী ॥ ঘেরাভা পয়
 গাম লিয়া জাহনা আপনী * এজীদার খবর আগে কহিয়া বিবাকে
 পিছেতে খবর মেরা কহিবে তাহাকে * শুনিয়া আছরী তবে যায় নেকা
 লিয়া ॥ খোসালেতে চলে যায় দুই খবর লিয়া ॥ কত দূর গিয়া দেখে
 এমামের সাথে ॥ হাছেন নরম বাতে লাগিল পুছিতে * অনেক মুদতে
 দেখা হৈল মুঝা ভাই ॥ কোথায় চলেছ তুমি খুসিতে এছাই ॥ মুছে কহে
 সোন কাহ এমাম সাহেবে ॥ এজীদার পয়গাম লিয়া দিব যে জয়নবে
 শুনিয়া হাছেন সাহা লাগিল কহিতে ॥ কহিবে পয়গাম মেরা তাহার
 পিছেতে * আছরী কহিল আমি আলবস্তা কহিব ॥ এই রাহে আসিয়া
 খবর দিয়া যাব * এয়ছ কয়ে চলে গেল জয়নবের ডেরে ॥ বুড়াবুঝে ডাকে
 বিবী আপনা হৃদয়ে * আছরী যাইয়া রূপ জয়নবের দেখে ॥ দেওনা
 হইয়া বুড়া ধন্য তাকে ॥ কহিল আইনু আমি উকীল বাদসার ॥ তোমার
 উপরে বড় থায়েস আমার ॥ আমাকে করুল যদি কর বিবীজান ॥ রাখি
 তোমাকে আমি বহুত আছান * জয়নব বলিল তুমি সোন মেহেরবান
 মেছেলে নাহিক হয় জইফ জওন * ওম্মর হইল তেরা বাপ বরাবর ॥
 সরম নাহিক কহিতে এয়ছাই খবর * শুনিয়া আছরী এয়ছা সরম পাইয়া ॥
 এজীদার বাত কহে বিবীর লাগিয়া * শুন বিবী জয়নব এজীদ বক্তওয়ার ॥
 এজীদার এয়ছা কেবা হবে নামদার * যাবিয়া তাহার বাপ ভেজিল
 আমারে ॥ বেটার বেগম চাহে করিতে তোমারে * এজীদ খছম যার কোন
 বাতেকমি ॥ তোমার বরাবর ভাগ্য নাহি দেখি আমি * জয়নব শুনিয়া কহে
 সোন তুঝে কহি ॥ বাদসা সকল যত হয় বদরাহি * নমরুদ সাদাদ ফেরা-
 উন তিন জনে ॥ মালের জোরেতে গেল খারাবীর চানে ॥ কারুন নামেতে
 বাদসা বড় নামদার ॥ মালের ছববে কেয়ছা হৈল ছারখার * মালমাত্তা
 গেল কেবল রহিল বদনাম ॥ গরিবের বেটি আমি মালে কিবা কাম *
 মুছাবলে আছে তবে আর এক পয়গাম ॥ মালদার ছুরত মদ আক্যাছ
 তার নাম * নবীর ইয়ার সেই কহিলেক মোরে ॥ দেল যদি লাগেত করুল
 কর তারে * দোছরা পয়গাম বাত শুন দেল দিয়া ॥ করুল করহ যদি
 তারে আনি গিয়া * এমাম হাছেন মদ আলীর ফরজন্দ ॥ তাহাকে
 তোমার দেলে কিহয় পছন্দ * জদিমাল মলুকের লোভ থাকে মনে ॥ এজীদ
 করুল কর ছাড় দুই জনে * ছুরত রসিক যদি চাহ গুণবতী ॥ করুল করহ
 তবে আক্যাছের প্রাত * আখেরের ভাল যদি চাহগো সুন্দরী ॥ তবে
 এমামের পাও রহ গিয়া ধার * বিবী বলে মালমাত্তা দোয়াতে নাহি কাম ॥

ষাটের তালাস মেয়া দেলেতে মোদাম * এহা কবে হব আমি এমামের
 বান্দী * ভয়েতে অজুদকাপে শুমেলাগেধান্দী * এবাত নাহয়কহ দেলেযেই
 বাত ॥ এয়ছাদিন কবেহবে হইবেনাজাত * যারনানাদিন আরদুনিয়ারছর-
 দার ॥ যারবাপ আলীসাহা দুলহ ছুগার ■ জারমা ফাতেমা বিবী জগত
 উদ্ধার ॥ আমাকে করিবে বান্দী কে করে এতবার * কহগিয়া হাছেনেরে
 আমার ছানামে ॥ জানজাউ কোরবান আছে তাহার কদমে * শুনিয়া
 আছরী গেল আনিতে হাছেনেরে ॥ সেইদিন হাছেন আসিয়া নেকা করে
 তাবাদে আছরী আসি দামেস্ক পৌছিল ॥ মাঝিয়ার তরে আসী সমা
 চার দিল ■ বহুত কাহিনু আমি জয়নবের তরে ॥ হরগেজ এজিদে সে
 কবুল নাহি করে * তোমার ফরমানে তার খছম ছুটিল ॥ সেই গজবেতে
 নাহি কবুল করিল ■ এমাম হাছেন তারে লিখেছিল খত ॥ হইল জয়-
 নবের নেকা হাছেনের সাত ■ গোম্বায় মাঝিয়া বলে মুঝে আরবারে ॥
 এতেক উৎপাত হইল জয়নব খাতারে * তোমাকে কাহিনু এত করিয়া
 যতন ॥ নাপারিলে এই কাম করিতে হরচন * এজিদ শুনিয়া এয়ছা
 আগ বরাবর ॥ বাপের মরনে তক্ত হইবে আমার * পার্কাড়িয়া এমামের
 মারিব গর্দান ॥ আমার মহবুবে নেকা কৈল কি কারণ * এমাম হাছেন
 আজি এয়ছা জীউ ধরে ॥ জয়নব মেয়া জীউ জয়নব তাহারে নেকা করে ■
 আমকে আমার জীউ হইল কাবাব ॥ আখেরে তাহার তরে করিব খারাব
 ছেনাইয়া লিব আমি জয়নব কদবানে ॥ দেখিব সে বিবী মুঝে রাজী
 নাই কেনে * কবুল না কৈল মোরে রাজি এমামেরে ॥ ডালিব তাহাকে
 আমি দুঃখের সাগরে * মাঝিয়া বলেনবাত শুনরে এজিদ ॥ আল্লার কলম
 তুমি জানিবে সাবিদ * এমামের তরে তুমি এয়ছা বাত কহ ॥ তওবা
 করিয়া আপে কানে হাত দেহ ■ দোছরা জায়গায় সাদি করনা সুন্দরী ॥
 ভাল চাহ আপনাকে করহ সবুরি ■ এইরূপে দুইজনে ছল আদাওত ॥
 আল্লার মকর দেখহ কেয়ছা ভাতি * এজিদার দেলের আগ জলিয়া
 উঠিল ॥ এয়ছাহ কতেক দিন গোজারিয়া গেল * মাঝিয়ার হৈল এসে
 মরিবার কাল ॥ এয়াকুব কাহিল তরে বাড়ল জঞ্জাল ■
 পয়ার ■ আল্লা আল্লা বল ভাই মৃত্যুক মামিন ॥ বড়ই মাকুল দেখ
 মহান্নাদি দিন * পড়িল মাঝিয়া বাদসা বড়ই আজারে ॥ এজিদায় ডাকিয়া
 লাগিল কাহিবারে * নবির আওলাদ মাদনায় আছে যত ॥ হুকুম মানিয়া
 যে থাকিবে অবিরত ■ মেয়া নাছিত কভু না কর ছাড়ান ॥ ফরমাবর
 দার করে করিবে গোজরান * ওম্মর খেতাবের বেটা আবদুল্লা ওম্মর ॥

হাছেন হোছেন আছে জিউ ফাতেমার ■ হজরত আলির বেটা রহমতের
 জান ॥ ছিদ্দিকের বেটা আছে আবদুল্লা রহমান ■ এহা সবে বোজরোগ
 জানিবে জামানার ॥ করিবে খেদমতগারি খুব খবরদার ■ এইযে বাদসাই
 এমামের ছিল ॥ খেদমত লাগিয়া এহা আমাকে মিলিল ■ তুমি যদি
 ইহাদের খেদমত করিবে ॥ যানিবে দোহাকে তবে বেহেস্তের হার ■ তুমি
 যদি আদবে না মান কদাচন ■ রওনা পড়িবে তবে তোমার ফরমান ■
 আমি যে বাদসাই লিয়াছি নু এতদিন ■ ফরমা বরদারি কৈনু না বাসিতুন
 ভিন ■ তেই সে বাদসাই মেরা আছিল বাহাল ॥ এতদিন সুখেতে
 কাটিনু কতকাল ■ এত নছিহত যদি মাঝিয়া করিল ॥ এজীদ শুনিয়া বাত
 কহিতে লাগিল ■ কবুল করিনু যত তোমার ফরমান ॥ সবে মাত্র
 মানিবে হাছেন হোছেন ■ ফরমা বরদারি যদি করেতো আমার ॥ তবে এই
 এমামের হইবে নিস্তার ■ নতুবা কাটিব ছেরনাহিক এডান ॥ জাবত
 ধড়ে থাকিবে পরান ■ জামানার বোজরোগ বলিয়া বল তুমি ॥ রহুলের
 আওলাদে বেহুদা আমি জানি ■ আমার সাহিতে রাজি না হবে যখন ॥
 আনিব তেগের তলে হইবে দমন ■ এতেক শুনিয়া তবে হজরত মাঝিয়া
 কহিতে লাগিল এজিদে রে গালি দিয়া ■ দুর হও হারামজাদ মুমুক
 হইতে ॥ তেরা মুখ দেখা মেরা না হয় উচিত ■ সওবার আস্তাগফ্যার
 আনহ জ্বানে ॥ এমছা বাত কুফরি যে কেহ মুখে আনে ■ এলাহির
 পেয়ারা যে বোজরগ সকল ॥ যাহারে ভাবিলে দিন দুনিয়ার কজল ■
 বেহেস্তের মেও যে দুনিয়ার বসে খায় ॥ তাহার গিবত গিধী জ্বানে
 চালায় ■ তুইকি বুঝিবি গিধী অবোধ ছাওল ॥ যার বাপ দাদা বোজরগ
 আছেন কালেকাল ■ তার সাথে আদাওতি করিবারে চাহ ॥ পতক হইল
 আশুনেতে ঝাপ দেহ ■ বলিল এজিদা তবে গোশ্বা দেল হৈয়া ॥ এতেক
 লঙ্কর তেরা মুলুক জুড়িয়া ■ আকাশের তারা যেন না পারে গুনিতে ॥
 তবুকি হাছেন আমি নারিব মারিতে ■ শুনিয়া মাঝিয়া হইল আগ বরা-
 বর ॥ বলিল এজিদা তুই হইলি কুফর ■ এমাম হাছেন আলি মুকজ্জের
 পারা ॥ উদয় হইলে কোথা রহিবেক তারা ■ আমার ছামনে হৈতে
 যাহরে কমবক্ত ॥ কভু তেরা নছিবেতে না হইবে তক্ত ■ এজিদ চলিয়া যায়
 ছামনে হইতে ॥ আবদুল্লা ছাওদে বাদসা লাগিল কহিতে ■ লিখন লইয়া
 তুমি যাও মদিনায় ॥ হাছেন আলিকে গিয়া আনহ তরায় ■ তাহাকে
 বাদসাই দিব আপন ছজুরে ॥ এজিদা গাটার দেখ আদাওত কবর ■
 চলিল আবদুল্লা তবে হাছেন আনিতে ॥ এজিদা ভিজিল লোক তারে

ফিরাইতে * আবদুল্লা ছদ্মদ এনে রাখে ছাপাইয়া ॥ হেথায় মউত
 পাইল হজরত মাঝিয়া * তাবদে এজ্জিদ গিন্না বসিলেক তক্তে ॥ এলাহি
 কলম যেয়ছা মোরেছিল বক্তে * মুলুকে২ দিল ভেজিয়া পরওনা ॥ আমি
 যে হইবু বাদসা ভেজহ খাজানা * সব মুলুকের বাদসা ডরে ভরাইয়া ॥
 খাজানা ছালামি সব দিলেক ভেজিয়া * যদিনা মহরে এক লিখিয়া কর-
 যান ॥ কথা নাহি যায় কিছু তাহার বয়ান * লিখিল হাছেন আর এয়াম
 হোছেন * আবদুল্লা ওমর আর আবদুল্লা রহমানে * লিখিল লিখন
 হকিকত সক্ত ॥ মরিল মাঝিয়া যুঝে দিয়া গেল তক্ত * যতেক
 মুলুক সব হইল আমার ॥ তাবত আইল যত ছাহেব ছরদার * লিখিমু
 লেখন আমি তোমা বরাবর * বাদসাই হুকুম দেলে জান যাতবর *
 আসিয়া আমার সাথে করহ সাক্ষাত ॥ না আইলে যে ফল হবে জানিবে
 পশ্চাত * যে জন আমার নাহি হইবেক মতি ॥ মোর ক্রোধে হবে তার
 অনেক দুর্গতি * তক্তের উপরে বাদসা হইরাছি আমি ॥ দুই ভাই এলো
 যুঝে দেহ যে ছালামি * আমার নামেতে খোৎবা পড় দুই ভাই ॥ যকা
 যদিনা লিয়া করহ বাদসাই * এইরূপে লেখন যে লিখিয়া কমজাত *
 ভেজিলেক যদিনাতে কাছেদের হাত * হেথায় হাছেন আর হোছেন
 পাহালওয়ান ॥ আবদুল্লা ওমর আর আবদুল রহমান * রমুলের রওজা
 সব আছেন বসিয়া ॥ কাছেদ আইল তথা লিখন লইয়া * পুছিল এয়াম
 সেই কাছেদের তারে ॥ কোথা হৈতে আইলে হেথা কিসের খাতিরে *
 কাছেদ বলিল আমি দাগেক হইতে ॥ এজ্জিদ ভেজিল মাঝে লিখনের
 সাথে * সংসার ছাড়িয়া গেল হজরত মাঝিয়া ॥ এজ্জিদ হইল বাদসা
 তক্তে বার দিয়া * এতেক বলিয়া দিল পরওনা ডালিয়া ॥ আবদুল্লা
 রহমান বলে লিখন পড়িয়া * ভালত কমজাত এয়ছা পাইল বাদসাই ॥
 আমি সব পরে লেখে লিখন এয়ছাই * আবদুল্লা ওমর গোম্বা দেল
 হৈয়া ॥ এজ্জিদ কমজাদ বুঝি সরাব খাইয়া * আমি সব পরে লিখে
 এমন লিখন ॥ শুনিয়া বলিল তবে হাছেন হোছেন * এতেক দেয়াগ
 হৈল লেঙাতি বাচ্চার ॥ এমন লেখন লেখে নাহি করে তার * এত বলি
 যদিবার সকলে ডাকিয়া ॥ জানাইল সবারে লিখন পড়াইয়া * হাছেন
 বলিল তবে শুন ভাই সব ॥ শালুম করিলে সবে এজ্জিদের মতলব * নানা
 যেরা নুর নবী হবির খোদার * বাপ আলি সাহা মর্দ দুনিয়ার ছরদার *
 মাঝিয়ার বেটা যে এজ্জিদ তার নাম * আউয়াল আখেরে যেরা নানার
 গোলাম ॥ সেই যে আমারে আজি লিখিল লেখন ॥ এহার মছলত আমি

করিব কেমন ॥ কিমতে থাকিব আমি এজিদের ভাবে ॥ বিবেচনা করি
মুঝে কহ ভাই সবে ॥ হাত জুড়ে কহে সব শুনহ এমাম ॥ বিচার নাহিক
কোথা ছাহেব গোলাম ॥ আপনি যাইবে সেথা হৈয়া তাবেদার ॥
তোমার হজুরেতে এজিদ কোন ছার ॥ বাপ মার খেদমতে আছিল হামে-
হাল ॥ তোমাকে খেদমত চাহে তাহার ছাওল ॥ জেনাকার হারাম
জাদ এজিদ মাতাল ॥ পাইলে তাহার যে চড়ায়ে ভাঙ্গি গাল ॥ শুনিয়া
হাছেন লেখা ফাড়িয়া ডালিল ॥ বিনা জগাবে কাছেদেরে খেদাইয়া দিল
এমামের কথা যত সহদ সাগর ॥ সুবুদ্ধির রসিক যত পিয়ে পেট ভর ॥ অধ
এমাকুব যে কালে রহে পিয়া ॥ জাবত কালে তেষ্টা দিল মেটাইয়া ॥

এমাম হোছেনের লড়াই ॥

পয়ার ॥ কাছেদ আসিয়া হেথা এজিদ হজুরে ॥ কহিল এমাম পালি
দিল যে তোমারে ॥ লিখন পড়িয়া হইল আগ বরাবর ॥ ফাড়িয়া ডালিল
লেখা দরবার ভিতর ॥ বলিল এজিদে বাদসা কৈল কোন গিবি ॥ যার
মার বুড়ি ছিল মাঝির বান্দী ॥ বান্দী বাচ্চা সারাবী দহসত নাহি
রাখে ॥ এমন লেখন লেখে আমার সম্মুখে ॥ হজরত মাঝিয়া যে
এয়ছাই হারামখোরে ॥ কি বুঝিয়া বাদসা কৈল তক্তের উপরে ॥ আর
যত গালি দিল না যার কহন ॥ নেকালিয়া দিল মুঝে ধরিল গর্দন ॥
শুনিয়া এজিদ হইল আগ বরাবর ॥ দুই আখি লাল যেন কাপে থর ॥
বলে হেন লোক কেহ আমার লঙ্করে ॥ এখনি বান্দিয়া আনে এমামের
ভরে ॥ মাথা কেটে এনে দেয় আমার ছামনে ॥ ছরদার করিব তারে
মেছের ইরানে ॥ বান্দী বাচ্চা বলিয়া আমাকে দেয় গালি ॥ মার মার
হাকে হাক দুই হাত তুলি ॥ ওলিদা নামেতে এক ছিল ছরদার ॥
ত্রিশ হাজার তাবে তার ছিল আছওর ॥ ওলিদার বেটা আর ওতবা
পাহালওয়ান ॥ কদাচিত কেহ নহে তাহার সমান ॥ তাকিদে ডাকিয়া
গিধী করিল ফরমান ॥ হাছেন আলিকে গিয়া পাকড়িয়া আন ॥ মেরঙা
ছিছমার নামে এক ছরদার ॥ ওলিদের সাথে ছিল মদদ তাহার ॥ কমর
বান্দিয়া সবে করিল পারতারা ॥ ধুধু শব্দে কাজে যত জঙ্গের নাকারা ॥
ওতবা ওলিদা আর মেরঙা ছিছমার ॥ মাদিনা সহরে এসে হইল তৈয়ার ॥
ঠাইঠাই গড়াইল বাঙা ও নিসান ॥ শুতারিল লোকসব দেখিয়া ময়দাম
হাছেন হোছেন দোম রওজা মবারকে ॥ ওয়ার রহমানের লিয়া অবৈ আছে
মুখে ॥ আর যত আরবি লোক ছিল মদিনায় ॥ এমামের কাছে সবে
আছিল রওজায় ॥ ওতবা ওলিদা দোন পৌছিল সেখানে ॥ কহিতে

লাগিল বাত এমাম হোচ্ছেনে ■ লিখন না মান কেন নুতন বাদসার ॥ কি
 খাতেরে দেমাগ যে বাড়িল তোমার * কাছেদে হাকিয়া দিল জয়াব
 নাদিয়া ॥ দিয়াছ বাদসাকে গালিকিসের লাগিয়া * তামাম জাহানে হৈল
 ফাহার বাদসাই ॥ তাহাকে দিয়াছ গালি দেলে ডর নাই ■ শুনিয়া এমাম
 সাহা হাসিয়া ॥ ওলিদের তরে কহে রহ মেরা হৈয়া * আপন ভালাই
 যদি চাহ কালে ॥ এজিদা আসিয়া যে পড়ুক পাওতলে * বদসাই
 করিতে যদি সাধ আছে তার ॥ তাকিদ চলিয়া আইসে যদি না সহর *
 রচুলের গোরেতে যে চেরাগ লইয়া ॥ ছালামকরকগলে কুড়ালী বান্দিয়া
 এহা না করিবে যদি আসিয়া অধম ॥ বাদসাই থাকুকতার বাচিতে বিসম
 ওলিদা হইয়া গোয়া মেরঙা ছছমারে ॥ আখি এসারায় কহে ধর এমা-
 মেরে * এমাম বুঝিয়া তার এসারার বাতে ॥ গোয়ায় ভরিয়া মর্দ তেগ
 লিল হাতে ■ গালি দিয়া কহে তুঝে মারিবার সাদ ॥ আখি ঠেরে কেয়ছা
 বাত কহরে কমজাত ■ এখনি তল ওর মেরে ভেজিব দোজথে ॥ দুই হও
 গিধী তুই থাকিয়া সুখে ■ ওতবা ওলিদা যে মেরঙা তিন জনে ॥ এয়ছা
 শুনিয়া কহে গোয়া হৈয়া মনে * তিরিণ হাজার সাতে লঙ্কর আমার ॥
 বগড়া করিলে জিউ যাইবে তোমার * শুনিয়া হাছেন সাহা বলে মার
 ওলিদা উপরে যায় ওতবা তল ওর * চারিদিকে আরবিরা তেগলিল
 হাতে ■ দেখিয়া ভারল দেলে ওলিদা কমজাতে ■ গলায় কাপড় দিয়া
 পড়িল জমিনে ॥ এমামের পা চুমে পেরেমান মনে ■ কহিতে লাগিল
 মর্দ মাফকর গুনা ॥ কিছু না কহিব আর জবতক যদি না * করহ বাদ-
 সাই তুমি আরব লইয়া ॥ কিছু না কহিব আর ক্ষেমা কর গিয়া ■ শুনিয়া
 এমামের দেল হইল নরম ॥ গোয়ায় কহিল তবে শুনহ অধম * বড়াই
 করয়া বাত কহরে জবানে ॥ তারাসিব জবান ধরিয়া লিব টানে ■ এজী-
 দার পরওনা ছিল পড়িল এমায়ে ॥ শুনাইয়া কহে যত ইয়ার তামায়ে *
 এজীদা লিখিল তার তাবে হৈয়া থাকি ॥ আরকত লিখিল জবানে করে
 সেকি ■ বান্দি বাচ্ছার তাবে হবে লুকুম বরদার ॥ কিকুপে সরাব খোরে
 বুঝিব সরদার * সারাবিরে ছালাম করিলে গুনা হয় ॥ যদিয়ার বাদ-
 সাই মুঝে মনাছেব নয় ■ ফকির আওলাদ আমি করিব ফকির ॥ ফকী-
 রের আগে না বাদসাই কাম ভারী ■ হজরত রচুল নদা আলায়হে
 ছালাম ॥ তাহার রওজায় আমি রহিব মোদাম ■ মোদাম করিব গোরে
 কাড়ুকসি কাম ॥ কিছু নহে বুঝে দেখ বাদসাইর নাম ■ যদিয়ার লোক
 কহে এমামের পায়না ॥ এজীদের তাবে হবে মোনাছেব নয় * সবে বলে

আমাদের জিউ যদি যায় ॥ তবু নাযানিব কেহ সেই এজিদার • হাছেন
 বলেন শুন ওলিদা হারাম ॥ দুনিয়ার বাদসাই মেরা কিছু নাই কাম •
 ছাড়িনু বাদসাই আরনাম নাই লিবা ॥ সারাবির কাছে তবু তাবে না হইব •
 ওলিদা শুনিয়া গেল আপনা লস্করে ॥ যদিনা সহরে যে আমল গিয়া
 করে ॥ চৌরাহা যেথা সেথা লটকায় পরওনা ॥ দোহাই ফেরাইয়া দিল
 সহর যদিনা ॥ তারপরে দুই জনে ওতবা ওলিদে ॥ লিখিয়া ভেজিল
 গিধী লাগতী এজাদে ॥ যদিনা পৌছিয়া যে তোমার ফরমানে •
 তোমার লিখন দিনু হাছেন হোছেন ॥ পাড়িয়া লিখন না মানিল কদাচন
 নাবারছে ভঙ্গী করে হাসে দুই জন ॥ যদিনার লোক যত আইল
 লড়িতে ॥ ভাগিয়া বাচিলু আমি এমামের হাতে • তোমাকে যতেক গালি
 দিল সে এমাম ॥ লিখনে লিখিব তাহা ভাল নহে কাম • এরছাই
 লিখন যদি এজদ পাইল ॥ পাড়িয়া এজদ গিধী গোম্বার জলিল ॥ হাকিয়া
 কহিল কোথালস্কর ছেপাই ॥ এক সাত হইয়া মার এমাম দোন ভাই •
 মেরঙা উজির কহেশুন দেলদিয়া ॥ কাহার কুদরতযারে এমাম ঘেরিয়া ॥
 দোন ভাই লড়ে যদি চড়ে ঘোড়া পিঠে ॥ তামাম জাহান তার সান্তে
 নাহি আটে ॥ আলির ফরজন্দ তারা ভাই দুই জন ॥ আলি বরাবর
 মর্দ হাছেন হোছেন ॥ রচুলের গোর দোহে যদিনা সহরে ॥ তাহে
 দোন জোরওয়ার আলি বরাবরে ॥ লড়িতে হুকুম লিয়া নবির গোরেতে ॥
 লড়াই করিয়া তাহে না পাইবে কতে • বড়া জোরওয়ার তাহে দুই ভাই
 এমাম ॥ কতে না পাইবে কভু তহকিক কালাম • হেকমত ফিকির
 করে মার যদি তারে ॥ তবে সে মারবে তারা সোনহে বিচারে ॥
 এজীদা বলেন শুন মেরঙা উজির ॥ কেমনে হেকমত সেই করনা
 ফিকির • বাপের উজির তুমি বাপ বরাবরে ॥ চুপ হৈয়া আছ তুমি
 এরছা ওরু পরে • এমামের দায়ের জন্যে হৈনু খাকছার ॥ এরছাই
 জুলুম যে সহিব কত আর ॥ নেকা করিবারে গেনু জারে ভালবাসী ॥
 তারে লিয়া এমাম বসিয়া করে খুসি ॥ তাকিদ ফিকির করে মার এমা-
 মেরে ॥ ঠাণ্ডা হৈয়া আগ মেরা জাউক অস্তরে ॥ মেরঙা উজির
 কহে এজিদের তরে ॥ জহর খেলায়ে মার হেকমত হুন্সরে ॥ এরছা
 ভাতি লেখ তুমি ওলিদ পাহালওনে ॥ বহুত কুটুনি আছে যদিনার
 পানে ॥ ফিকির করিয়া যে কুটুনি লগাইয়া ॥ হাছেনের তরে মার বিস-
 খেলাইয়া ॥ শুনিয়া এজদ তবে লিখিল লিখন ॥ ওতবা ওলিদ মেরা
 রচন • হেকমত জনাব করে এমামের তরে ॥ আলবস্তা মারিতে

হবে শুনহ খবরে • ঘেরিয়া যারিবে নহে শুনহ সঙ্কান ॥ বিস দিয়া দুই
 জনে লইবে পরান • নহেত যারিতে পার একা এমামেরে ॥ তবেত হইবে
 ফতে শুন বেরাদরে • এহা যদি পার পাবে বহুত এনাম ॥ নহেত
 মুন্সিল হবে জান পরিণাম • গদান যারিব আমি তোমা সবাকার ॥ এম-
 সাই ভেজিল লেখা আগে ওলিদার • ওলিদা লিখন পড়ে ভাবে মনে
 মন ॥ ভর পেয়ে মসলত করিল দুইজন • কোনমতে এমামেরে দিব
 রাইলে • নহেত বাদসার আগে পড়িব মুন্সিলে • কুটুনি ভাল্লাসে ভেজে
 জাছুছ কমিনা ॥ খুজিয়া পাইল কুটুনী নামেতে ময়মুনা • ময়মুনা না
 মেতে যেই বড়ই কুটুনী ॥ জগত ভুলায় বুড়ী সেইত ময়মুনী • তাকে
 মাফাইয়া লিল ওলিদা ছরদারে ॥ কহিল সকল বিবরিয়া তারে •
 যারিতে আসিব মোরা হাছেন হোছেন ॥ বলগো উপায় তারে যারিব
 কেমনে • যদি না যারিতে পারি হাছেন হোছেন ॥ খামখা যারিবে
 বাদসা সবার গরদান • একভাই কোনমতে পার যারিবারে ॥ দশহাজার
 মোহর যে এখনি দিব তোরে • শুনিয়া ময়মুনা কহে কত বড় দার ॥
 হাজার মোহর সেই খড়ী দিল তার • মোহর দেখিয়া বুড়ী খোসালিত
 মনে ॥ বলিল জহর দিব এমাম হাছেন • তবে এক দিন সেই কুটুনির
 জাত ॥ এমামের মহলে যায় বান্ধুর সাক্ষাত • বান্ধুকে ছালাম করি লাগিল
 কান্দীতে • দেখিয়া কদবানু বিবী লাগিল পুছিতে • কহ কহ ময়মুনা
 যে কান্দ কি লাগিয়া ॥ শুনিয়া বজ্জাত কহে বুকে হাত দিয়া • কহ
 বিবী তোমার কি হৈল দোষ কাম ॥ তোমাকে ছাড়িয়া সাদি করেন
 এমাম • এমাম করেন সাদী মদিনা মহর ॥ তোমার অধিক রূপ বড়ই
 সুন্দর • তাহাকে আনেন যদি নেকাহ করিয়া ॥ কখন তোমার তরে না
 চাবে ফিরিয়া • শুনিয়া আমার জীউ জলিল আগুনে ॥ এখাতিরে এসে
 কহি তোমার ছামনে • বিবী কহে সোন কহি ময়মুনা বচন ॥ পিয়ার
 করেন মোরে জানের মতন • মোর বাতে উঠে বৈশে এমাম দুই ভাই ॥
 তিলেক বিলম্ব নাই জাহা কিছু চাই • আছিত খাতেরজমা এমামের
 বাতে ॥ কতু না করিবে সাদি আমার সাক্ষাতে • শুনিয়া কহিল তবে
 কুটুনী কমজাত ॥ না কৈল এতবার বিবী শুনে যেরা বাত • আয়েন্দা
 জোয়ার দিনে হইবেক বেহা ॥ খবর নাহিক তুষে আমি জানি তাহা •
 আবছল্ল্য রহিগের বেটি বড়ই মেহেরী ॥ তাহাকে বাসিবে ভাল তোমাকে
 পাসরী • তুমি আর জয়নব বিবী তাহার ছামনে • চান্দেব নিকটে যেন

থাকে তারাগণে ■ এত বলি বিদায় হইল কমজাতে ॥ ওতবা ওলিদে
 এসে লাগিল কহিতে * তোমার কাজের আজি করেছি উপায় ॥ এখনি
 হেকমত এক করহ সবায় ■ আবদুল্লা রহিম আছে সহর ভিতরে ॥
 বানাও হাবেলী তার ঘরের কেনারে ■ নওবত তুলিয়া দেহ খুব সাদি
 যানা ॥ খুব ভাতী কর গিয়া সাদির ছামানা ■ ভাউয়ে লাটুয়া লেগে
 খেলুক আসিয়া ॥ জরদ গোলাবি রঙ্গ পেচকারি করিয়া ■ দিবেক সবার
 গায় যে আসিবে হেথা ॥ এমাম করেন বেহা কৈয়া এই কথা ■ শুনিয়া
 ওলিদ গিল্লী হুকুম করিল ॥ নুতন মহল এক তৈয়ার করিল * সাদির
 লাজেম যত করিল তরায় ॥ চারিদিকে রঙ্গে ভঙ্গে কেহ গীত গায় *
 ওলিদার ভাবে আছে যদি না সহর ॥ যাক্কাইয়া সবাকারে কহিল কুফর *
 কেহ যদি পোছে কারে বাজনা কিসের ॥ কহিবে হেথায় হবে সাদি এমা-
 মের * কদাচিত না কহে যদি এই সব কথা ॥ তলওয়ার ঘারিয়া তার
 উড়াইব মাথা ■ হেথায় ময়মুনা আসে এমামের ঘরে ॥ জোড়হাতে করে
 বাত বানুর হুজুরে * কেনগো কদবানু বিবী নাই সোন কথা ॥ না কর
 উপায় পিছে পাবে বড় বেথা ■ যে কথা কহিয়াছিল তোমার হুজুরে ॥
 সেই কাম হবে আজ শুনহ খবরে * জানীত আমার তরে ফাতেমা
 জোহরা ॥ খোদেজা আগ্রেসা দোন নবীর পেয়ারা ■ যতেক খেলাফ
 আমি জতেক দরকার ॥ না ছিল পুসিদা জানা ছিল সবাকার ■ সাদির
 বাজনা বিবী শুন আপন কানে ॥ দেলে যদি নাহি লাগে ভেজ এক
 জনে * বদজাত কুটুনি বাত কে বুঝিতে পারে ॥ খবর আনিতে ভেজে
 আপনা বান্দারে * আসিয়া দেখিল বান্দী বাজে সাদীয়ানা ॥ ঠাই
 নাচ গীত পাকে খানা পীনা * বাইজীগণ নাচে গীত গায় রাগে ॥
 রঞ্জের পীচকারী ছাড়ে গায়ে এসে লাগে * দেখিয়া পুছিল বান্দী
 সাদী হয় কার ॥ সবে বলে সাদী হবে এমাম সাহার ■ শুনিয়া আইল
 বান্দী বানুর হুজুরে ॥ কহিল এমাম বটে সাদী বেহা করে ■ তহকীক
 ময়মুনা জত কহিল তোমায় ॥ এমাম আন্দরে কারে জাইতে না দেয় ■
 ভাউও রোমজানী কত করে নানা বাজী ॥ পুছিতে কহিল এমামের
 সাদি আজি * শুনিয়া কদবানু বিবী লাগিল কান্দিতে ॥ দেখিয়া ময়-
 মুনা তবে লাগিল কহিতে * না কান্দ না কান্দ বিবী শুন মেরা বাত ॥
 ভাল এক দারু জান আছে মেরা সাত * বড়ই আজমুদা দারু কহি
 তেরা ঠাই ॥ ঝুট বাত কহি যদি খোদার দোহাই * বাহানা করিয়া যে
 খেলাও এমামেরে ॥ কভু না করিবে সাদি তোমার হুজুরে ■ করার করিয়া

ষাই তোমার সাক্ষাতে ॥ কুট্ট হৈলে নাক চুল কাট আপন হাতে *
 বিবি বলে তবে ঘোরে রহম করিয়া ॥ আপনি উদ্ধার কর গরিব বলিয়া *
 ময়মনা হারামজাদী খোসালিত মনা ॥ দিলেক জহর হলাহল সাত
 দানা * কহিল পিয়াসা জবে আসিবে হাছেন ॥ পানিতে গুলিয়া
 এহা পেলাবে তখন * অবশ্য তোমার ক্ষতে হইবেক কাজ ॥ এমা-
 মের তরে এই খেলাও এলাজ * সরবতের সাথে জবে এলাজ
 গুলিবে ॥ কদাচ আগুল তাতে তুমি নাহি দিবে * পাইয়া জহর
 বিবী খোসাল হাজার ॥ দামন ভরিয়া দিল সোনার মোহর * কুট্টনী
 বলিল আজি কিছু নাহি লিব ॥ আগে তেরা কাম ক্ষতে নয়নে দেখিব *
 পিছে তুমি যাহা দেও কাম হৈলে দড় ॥ পিয়ার কর যে ঘোরে সেই
 ধন বড় * ময়মনা দোজখি গেল হইয়া বিদায় ॥ রুদমানু বিবী লিয়া
 জহর ভিজায় * সরবত সামিলে যে বানায়ে খোসালিতে ॥ তাকিদ
 করিয়া যে রাখেন একভিতে * এমাম হাছেন হেথা গিয়াছে স্বীকারে ॥
 তাহার সহিত আছে আর বেরাদরে * সেই দিন গরম হাওয়া বড়ই
 আছিল ॥ পেয়াসা হইয়া সাহা ঘরেতে আইল * বিদায় করিয়া সাহ
 সকল ইয়ারে ॥ দুই ভাই চলে আইল আপনার ঘরে * হোছেনে
 তাহার ঘরে করিয়া বিদায় ॥ আপনার ঘরেতে হাছেন চলে যায় * উঠিয়া
 খুলিল বানু গায়ের সাজগাল ॥ কোমরে খণ্ডর ছুরী কান্দে হৈতে ঢাল *
 বিছাওনায় রহিয়া সাহা পাও দারাজিল ॥ বানু আপনার হাতে
 মোজাজে খুলিল * ছিলমচী আনিল বান্দি আফতাবার পানী ॥ ওজু
 দেলাইতে বিবী উঠিল আপনী * খোসালিতে ঘরে সাহা পাক ওজু
 করে * দোগানা নামাজ দুই রেকাত গোজারে * নামাজ আখেরী
 সাহা বসিয়া বিছাওনে ॥ হাসিয়া চাহিল যে বানুর মুখ পানে *
 হাজ্জার তছদিয়া হয় মেরা পরে ॥ তোমাকে দেখিলে জান সকল
 পাসরে * পিয়াসা বড়ই আমি সুকায়েছে হীয়া ॥ ঠাণ্ডা করহ যুবো
 পানি পেলাইয়া * কার হাতের পানি পনি কভু নাহি খাই ॥ দুসমনের
 ডর মেরা দেলেতে এয়ছাই * বিবী বলে সরবত যে মোজুদ আমার ॥
 আনিতে দেবেগ মাত্র জুকুম তোমার * এমাম বলে আন যে থাকে
 তাকিদে ॥ গুলিয়া জহর কাসা এনে দিল হাতে * একেত চাহেব
 বড়া আছিল পেয়াসা ॥ এক দমে পিল সেই জহরের কাসা * যখন
 জহর গিয়া পেটেতে পড়িল ॥ আশুন সমান যেন জলিয়া উঠিল *
 মালুম করিল সাহা জহর বলিয়া ॥ এত দিনে পৌছিলেক এলাহির কিয়া *

বড় পিয়ারের বৌবী বাবু যে আছিল। জহর খাইয়া সাহা কিছু না
কহিল • যনে কৈল বিশ যদি বলিব বাবুরে ॥ কি জানি খাইয়া বিশ
বাবু পাছে মরে • আপনি স্নেহি মেরা বিসেতে মরন ॥ সেই দিন
বরাবর হইল এখন • কাছেম বলি ডাকেন হাছেন ॥ কি কর কাছেম
বেটা আইস না এখানে • কাছেম পড়িতে ছিল বসে এক ঘরে ॥
শুনিয়া বাপের ডাক আইল হুজুরে • কি চাচাকে তেরা আন যে
ডাকিয়া ॥ ভায়ে দেখা করে যাই বিদায় হইয়া • মহাম্মদ পদ
সহিদ লালচে ॥ পাচালিতে অধম এয়াকুব রস রচে •

এমাম হাছেন জহর খাইয়া বেকারার হয় ও হোছেনের

নিকট বিদায় হন তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী • শুনরে কাছেম বলি, সেতাবি জাহনা চলি, হোছেনেরে
আনহ ডাকিয়া ॥ ভাইকে কহিবে তবে, হাছেন বিদায় হবে, কেয়ামত
ছফর লাগিয়া • কাছেম কান্দিয়া চলে, ভিজিল আখির জলে, শুনিয়া
বাপের এই কথা • সোগেতে ফাটিল ছাতি, যেন কাকুড়ের ভাতি
আইল হোছেন রহে যেথা • হোছেন কাছেম দেখি, মন্দা হামি মুখি
ভাতিজাকে করেন মন্দারি ॥ ছবক পড়িতে বুঝি, করিয়াছ দাগাবাজী,
বেজার করেছে চড়মারি • হাত দিয়া ছাতি পরে, কাছেম আরজ করে,
চাচাজীউ শুন মেরা বাত ॥ এমাম হাছেন আলি, ছফর করিবে বলি,
বিদায় হইবে তেরা সাত • দুআখি হইয়াছে কাল, মুখেতে
লাল, কহিলেন ভায়ে আন গিয়া ॥ দেখ আসি চাচা মেরা, এতিম হইল
মোরা, বাপজান চলিল ছাড়িয়া • হোছেন এমাম শূনে, ছুটিল ভায়ের
পানে, ছের পাণ্ড লাঙ্গা করিয়া ॥ দেখিল ভায়ের তরে, হেঁট ছেরে কম
করে, কলেজা ছোদছে বিশ গীয়া • দেখিয়া কান্দেন সাহা, মুখে বলে
আহা, হায় করে খাড়া হৈয়া ॥ কহি শুন বেরাদরে, জহর কে দিল
তোরে, কহ দেই ছের ওড়াইয়া • হাছেন কহেন শুন আদার ছকুম
জান, তাহার কলম এইমত ॥ কবুল করহ ভাই, তবে কিছু সময়কই
গুটি কত তুঝে নছিহত • খাইতে জহর মোরে, যে জন দিলেক তারে,
কিছু না বলিবে ভাই তুমি ॥ খোদার করনী পরে চরা নাই বেরাদরে,
কার পরে দোষ দিব আমি • কহি বাত তার পরে, আমার লাড়কার
তরে, মেহের বানী করিবে জেয়াদা ॥ আপনা ছাওল হেন, পীয়ার
কবীবা জান, কদাচীত না বুঝিবে • যাহার যা বাপ আছে,
যাইয়া তাহার কাছে, আফছোছে না যেন ডাল ॥ থাকিলে আরাম

রাগে, পিয়ার করিতে আপে, এয়াছা যেন কছু নাহি বলে * দোছরা
 কহি যে ভাইয়া, শুনহে ~~দোছরা~~ হৈয়া, দফন করিবে যেই ভীতে ॥
 নবির রওজার ভেবে, দফন করিবে ঘোরে, এইবাত রাখিবেক চিতে *
~~দোছরা~~ দিয়া যোর তরে, কহিবে যে নানাজিরে, যেন সে রহম করে
 নবি ॥ গোরের বরকতে ঘোরে, যেন সে ভাবেস করে, কবে ঘেরা যও-
 তের খুবি * দোস্ত দুসমনের সাতে, না থাকিবে আদাওতে, সবাকার
 নেকই চাহিবে ॥ বেটা বেটি আপেলিয়া, গরিব এতিম হৈয়া, দুনিয়াতে
 আপনি থাকিবে * কদবানু জহর ঘোরে, দিয়াছেন বেরাদরে, কিছু
 না বলিবে তারতরে ॥ দুসমনের হেকমত পরে, জহর দিয়াছে ঘোরে,
 কিছু দোষ না দিবে তাহারে * কান্দিয়া হাছেন বলে, হেথা আইস
 করি কোলে, বিদায় হইলু তোমা হৈতে ॥ হোছেন শুনিয়া সোঙ্গে,
 গলেং মুখেং, ধরে দোন লাগিল কান্দিতে * মাছুম জতেক আর,
 সাতসও আওরত তার, করিল কান্দিয়া সবে সোর ॥ নাহি জানি কোন
 চরা, যেমন পাগল পায়া, সবে বলে কি হৈল যোর * এয়াম হাছেন
 তবে, দেখিয়া লাড়কা সবে, কান্দিয়া হইল জারং ॥ আখিতে পড়িছে
 পানি, ডাকিতেছে মধুরবানী, আইস কোলে করি একবার * এলাহি
 তফরীক কৈলে, আর না করিব কোলে, আইস যাই মেটাইয়া সাদ *
 এতবলি শিশুগণে, কোলে করি জনেং, কান্দে এয়াম ভাবিয়া বিষাদ *
 বামুরে নজরে দেখি, আছুতে ভরিল আখি, কহিতে লাগিল কিছু
 বাত ॥ শুন প্রাণ প্রিয়া তুমি,, আরজ করিষে আমি, মাক তুমি কর সব
 বাত * স্ননে বাবু ডাকছাড়ে, আছাড় খাইয়া পড়ে, হাছেনের পারের
 উপর ॥ কি কথা কহিলে সাহা, জীউ খোণ্ডাইব আহা, তোমা বিনে
 দুনিয়া আন্ধার * হাছেনের গলা ধরী, ছাওল কোলেতে করি,
 কান্দিয়া হোছেন কিছু বলে ॥ একেলা আমায় খুইয়া, বিদায় হইলে ভাইয়া
 রেখে যত জহুদের পালে * ছালাম নানার তরে, আলি সাহা যোর-
 তজারে, জননী ফাতেমা জোরওরে ॥ খোদেজা বিবীর প্রতি, কহিবেন
 জোনাজাতি, হোছেন রহিল দুনিয়া পরে * দুসমন সকলের কাছে
 কেবল একেলা আছে, দোওয়া এয়াদ রহিবে সত্যত ॥ হাছেন বলেন
 ভাই, খোদাকে সুপিয়া যাই, ~~দোছরা~~ ভাই এলাহির হাতে * এতেক
 বলিয়া বানী, কলেমা কবানে আনি, তোছদক পেয়ায়া জানেরে ॥ মহ-
 রম চান্দোর দিনে, সাত রোজ গোজরনে, হকেরে তছলীম গিয়া করে *
 এয়ামের পদ আসে, ফকির এয়াকুব ভাসে, যেই শুনে এয়ামের যওত ॥

কবর আজাব আর, কদাচ না হবে তার, বেহেস্ত পাবে সহিদি মওত •
 পয়ার • এমাম হাছেন বেহেস্তে গেলেন চলিয়া ॥ যাটির পিঞ্জির
 রহে দুনিয়ায় পড়িয়া • পড়িল দারুন শোক ময়ীনের দেলেতে ॥ আশু-
 রার চান্দে দিন সেই মদীনাতে • বিবী শূলায় পড়ে পটকান
 খাইয়া • ধরিয়া এমামের পায় কান্দে লুটাইয়া • আছমান ভাঙ্গিয়া জেন
 পড়িল মাথায় ॥ বুকে হাত যারে আর করে হায় ॥ বিবী বলে আল্লা
 তাল্লা কি করিলে মোরে ॥ দুঃখিনী তাপিনী কৈলে দয়া নাই তোরে •
 বড় গাছ দেখে আমি ছায়া লিয়া ছিনু ॥ ডালে মূলে ওখাড়িয়া সকলি
 খাইনু • কদবানু বিবী কান্দে ছাড়িয়া হুতাস ॥ ময়মনা বদজাত মোর
 কৈল সর্বনাশ • কাঁদিতে লাগিল বিবী পটকান খাইয়া • আহলে খানার
 বিবী সব ঘেরিল আসিয়া • হায় ২ কান্দে সবে ঘরে আর বাহিরে ॥
 কলেজা ফাটিয়া যায় না দেখে হাছেনেরে • জয়নব কদবানু এয়ছা কান্দে
 দুইজনে ॥ এত দিনে বক্ত মোদের জলিল আগুনে • হায় ২ সোর হৈল
 মদীনা সহরে ॥ রোজ কেয়ামত জেন হৈল ঘরে ২ • কাছের আবদুল্লা কান্দে
 মনে পাইয়া দুখ ॥ কান্দনা সুনিয়া সবার কেটে যায় বুক • বাপের মুখে
 মুখ দিয়া কান্দে জারে জার ॥ আখিতে দেখিল দুনিয়া ঘোর অন্ধকার
 কান্দেন ছোলেমা বিবী নাতীর লাগিয়া ॥ আমা সবাকারে গেলে পাথারে
 ভাসাই • ভাতীজার গলাধরে কান্দেন এমাম ॥ হায় ২ সোর হৈল মদীনা
 তামাম • কান্দেন হোছেন মর্দবলেভাই ২ ॥ দুনিয়াতে কেহ আমার দাড়াবার
 নাই • হেলায় খোওনু ভাই কে নিল কাড়িয়া ॥ কাফের মারিবে মোরে
 একেলা পাইয়া • নাজানী কে গালী দিল কি দোষ পাইয়া ॥ আচম্বিতে
 কি খাতেরে গেলেন ছাড়িয়া • কাহার ভাঙারেতে নাজানী কৈনু চুরি ॥
 তাহার কারণে মেরা ভাই লিল কাড়ী • ভরসা আছিলে তাই হয়ে
 রৈনু একা ॥ নৈরাস করিলে আর না হইবে দেখা • ভায়ের ভরসাছিল
 আছমান সমান • হারাইনু ভাই সবে যারা জাবে জান • পহেলা মওত
 কেন না হৈল আমার ॥ কলেজা ফাটিল সোণে হৈয়া ছারখার • ওঠ
 ভাই হাছেন জওব দেহ মোরে ॥ একেলা পাইয়া মোরে মারিবে
 কাফেরে • পালিয়া পুসিয়া মোরে সেয়ানা করিয়া ॥ আথেরে কাফেরের
 হাতে গেলেন সুপিয়া • কাহেকো ডালিয়া জাহ জালেমের হাতে ॥
 উঠিয়া বৈসহ নহে মোরে লেহ সাতে • জায় ২ কান্দে এমাম ভায়ের
 কারণে ॥ কহিতে লাগিল সবে এমাম হোছেন • আল্লাকে এয়াদ কর
 সোনহ এমাম ॥ কান্দিলে কি হবে ~~আমি~~ সব তার ~~আমি~~ • কবর ঘর

কার বাড়ী জরাজীর্ণ ॥ মিছাই বন্ধের বাজী রোজ পাচ সাত ॥
 রহমান বলেন সাহা বলি যে তোমারে ॥ আপনি কোথায় আছ
 ভাবনা অন্তরে ॥ তামাম মুলুক আছে কাকের ঘেরিয়া ॥ একেলা আছ
 ভুমি দুসমন হইয়া ॥ হাছেন গেলেন আজী সবাকৈ ছাড়িয়া ॥ পিছে
 কাল মোরা যাব মেলাইয়া ॥ যেমন লিখন ছিল হৈল মোদের বাবে ॥
 জন্মিলে মউত আছে কান্ধিলে কি হবে ॥ ছবুরি করিল হোছেন ছাড়িয়া
 লিখন ॥ নাজানী কি শুনা হৈতে হৈল সর্বনাশ ॥ তামাম মন্দির লোক
 ঘেরিল আসিয়া ॥ কাএফন করিল ভাল কাপড় আনিয়া ॥ ওলিদা শুনিয়া
 সোর হুজুরত পাইয়া ॥ যমদানে হইল খাড়া কোমর বান্ধিয়া ॥ বুঝিল
 হোছেন বুঝি আইল লড়িতে ॥ এখাতিরে কুফর লাগিল তৈয়ারীতে
 মন্দির মোছলমান তাবুদ লইয়া ॥ রওজায় চলিয়া আইসেদফন লাগিয়া
 ওতবা ওলিদে তার পাইল খবর ॥ নবির রওজায় দিবে হোছেনের গোর
 ওলিদা বলিল ইহা নাহবে কখন ॥ নাদিব রওজায় আমি করিতে দফন
 তবে যদি নাহি যানে দিব খুব ফল ॥ রওজা আগুলিল গিধী লিয়া ॥ সব
 দল ॥ হাকিয়া কহিল সোন আরবী সবার ॥ হাছেনের গোর দেহ দোছর
 জায়গায় ॥ মোজাহেম হৈল জদী কমজাত কুফর ॥ শুনিয়া হোছেনআলী
 আগবরাবর ॥ বলে হারামখোর এতদেমাগ তোমার ॥ মগজতুড়িব আ
 মারিয়া পয়জার ॥ আলবত্তা রওজায় আমি করিব দফন ॥ লড়িতে তল
 ওর খোলে এমাম হোছেন ॥ আবদুল্লা দেখিয়া এয়ছা বুঝায় এমামে
 আজ কাম নাহি কিছু বাগড়া মহিমে ॥ একেলা হইলে ভুমি ভাই হারা
 ইয়া ॥ তামাম কুফর ঘিরে ডালিবে মারিয়া ॥ বাগড়া লড়াই আর নাহি
 কিছু কাম ॥ মরিবার কালেমানা করেছে এমাম ॥ এমাম হোছেনের গোর
 দিব যেই স্থানে ॥ আল্লার রহম উতরিবে সেইখানে ॥ শুনিয়া এয়ছাই
 বাত মানিল হোছেন ॥ দোছরা জায়গায় গিয়া দফন করেন ॥ হেথা
 ওলিদা গিধী লিখিল লিখনে ॥ বিশদিয়া মারিয়াছি এমাম হাছেন ॥ নবির
 রওজায় ছিল দফন করিতে ॥ খেদাডিয়া দিলু আমি তোমার দোয়াতে
 হোছেনের তরে জেয়ছা হুকুম করিবে ॥ তেয়ছাই করিব আপে বসিয়া
 দেখিবে ॥ হাছেন মরিল এবে নাহি কিছু ভয় ॥ এয়ছাই লিখন দিয়া
 কাছেদ পাঠায় ॥ লিখন পৌছিল জদিদামেস্ক সহরে ॥ প্রডিয়া এজীদ হৈল
 খোসাল অন্তরে ॥ শুরুজ উদয় যেন কমল হরিস ॥ ওতবা ওলিদে গিধী
 ভেজিল বকসিস ॥ লিখিল কমজাত তবে ওলিদের তরে ॥ হোছেন
 করিলে হাত বাড়াইব তোরে ॥ জামা জোড়া হাতী ঘোড়া সোণার মোহরা ॥

দিব যে উজির ভার সবার উপর * পড়িয়া কুফর বড় খোসাল হইল
 হোছেনে যারিতে জুস্তি করিতে লাগিল * এমাম হোছেন হেথা রছুলের
 রওজায় ॥ হাজির রহিল যে বাহির নাহি হয় * কুফর সমস্তান গিধী
 লড়িতে না পারে ॥ কি ছুরাতে লড়ীকে রওজার উপরে * তবে গিধী
 কোনমতে দাও না পাইয়া ॥ নিশীভোর রাতে হোছেনের কাছে গিয়া *
 এজীদা কুফরযত খতে লিখেছিল ॥ তাহাম পড়িয়া হোছেনেরে সুন্দাইল *
 দেখ সাহা এজীদ যে কমজাত বেপির * এমছাই দবদবা লেখে আমার
 খাতির * তোমারে না যারি যদি লড়াই করিমা ॥ আমা সবাকারে চাহে
 ডালিবে গাড়িয়া * দুনিয়ার পানা তুমি সোন সাহাজাদা ॥ আমি যে
 গোলাম তেরা কভু নহে জুদা * আমি কি করিব বুঝা এজীদা কমজাত *
 চাকর তাহার আমি আমার কি হাত * মেরাসাত আছে যে মেরাও মিন
 যার ॥ সেই গিধী বড়ই দুসমন তেরাপর * তাহার কথা যদি নাহি
 করি কাম ॥ এজীদের আগে লেখে আমার বদনাম * বসিয়া থাকহ তুমি
 নবীর রওজাতে ॥ নারিবে করিতে কিছু খিয়ানত আমানতে * এজীদা
 হইতে কিছু না হইবে হেথা ॥ এমামে এতবার হৈল ওলিদার কথা *
 ওলীদার মকরভেদ বুঝিতে নারিল ॥ এমাম মনের কথা কহিতে লাগিল
 যুঝে হালাকের চেষ্টা করে হারামজাদ ॥ কহিয়া গেছেন যোরে দিন মহা
 ন্যাদ * আমার কাতেলে দস্ত কারবালা জমিতে ॥ কাফের আমারে নাহি
 পারিবে যারিতে * ওতবা শুনিয়া ভেদ আইল লঙ্করে ॥ কেতাবত
 লেখে গিধী এজীদার তরে * হোছেনে যারিতে পারে কোদরত কাহার ॥
 হামেসা বসিয়া আছে যেথা পরগম্বর * কভু না বাহির হয় শুনহে
 এজীদ ॥ দস্ত কারবালার তার মওত সাবীদ * কভু না যাইবে সেই কার
 বালা জমিনে ॥ জানাগেল কেহ নাহি যারিবে এখানে * একবাত লিখি
 আমি হইল ইয়াদ ॥ কুফার সহরে আছে আবদুল্লা জেয়াদ * এমামের
 সাতে আছে পিরীতি তাহার ॥ কোনমতে পার তারে করিতে বাহার *
 একবার যদি সেই নেকলে ময়দানে ॥ খাড়াই মেরেলিই জানিবে লিখনো
 এমছাই লিখন যদি ভেজিলা এজীদে ॥ খোসাল হইল গিধী এমামের
 ভেদে * জঙ্গনামার কথা যেন সহদের কাসা ॥ নাহি ছাড়ে এক বিন্দু
 যে হয় পেয়াসা * অধম এয়াকুব নাহি পিয়ে মন সুখে ॥ কেয়ামত তক
 যে রহিবে মন দুঃখে *

পরার * কুফার সহরে ছিল আবদুল্লা জেয়াদ ॥ তাহাকে লিখিয়া
 ভেজে দিল হারামজাদ * শুনরে জেয়াদ বাত মিনতি আমার ॥ সদত

মেহের আমি উপরে তোমার * ঘেরা নুন খাও তুমি ওমরাও আমার ॥
 সবার জেয়াদা করি তোমাকে পেয়ার * পড়িয়াছে তেরা হাতে ঘেরা
 এক কাগ ॥ মেহের করিয়া যদি কর গুনধাম * হোছেন আমার সাথে
 বিবাদ করিয়া ॥ নবির রওজার বিচে আছেন বসিয়া * গরম রওজা সেই
 নবীর কবর ॥ আগে নাহি পাও ধরে আমার লঙ্কর * নেকলিয়া আন যদি
 কারবালা জমিনে ॥ তবেত ধরিয়া লই এমাম হোছেন * এয়ছাই লিখন
 গিধী ভেজিল তাকিদ ॥ তিন লাখ টাকা আর খেলাত সহিত * পাইল
 জেয়াদ যদি বখসিস লিখন ॥ হোছেনেরে নেকালিতে ভাবে মনে মন *
 আখেরে খারাব হবে রোজ কেয়ামতে ॥ এমন তরাস কিছু না হৈল
 দেলেতে * বাদসাই পোসাগ গিধী জমিনে ডালিয়া ॥ আপন মসজিদে
 বৈসে ছিয়াপোস হইয়া * মক্কর করিয়া জেয়াদ হইল দেওনা ॥ কহিতে
 লাগিল লোক জনকে আপনা * ছাড়িয়া দিলাম যে বাদসাই কারবার ॥
 আজি হৈতে হে ছেনের হৈল অধিকার * আজিকার স্বপনে দেখিছু এয়ছা
 ভাত ॥ মহান্মদ গায়ে ঘেরা ফেরাইল হাত * আপে নুরনবি আমি কহিল
 আমারে ॥ হোছেন একেলা আছে যদিনা সহরে * করেছে দারুন
 আড়ি কমজাত করে ॥ তাহাকে আনিয়া রাখ তোমার সহরে * এখা-
 তিরে তক্ত তারে দিলাম ছাড়িয়া ॥ খেদমত করিব তার গোলাম হইয়া *
 ছালাম করিবে সবে এমামের পদে ॥ ফকির হইয়া আমি বহিব মসজিদে ॥
 এতেক বলিয়া গিধী লেখে কেতাবত ॥ আছিল সহর কুফা আলির
 বেলাত * তাহার লাড়কা তুমি বেলাত তোমার ॥ অপার আনন্দে এসে
 কর কারবার * কুফাতে আনিয়া তুমি করহ আমিরা ॥ তেরা পায় আমি
 তবে করিব নফরী * কি করিতে পারে এজীদ লড়াই করিয়া ॥ মুল্লুকে
 থাকিয়া তারে দিব ওড়াইয়া * স্বপনে কহিল ঘোরে আপে নুর নবী ॥
 হোছেন খবর দিয়া আনহু সেজাবি * যদিনা সহরে আছেন একেলা
 হোছেন ॥ এজীদা তাহার পরে আছে যে দুসমন * এয়ছাই স্বপন দেখে
 জীউ উচাটন ॥ খানা পিনা ছেডদিবু তোমার কারণ * নবির হুকুম পেয়ে
 লিখি কদমতে ॥ লিখিছু আজগরী বাত খোদার দৌণাতে * হেক
 মতে মক্কর করে লিখিল কালাম ॥ স্বপনের কথা যত খেলাফ তামাম *
 এয়ছাই লিখন গিধী দিলেক ভেজিয়া ॥ কাছেদ হোছেন হাতে দিলেক
 আনিয়া * পড়িয়া হোছেন বড়া হইল খোদাল ॥ ভাই বন্ধু যত ছিল
 ইয়ার সকল * লিখন পাইয়া তবে উঠেন হজরত ॥ ছোলেমা বিবীকে

গিয়া পোছে হকিকত ■ কেতার পড়িয়া মালুম করিলেন বিবি ॥ কহিতে
 লাগিল যোরে কহিলেন নবী ■ এমাম হোছেনের তরে রওজা হইতে ॥
 জেনহার নাহি দিবে বাহিরে যাইতে ■ রওজায় রহিলে এক পদম
 হেলায় ॥ এমন মরদ নাহি দেখি দুনিয়ায় ■ রওজা হৈতে নাহি যাইতে
 দিব তোরে ॥ রওজায় বসিয়া থাককিবা পরওা কারে ॥ আপনি কুফর যাবে
 পয়মাল হইয়া ॥ কিছু ডর নাহি ভাই শুন দেল দিয়া ॥ মানাহি হোছেন
 সাহা নাহি লন কানে ॥ কহিল জেন্দেগি এয়ছা বাচিবে কেমনে ॥
 কুফার সহরে লোক নেক মোছলমান ॥ আলবত্তা বাইব আমি শুন নানি
 জান ॥ উম্মে ছোলেমা আর উম্মে কুলছুম ॥ গোম্বা হৈয়া চলে গেল দেলে
 বড়া গম ॥ দুই বিবী গোম্বায় ছড়রা বিচে গেল ॥ এমাম ইয়ার লিয়া
 বাহিরে বসিল ॥ ইয়ার সকলে বলে শুনহ এমাম ॥ ছোলেমার কথা ঠেলা
 নহে ভাল কাম ॥ রচুল স্বরনৌ বিবী ঘরের মালিক ॥ ছকুগ ঠেলিয়ে কাম
 করা নহে ঠিক ॥ দোছরা কুলছুম মানা করে তেরা খালা ॥ কুফায় যাইবে
 তুমি নহে বুঝি ভাল ॥ হোছেন বলেন কুফায় আছিলেন আলি ॥ লাজিম
 যাইতে হয় শুন আমি বলি ॥ নেহাত লিয়াছে জৌউ যাইতে আমার ॥
 আরাম লাগবে মুঝে কুফার সহর ॥ লাচার হইয়া লোক কারল করুল ॥
 যার যে নিয়ম আছে কেকরে অতুল ॥ এমামের সাথে এক হাজার ছওার ॥
 পোয়াদা হইল জমা সত্তর হাজার ॥ আখির হোছেন বলে দিনে নাহি যাবা ॥
 চান্দনী রাত আছে বটে রাত্রে নেকালদ ॥ মহলের বিবীগণ সুজ্জের তাপ
 কভু ॥ চক্ষ নাহি দেখিয়াছে এত দুঃখ তরু ॥ রাত্রির আমল হৈল করিল
 রওনা ॥ ফটক দুয়ারে আইল খেলাফত খানা ॥ ফটক দুয়ার বন্ধ এমামে
 দেখিয়া ॥ দরওয়ানীকে বোলাইল কুজীর লাগিয়া ॥ দরওয়ানি কহিল চাবি
 লিয়াছে থিয়ার ॥ ছকুম পাইলে এনে খুলি যে দুওার ॥ সে দিন এমাম
 যাইতে মকুফ করিল ॥ দুয়ার হইতে এসে ফিরিয়া রহিল ॥ দরওয়ানি
 খবর দিল ওলিদের তরে ॥ এমাম ফিরিয়া গেল আসিয়া দুওারে ॥ বিবী
 খানা সমেত আসিয়া দুয়ারেতে ॥ দরওয়াজা দেখিয়া বন্ধ গেল মহলেতে ॥
 ওতবা ওলিদে শুনে খোসাল হইল ॥ কুফার সবারে বড় তারিফ করিল ॥
 ওতবা ওলিদা ফের লিখিল লিখন ॥ রওনা করিয়া ফের ফিরিল হোছেন
 দোছরা লিখন ফের লেখহ জেয়াদ ॥ এইবার লেখ হোছেন না করিবে
 রদ ॥ জলদি কাছেদ হাতে দিল পাঠাইয়া ॥ জেয়াদ মালুম কৈল লিখন
 পড়িয়া ॥ আবদুল্লা জেয়াদ ফের লিখিল হোছেন ॥ কেনহে হোছেন
 তুমি দুখ ভাব মনে ॥ জেরাপোস একলাখ ছওার আমার ॥ এজিদের

ভঁয় কিছু নাহিক তোমার ■ এইরূপে লিখিয়া লিখন কমজাত ॥ তাগিদ
ভেঁজিয়া দিল কাছেদেব হাত ■ কাছেদ আনিয়া দিল হোছেন লিখন ॥
এয়াকুব কহেন সব করে নিরাজন ॥

পয়ার ■ এমাম হোছেন তবে লিখন পড়িয়া ॥ মছলত করেন যে
ইয়ারগণ লিয়া ॥ ইয়ার সকলে বলে শুনহ এমাম ॥ একাএক যাবে
তুমি ভাল নহে কাম ॥ আবদুল্লা জেয়াদ তুষে লেখে বারেবার ॥ বুঝিতে
না পারি সেই কেয়ছা সমাচার ॥ দানা লোকে একজন ভেঁজে দেহ আগে ॥
কোনভাবে জেয়াদ আছেন কোনদিগে ॥ শুনিয়া হোছেন বাত জানিল
মাকুল ॥ মছলেমে ডাকিয়া বাত কহেন মকবুল ॥ কুফার সহরে যাহ
জেয়াদের কাছে ॥ মালুম করিবে সেই কোন ভাবে আছে ॥ ভাল যদি
দেখ তবে আমাকে লিখিবে ॥ বুঝিয়া করিব কাম আখেরে যা হবে ॥
মছলেম পাহালওয়ান মর্দি বড় জোরওয়ার ॥ তার সাথে দিল আর হাজার
ছওয়ার ॥ বিদায় হইয়া চলে মছলেম পাহালওয়ান ॥ রোজ ২ মকাম করিয়া
চলে যান ॥ কুফার নজদিগে এসে ডালিলেক ডেরা ॥ বাজিতে লাগিল
সব দিনের নাকারা ॥ আবদুল্লা জেয়াদ তার খবর পাইয়া ॥ লস্কর সহিতে
আইল আগু বাড়াইয়া ॥ হাজার তারিফ আর হাজার এজ্জতে ॥ পেয়ার
করিয়া আনে আপন ডেরাতে ॥ পুছি যে আলিজাদা না আইল কেনো ॥
কদম গোলাম বলে করিয়া যে মনে ॥ যদি না আইল এমাম মেহের
করিয়া ॥ তুমি যে হোছেন ঘেরা বুঝিষু ভাবিয়া ॥ হোছেনের দোস্ত-
দার বটে হও তুমি ॥ তোমাকে এমাম করে জানিলাম আমি ॥ তক্ত
তাজ যত কিছু সকলি তোমার ॥ চাকরি করিব যে গোলাম বরাবর ॥
মছলেমে মকর করে তক্ত বসাইল ॥ জেয়াদ চাকররূপে ছজুরে রহিল
লিখেছিল আল্লাতালী হোছেন কপালে ॥ দুনিয়া দুরান্ত হৈয়া মারিবে
বদহালে ॥ কদমীর ছাওয়া দেখ দারাজ হইয়া ॥ গোলামে মারিবে বড়
তাবিজ করিয়া ॥ অধিক আল্লার চাহা কি লিখিব বাত ॥ মছলেম আরজ
করে ছাতি পরে হাত ॥ শুনহে হোছেন সাহা আরজ আমার ॥ আসি
য়াছি পরে নাই পাই সমাচার ॥ মেহের নজর কেন না হয় আমারে ॥
ওশেদ আমার এই চাহেব মেহেরে ॥ পুসিতে জানওয়ার জেন ফুলের
বাগেতে ॥ ওশেদারী করিতে লাগিল সকলেতে ॥ তাবত কুফার লোক
বহুত যতনে ॥ ফরমাবরদারি ঘেরা করে রাত দিনে ॥ বন্দেগী জেয়াদ
যাহা আনে এমামেরে ॥ তাহার বয়ান আমি না পারি লিখিবারে ॥
খাতির শরিফে এবে আইসে যেমন ॥ আমি কি লিখিব আপে করিবে

তেমন*এছাই লিখন ভেঙ্গে কাছেদের হাতে॥কাছেদ লইয়া লেখা দিল
 যদি নাতে * পড়িয়া এমাম বড় হইল খোসাল ॥ কাছেদে এমাম দিল
 করিল নেহাল*সেইদিন কুচ হৈল কুফারসহরে ॥এমামের দল সব আইল
 দুয়ারে * দরওয়ানী আনিয়া কুঞ্জ খুলিল ফটক ॥ বাহির হইল যত এমা-
 মের লোক * সাইট হাজার লোক আইল নেকলিয়া ॥ দরওয়ানী দিলেক
 যে কেওড় লাগাইয়া * বাহাত্তুর লোক আর এমামের লস্কর ॥ বাহির
 হইতে নারেরহিল ভিতর*বাহির হইতে বড়া জোরকৈল তারা ॥ কেওড়
 ঠেলিতে এক লোক গেল ধারা * ছাইত দেখিল বদ তবু নাহি ফেরে ॥
 লস্কর সমেত চলে কুফার সহরে * এজিদার ভয় আছে দেলের ভিতরে ॥
 রওজা ছাড়িয়া মর্দ চলিল কুফারে * এগার মঞ্জিল এয়ছা নেকালিয়া
 যায় ॥ দূর হৈতে এমামের দেলে হৈল ভয় * হেথায় কুফার রাহা ভুলিয়া
 হোছেন ॥ কারবালা ময়দান মুখে করেছে গমন * এলাহির মক্কে খবর
 দার কেবা আছে ॥ মর্দাইর ফন্দি নহে মরন খেচেছে * জেয়াদের
 কাছেদ ছিল লস্করের বিচে ॥ পালাইয়া খবর দিল জেয়াদের কাছে ॥
 আবদুল্লা জেয়াদা গিধী শুনিয়া খবর ॥ সেই ঘড়ী লেখা ভেঙ্গে দামেস্ক
 সহর * বড়ই নেমক হারাম আবদুল্লা জেয়াদে ॥ লিখিয়া ভেজিল এয়ছা
 কুফর এজীদে * নেকালিয়া হোছেনেরে রওজা হইতে ॥ ফেলিয়াছি
 তার তরে দারুন বনেতে ॥ এগার মঞ্জিল এসে রাহা হারাইয়া ॥ কার-
 বালা ময়দান পরে গেল নেকলিয়া * তাগিদ আমার হেথা ভেজ ওত-
 বারে ॥ হোছেনের পিছে ভেজ যতেক লস্করে * মোছলেম পাহাল-
 ওন আছে আমার এখানে ॥ কয়েদ করিয়া আমি রেখেছি জওানে ॥
 ওতবা ওলিদে হেথা দিবে পাঠাইয়া ॥ এখন মারিয়া ডালি ঘেরাও
 করিয়া * মছলেমে মারিতে যদি পারি এক ঠাই ॥ হোছেনে মারিতে
 তবে দোরি হবে নাই * লিখন পড়িয়া এজিদ হৈল খোসালিত ॥ ছেফাই
 সবার তরে ডাকিল তুরিত * কহিল বাপের ঘেরা থাইয়াছ নুন ॥ রাখহ
 আমারে সব করিয়া পালন * দেখহ হোছেন ঘেরা কেমন দুসমন ॥
 আমার মহবুব লিয়া আনিল আপন * যদি সেই বাদসাই ফের হইল
 আমার ॥ না মানিল কদাচিত হৈল তকবর ॥ ইজিতে করিল যেরছা
 জানহ সকলি ॥ বাদসার খাতির এয়ছা কেবা দেয় গালি * বান্দি বাচ্চা
 সেওয় নাহিক বলে মোরে ॥ আর কত কহিব আমি রহি গোম্বাডরে *
 আনহ তাহারে সবে করিয়া মন্ত্রনা ॥ বাতাইব সবাকারে দোস্তাই
 রবানা * সেমর তিমর দুই জহদ আছিল ॥ কবরিস

কহিতে লাগিল * করিম রহিম ফতে কত বড় দায় ॥ কাহাকা হোচ্ছেনে
 সে মারিব তারে ঠায় * তির হেন শুনি তারে এখনি মাইব ॥ সজীব
 তোমার কাছে ধরিয়া আনিব ॥ শুনিয়া এজীদ বড় খোসাল হইয়া ॥
 পঞ্চাশ হাজার মোহর দিল নেওজিয়া * সেমর বলিল মেরা জহুদ
 বালাই ॥ হোচ্ছেনের তরে যে মারিব দুই ভাই * সাথে আছে বহুত
 লস্কর মোছলমান ॥ মানে কিনা মানে তারা আমার ফরমান ॥ মহি-
 মের কালে যদি দাগাবাজী করে ॥ তবেত মুস্কিল হবে মহিম উপরে *
 তহকিক করিয়া এক এমনি ছরদার ॥ ছরদার করিয়া দেহ ময়ীন
 উপর ॥ শুনিয়া এজীদ কহে আবদুল্লা ওম্মারে ॥ ভূমিত সবদারী কর
 ময়ীন উপরে * আবদুল্লা কহিল এহা মাক কর তুমি ॥ হোচ্ছেনের সাথে
 না লড়িতে যাব আমি * এজীদ বলিল নাহি যাবে মহীমেতে ॥
 কাটিয়া ডালিব তুবো আপনার হাতে * এজীদার ডরে তবে আবদুল্লা
 ওম্মার ॥ কবুল করিয়া আইল আপনার ঘর * তাহার কবিল বিবী
 ফাতেমা আছিল ॥ মহিমের বাত তারে সকলি কহিল * ফাতেমা বলিল
 তুমি হোছেন সহিত ॥ লড়িতে মাইবে এয়ছা নহেত উচিত * কেয়া-
 মতে যাহার ভরসা বিনে নাই ॥ যে দিন হইবে কাজী আপনি এলাই *
 খছম আওরত এই কথায় আছিল ॥ এজীদ দুয়ারে খাড়া শুনিতে পাইল *
 জমিতে পড়িল গলে কাপড় বান্দীয়া ॥ ফাতেমার তরে বলে দুপাও
 ধরিয়া * আপনা খছমে খানা নাহি কর বিবী ॥ বারেক করিয়া তুমি
 চাহ মেরা খুবি ॥ আবদুল্লা ওম্মার তবে চলিল লড়িতে ॥ পঞ্চাশ হাজার
 যে ছওর লিয়া সাথে * একলাখ পাউদল জহুদ লস্কর ॥ খাড়া হৈল
 গিয়া সব ময়দান উপর * এজীদ কহিল শুন আর এক বাত ॥ খানা
 পানী বন্দ আগে করিবে আলবত * আগে দিবে হোচ্ছেনের রসদ
 মারিয়া ॥ তার পরে হোচ্ছেনের মারিবে ঘেরিয়া * আবদুল্লা শুনিয়া
 হোথা করিল রওনা ॥ যপ্পেল ২ যায় দেলে ভাবা গোনা * কুফার
 সহরে গিয়া হৈল তৈয়ার ॥ আবদুল্লা জেয়াদ তার পায় সমাচার *
 হেকমত করিয়া গিধী মছলেমেরে কয় ॥ এজীদ সাজিয়া বুঝি আইল
 কুফার ॥ সেতাবি ঘোড়ায় চড় হইয়া তৈয়ার ॥ দূর করে দেহ গিয়া
 মারিয়া পয়জার * শুনিয়া মছলেম সবে করিল নিশান ॥ সাজিয়া
 বাহির হৈল যত মোছলমান * মার ২ করিয়া বাহিরে নেকালিল ॥ আব-
 দুল্লা জেয়াদ তার দরওানে কহিল * দুওরেতে কেওড় লাগাও ঝট
 করি ॥ পরের ঝগড়া তাতে মোরা কেন গরি * দরওয়ানি হুকুম পাইয়া

লাগায় কপাট ॥ লালত করিয়া খাড়া এমামের ঠাট ॥ জঙ্গনামার কীয়া
যে জন শুনে কানে ॥ এয়াকুব বলেন ভেষ্ট পাবে সেই জনে ॥

পয়ার ॥ মোছলেম বলেন শুন তামাম সরদার ॥ এলাহির নাম
বিনে গাঁত নাই আর ॥ আলবক্তা হইবে যদি নেক মোসলমান ॥
এমামের তোছদকে দিতে চল জান ॥ আবদুল্লা জেয়াদ কুফর হেক-
মত করিয়া ॥ আমা সবাকারে দিল ময়দানে ডালিয়া ॥ বুঝি নু না
হবে দেখা এমামের সাথে ॥ জীউ হারাইল বুঝি আসিয়া কুফাতে ॥
যে হউক যাইতে যদি চাহ বেহেস্তখানা ॥ এমামের নামে জান করে
দেহ ফানা ॥ তওক্কা ডালহ সব আল্লাতালার পর ॥ হেন্মত করহ
দেলে না করহ ডর ॥ শুনিয়া ধাইল যত লোক মোসলেমের ॥ ছাগ-
লের পালে জেন সাক্কাইল সের ॥ ধাইয়া আইল তবে যত এজিদানে ॥
তাহার সূয়ার কেবল আল্লাতালার জানে ॥ গাদাও লস্কর আইল যত
কুফরান ॥ আছমান উপরে যেন ঘেঘের জোগান ॥ গাড়ির উপরে
কামান তুলিয়া গোলন্দাজ ॥ রণ্ডক পেলায় তাহে করিতে আওজ ॥
মসলেমের সাথে কেবল হাজার ছওর ॥ এজিদের লস্করে গিয়া বলে
মার ॥ মস্তহালে চলে সব তলওয়ার মারিয়া ॥ চাবুকে কতক ছের
ডালিল ধুনিয়া ॥ কাহার গর্দান কাটে কার কাটে হাত ॥ জমিনে
ডালিল কার বুকে ঘেরে লাভ ॥ তিরিশ হাজার লোক কাটে এক
দমে ॥ এলাহি এয়ছাই জোর দিলেক মোসলেমে ॥ ভাগিতে লাগিল
লোক পাছে নাহি তাকে ॥ বালাখানা হইতে জেয়াদ বসে দেখে ॥
মোসলেমের জোর দেখে ভাবে মনে মনে ॥ বুঝি নু সহর কুফা গেল
এত দিনে ॥ আবদুল্লা জেয়াদ এয়ছা ভয় পেয়ে মনে ॥ লস্কর
সমেত আইল লড়িতে ময়দানে ॥ জেরাপোস লোক জার সত্তর
হাজার ॥ মোসলেম উপরে ছুটে বলে মার মার ॥ এজিদার লোক যত
ভাগিতে আছিল ॥ জেয়াদের লোক দেখে লড়িতে আইল ॥ আগে
পিছে কুফর বিচেতে মোসলমান ॥ দেখিয়া মোসলেম বড়া হইল
হয়রান ॥ হেন্মত করিয়া যত মমিন সরদার ॥ দুপ্রহর বেলা
মারিল তলওয়ার ॥ আখেরে কুফর হাতে সহিদ হইল ॥ একেলা
মোসলেম কেবল ময়দানে রহিল ॥ একেলা রহিল তবু ডর নাহি করে ॥
খুব জোরে তেগ মারে কুফর উপরে ॥ লড়িল মোসলেম মর্দ তিন
প্রহর বেলা ॥ পেয়াছা হইল জোর শুখাইল গলা ॥ হাকিয়া মোসলেম
মর্দ লাগিল কহিতে ॥ কেহ যদি মোসলমান থাক লস্করেতে ॥ খোড়া

পানী পেলাইয়া তর কর গলা ॥ বারেক আছদা হৈয়া করি মোকা-
 বেলা * একজন মোসলমান মসক আছে তার ॥ কুফর চাকর পানী
 কুফরে পেলায় ॥ মোসলেমের হাক শুনে আইল তুরিতে ॥ মোসলেমে
 মসক ভরা পানী দীল পিতে ॥ মোসলেমের ঠাই এক তলওয়ার লইয়া
 মোসলেমে বলিল তুমি দেখ খাড়া হৈয়া ॥ এতেক বলিয়া এজিদানেতে
 পড়িল ॥ সাত সও কুফর কেটে সহিদ হইল ॥ মোসলেম খাইয়া পানি
 জীউ হইল তর ॥ গোস্বায় ভরিয়া গিয়া বলে মার মার * মাতওয়ার
 হাতে যেন তলওয়ার থাকে ॥ পাইলে কেলার বাগ আড়ে মন সুখে *
 তেমনি মোসলেম মর্দ লাগিল আড়িতে ॥ পঞ্চাশ হাজার লোক
 ভেজে দোজখেতে ॥ কুফর ময়দানে হৈল লহর তুফান ॥ জেয়াদ ॥
 ওমর দেখে হৈল পেরেসান * আবদুল্লা ওমর আর আবদুল্লা জেয়াদ
 দুই জনে ঘেরে এসে করিয়া সম্বাদ ॥ একেবারে ঘেরে যদি মোসলেম
 দেখিয়া ॥ খুব জোরে হাক মারে যায় পিছে হৈয়া * এইরূপ কত
 বার ঘেরাও করিল ॥ মোসলেম তলওয়ার ঘেরে ভাগাইয়া দিল ॥ এইরূপে
 সারাদিন্য লড়িয়া সাবিদ ॥ আখেরে কুফর হাতে হইল সহিদ ॥ বেহেশ্ত
 পাইল গিয়া মোসলেম সরদার ॥ দোজখে রহিবে কুফর খোসাল হাজার *
 মোসলেমে মারিয়া জোর বাড়ে কুফরের ॥ হোচ্ছেনে ঘেরিতে যে চলিয়া
 যায় ফের * গুড় গুড় নাকারা বাজে দড় বড়ী পয়তারা ॥ ধূলা
 উড়াইয়া করে ময়দান আক্কেরা * তাযাম কুফর চলে করে ধুম ধাম ॥
 মণ্ডিল ২ চলে কারবালা ময়দান * ফেরাত নদীর কুলে ডালিলেক
 ডেরা ॥ ঘাট মাঠ যত কিছু করিলেক ঘেরা ॥ হেথায় কুফার রাহা
 ফুলিয়া হোচ্ছেনে ॥ আসিয়া পৌছিল সাহা কারবালা ময়দানে ॥ সেই
 দিন মরহুমের চান্দে দ্বিতীয়া ॥ আনাইল আল্লাতাল সাহিদ লাগিয়া ॥
 আড়ে দিগে সাত রোজ লোক জন নাই ॥ আছহাব সমেত মর্দ গেল
 সেই ঠাই * চলিতে না পারে তার সওয়ারির ঘোড়া ॥ হাটু তক জমি-
 নেতে পাও গেল গাড়া * পাও গাড়া গেল যদি হোচ্ছেনের ঘোড়ার ॥
 দেখিয়া হোছেন দেলে হৈল চমৎকার * সাতবার আস্তাগফার জবানে
 চালায় ॥ আজগবী আওজ উঠিল হায় ২ * গায়েব আওজ শুনে
 কম্পিত পরানে ॥ কাহিতে লাগিল সব ইয়ার সামনে ॥ শুনহে ইয়ার
 লোক শুন সমাচার ॥ এবাত কাহিয়া যুবো গেছে পয়গম্বর ॥ যেখানে
 ঘোড়ার পাও সান্ধিবে জমিনে ॥ শাহাদত তোমার হইবে সেইখানে *
 আচানক যেথা তাঁর কাপিবেক পাও ॥ হায় হায় আওজ যেথা শুন-

বাঁরে পাও * কারবালা জমিন সেই জানিবে নিশ্চয় ॥ সেই জাগা
 বিনে আর কোথা নাহি ভয় ॥ তবে আর কোথা যাব এলাহি আনিল ॥
 এখানে মোকাম কর খোদাকে না ভুল * পুছিল হোছেন তবে ইয়ার
 সবারে ॥ জান ফেরাত নদী হবে কত দূরে ॥ জানিতে যে ছিল কহে
 হবে কোস তিন ॥ শুনিয়া হোছেন সাহা ওতারিল জিন ॥ গোলাম
 নফরে সাহা ভেজিল জঙ্গলে ॥ মোরচা বান্দিয়া লাকড়ি আন এইকালে ॥
 গোলামেরা দরজ্ঞে যে কুড়ালি মারিল ॥ লহ নেকলিতে এসে হোছেন
 কহিল * শুন সাহা দরজ্ঞেতে কুড়ালী মারিতে ॥ তাজা লহ নেকালিল
 দরজ্ঞ হইতে * হোছেন কহিল বাত শুন সর্বজনে ॥ সাহিদ তোমরা সব
 হইবে এখানে ॥ বলোছিল নুর নবী আমার খাতির ॥ যেখানে দরজ্ঞে লহ
 হইবে বাহির ॥ সেইখানে তোমার মওত মবারক ॥ সেই সব আলামত
 জানা গেল হক * যে হয় সে হবে সব কর কারবার ॥ নাহি হবে কছুর
 কলম আল্লার * শুনিয়া গোলাম সব চলিল ফিরিয়া ॥ করিল মোরচাবন্দী
 লাকড়ী আনিয়া * জানান্য মর্দানা দুই মোরচা বান্দিল ॥ চারিদিকে
 গড় খুদে গড়বন্দী কৈল * হোছেন বলে সব আন গিয়া পানি ॥ খানা
 পিনা কর সব শুন ঘেরা বানী * গোলাম সকলে পানি আনিবারে চলে ॥
 মসক লইয়া গেল ফেরাতের কুলে ॥ যাইয়া দেখিল বড় গাদাও লক্ষ
 ফেরাত কেনারে আছে কাতারেকা তার * বাণ্ডাও নিশান খাড়া কাতারে
 কাতার ॥ মন্দা বাতাস ঘোজা হেলিছে তাহার * তাম্বর কানাতকত লড়াই
 ছাযান ॥ কত দূর জুড়ে আছে নাহিক ঠেকান ॥ নজদিকে ষাইতে তির
 মারিল খেচিয়া ॥ দেখিয়া গোলাম সব কহিল হাকিয়া * এমামের লোক
 মোরা আর কি খাতিরে ॥ জানহ আলীর বেটা দুনিয়ার উপরে ॥ দিন দুনি
 যার পরে জার অধিকার ॥ তাহাকে ভাবিলে ভিন হবে গুনাগার * কুফার
 বলিল পানি নাহি দিব তোরে ॥ জেয়াদা কাহলে বাত ওড়াইব তীরে *
 শুনিয়া গোলাম সব আইল ফিরিয়া ॥ এমাম হোছেন সব কহিল আসিয়া *
 বহুত লসকরলোকনদী কেনারায় ॥ মারিছে খেচিয়াতির নজদিগে যে যাক
 শুনিয়া হোছেন তবে ইয়ার সবার ॥ ডাকিয়া সবার তবে এইবাত কয় *
 খোমালিতে আগ সব কহ এক বাত ॥ বিদায় লইয়া আজি যাহ জনা
 জাত * যত দূর নেকই করিতে যে পারিলে ॥ তাহাতে কছুর সব কিছু
 না করিলে * আমার কপালে দুঃখ আছেত অপার ॥ কাহাতক তোমরা
 রাখিবে ঘোরে আর * লাড়কা সকল লিয়া করহ পালন ॥ আমার লাগিয়া
 কেন হারাবে জীবন * শুনিয়া ছেফাই লোক উঠিয়া দাড়ায় ॥ ছাতিপার

স্বাত কহে এমামের পায় ■ কদমী গোলায় সব খাবার করিতে ॥ করেছে
 বিসম যুক্ত আপনা দেলেতে * রচুল হইতে বুঝি সরমেন্দা করিয়া ॥
 বেহেস্ত হইতে বুঝি দিবে খেদাডিয়া ■ ফাতেমার কদম হৈতে করাইবে
 ছুর ॥ ভাল যুক্ত করেছে এমাম বাহাদুর ■ তোমাকে ছাডিয়া এবে যাবে
 যেই জন ॥ আখেরে হইবে সেইকাফের মালাউন * যেখানে মওত আছে
 কেতাবে খবর ॥ নেছার করেছে যান তেরা পাও পর * পাহেলা আমরা
 সবে তোমার নেছারে ॥ আগু হৈয়া ছেরাদি ব আল্লা যাহা করে * তবে তেরা
 নছিবেতে যে থাকে তা হবে ॥ কভুনা ছাডিব জীউয়ায় এতযাবে ■ হেন
 কালে এমাম ময়দানে তাকাইতে ॥ তন আছওয়ার আইসে পাইল দেখিতে
 এমাম বলেন বুঝি মছলেম আইল ॥ আমার দেখিয়া দেবী খবর লইল
 নহেত নেহাত মোরে আসিতেছে লিতে ॥ কাফের আমারে কিছু নারিবে
 করিতে * দেখা দেখি তিনজন আসিয়া পৌছিল ॥ হোছেনের হজুরে এসে
 তছলিম করিল ■ পুছিল হোছেন তুমি আইলে কোথা হৈতে ॥ তবে
 তিন আছওয়ার লাগিল কহিতে ■ এজিদ লসকর মোরা হই মোছলমান ॥
 কহিতে আইনু তুবো দেখিয়া নিদান * মোছলেমের সাথে ছিল হাজার
 ছওয়ার ॥ দাগা দিয়া জেয়াদ মারিল একেবার ■ মোছলেম তামাম দিন
 লড়িয়া ময়দানে ॥ আখেরে পড়িল মারা কুফার জমিনে ॥ যত কারখানা
 সব করিল জেয়াদ ॥ ফিরিয়া ঘিরিল এসে মিলিয়া এজিদ ■ সেমর ওম্মর
 আর জেয়াদ মিলিয়া ॥ ফেরাত নদীর পানি বন্ধ কৈল গিয়া * এখন করহ
 কাম বুঝিয়া আপনে ॥ তোমারে মারিতে করে ছলা জনে २ * শুনিয়া
 হোছেন বলে আহা ২ আহা ॥ ইন্না লিল্লাহে তবে পড়িলেন সাহা * জার ২
 কান্দে মর্দ মোছলেম খাতির ॥ কি কাম করিল গিধী কমজাত কাফির ■
 হায় ২ মছলেম মারিল মেরা ভাই ॥ দুনিয়ার বিচে মেরা আর কেহ নাই
 জেয়াদ কমজাত মূবো ফেরেব করিয়া ■ কারখানা জমিন বিচে দিলেক
 ডালিয়া * রাছবাত কয়েছিল মদিনার লোকে ॥ কুফায় যাইবে তুমি ভাল
 নাই লাগে ■ মদিনা ছাডিয়া যাইতে চাহ তুমি কুফা ॥ তোমার বাপেরে
 নাই দিয়াছিল ওফা ■ এমাম হোছেন ইহা আফছোছ করিয়া ॥ কি হবে
 মছলত করে লোক জন লিয়া * সাতরাত নয় দিন গোজারে সেখানে
 শুকাইল কলেজা সবার পানি বীনে * জানানা থিমায় জারি উঠিল তুরিত
 শুনিয়া এমাম সাহা হইল দুঃখিত * আপনার থিমা হৈতে জানানা
 থিমায় ॥ সেতাবী চলিয়া মর্দ আইল তেজ পায় * অহরবঝাকে বলে

গোশ্বা দেল হৈয়া ॥ সোর সারাবত এত কিসের লাগিয়া ॥ বিবীবলে গোশ্বা
তুমি হইলে কেমনে ॥ কলেজা সুখায়ে সবার গেল পানি বিনে ॥ শুন
হৈতে দুধ ঘোর গেল সুখাইয়া ॥ ছাওল আজিজ হৈল দুধ না পাইয়া
খোড়াই আনিয়া পানি দেও এই বেলা ॥ বারেক যে পিয়ে পানি তর করি
গলা ॥ হোছেন বলেন সব ঘোনাফেকগণ ॥ মাজিলে তাহারা পানি না
দিবে কখন ॥ এতদিন ঘোরে কেহ ঘোনাফেক হৈতে ॥ দেখিয়াছ কোনচি
কখন মাজিতে ॥ কুফর কমজাত পানিদিবে যে আমারে ॥ এতবার কাহার
বাতে হইল তোমারে ॥ বিবী কহে যে রূপে আনিত পান পানী ॥ না
আনিলে পেয়ারা ঘোর ঘরিবে এখনি ॥ কান্দিয়া কহেন বিবী এমামের
পায় ॥ পানী বিনে আমার ছাওয়াল মারা যায় ॥ এক কাতরা পানি বিনে
ছাওয়াল হয় খুন ॥ হায় ২ মারা যায় মেরা প্রানধন ॥ এমাম হোছেন কান্দে
সহরবার বাতে ॥ আহা বাছা বলে লাড়কা লইল কোলেতে ॥ কোলেতে
লইয়া লাড়কা ঘোড়ার চড়িয়া ॥ এজীদার লসকরে গেল পানীর লাগিয়া
লসকর ছামনে সাহা খাড়া হৈল গিয়া ॥ কহিতে লাগিল বাত আজিজ
হইয়া ॥ লসকর বিচেতে কেহ আছ মোছলমান ॥ পানি বিনে আমার
ছাওয়াল পেরেসান ॥ গলা সুখাইয়া গেছে কোন ঘড়ী মরে ॥ খোড়া
পানি খোদার ওস্তে দেহ তার তরে ॥ শুনিয়া কাফের যে জওাব নাহি
দিল ॥ নিদানে হোছেন সাহা কহিতে লাগিল ॥ শুনরে কাফের সব
বেহায়া অধম ॥ কিছু না করহ দেলে আখেরের সরম ॥ খোদাকে
তরাস কিছু নাহি যে তোমার ॥ আখেরে খারাব হবি নাহি কিছু ডর ॥
আলীর ফরজন্দ আমি রছুলের নাতা ॥ ফাতেমা আমার মাতা জান খুব
ভাতি ॥ আয়েসা খোদেজা ছোলেমা মেরা নানী ॥ তা সবার মুখ
চাইয়া দেহ খোড়া পানী ॥ কাফের সকলে বলে শুনহে এমাম ॥ তুমি
যে হোছেন ঘোরা চিনিয় তাগাম ॥ যে দিন তোমার কাছে করিব
চাকরি ॥ সেদিন মানিব তেরা ফরমাবরদারী ॥ আজ তেরা বাত মেরা
না শুনি হরগেজ ॥ কাতরা পানি নাহি দিব হাছেল আজিজ ॥ কি কর
আপনি খাড়া হইয়া হেথায় ॥ বাকিয়া লইয়া যাব এজিদ জেথায় ॥
এজিদারে ছালাম করাব যে তোমারে ॥ শুনিয়া হোছেন কহে যতেক
কাফেরে ॥ নবীর আওলাদ কভু এজিদারে গনে ॥ ছালাম করেছে
কেহ দেখেছ নরনে ॥ বুঝি এজিদ গিধী কাফের যেমন ॥ তোমরা
চাকর তার তেয়ছা মালাউন ॥ এক কাতরা পানি নাহি দিলিরে
কুফর ॥ দোজখী হইবি তেরা যত হারামখোর ॥ শুনিয়া কাফের গিধী

গোশ্বায় অস্থির । হোছেনের পরে খেচে মারিলেক তীর * হোছেনের
কোলেতে যেছাওল আছিল ॥ হোছেনে না লেগেতীরছাওলে লাগিল
এয়ছাই খেদ তীর মারিল কুফর ॥ লাগিল লাড়কার বুকে হয়ে গেলপার
দেখিয়া এমাম সাহা বলে আহা ॥ না বাচিবে সহরবানু দেখে যদি
ইহা * খোদার দরগায় বলে সোকর হাজার ॥ খুব কলম চালাইয়া ছিলে
মোর পর * মোদার ছণ্ডার লিয়া ফিরিয়া আইল ॥ সহরবানু কোলে
ছাওল এনে দিল ॥ কহিল বেহেশ্তের পানি আমি পেলাইয়া ॥ আনিব
ছাওল এই আছুদা করিয়া * দেখিয়া সহর বানু লাড়কার হাল ॥ পট-
কান খাইয়া পড়ে দেওনার হাল * বুকে হাত মারি কান্দে বিবী সহর
বানু ॥ কাফেরের হাতেতে বাছারে হারাইলু ॥ হায় ২ কান্দে বিবী ছের
শেটে হাতে ॥ অভাগ দুখিনী ডাকে দুধ খাওয়াইতে * কেমনে লাগিল
বাছা তেরা গায় তীর ॥ তোমারে দেখিয়া প্রাণ হইল চৌচির * যার
হৈয়া কান্দে বলে হায় ২ ॥ বিদেশে আসিয়া বাছা হারানু তোমায় * এমাম
হোছেন তবে বহুতি কান্দিয়া ॥ ময়দানেতে লাড়কারে গোর দিল গিয়া *
সহরবানুর জীউ লাগিল ফাটিতে ॥ এয়াকুব কহেন সব আল্লার রেজাতে

ওহাব পাহালওয়ান কাফেরদের সাথে পহেলা জঙ্গ করে *

পয়ার * ওহাব নামেতে এক ইয়ার আছিল ॥ তছলিম করিয়া সেই
কহিতে লাগিল * আমারে চাহেব যদি করহ ফরমান ॥ কাফের সহিত
গিয়া হই আশ্রয়ান * দৈবী মরিব মোরা না পাইয়া পানী ॥ একবার
করিয়া সাহা দেখ হানাহানী * যদি পানী দেয় তবে আসিব এখনি
নহেত ধরিব তেগ যে করে রওয়ানী ॥ হোছেন বলেন যাহ সুপিনু
খোদারে ॥ শুনিয়া ওহাব গেল ময়দান উপরে * কুফর লঙ্করে ওহাব
কহিল হাকিয়া ॥ শুনে মুদই হারামখোর দেল দিয়া * রছুল আওলাদ
মরে নাহক পানী বনে ॥ আখেরে খারাবি হবি হেছাবের দিনে * কেয়া
মতে কি জওব দিবীরে কমজাত ॥ এয়ছা গোশ্বা ছুটে তেরা মুখে মারি
লাত * কাফের কহিল মাথা ঠুকিলে জমিনে ॥ তবু এক কাতরা পানি
না দিব এখানে ॥ শুনিয়া ওহাব তবে আগ বরাবর ॥ ওঠাইল ঘোড়া
মর্দ কুফর উপর * যেন বাজ উড়ে পড়ে পক্ষীর উপর ॥ এয়ছাই পড়িল
মর্দ নাহ করে ডর * তবে কুফরের এক ছণ্ডার আইল ॥ ওহাবের সাথে
আসি মোকাবেলা কৈল * মারিল কুফর তেগ ওহাব উপরে ॥ ওহাব
উড়িয়া লিল ঢালেতে সত্তরে * ওহাব গোশ্বায় এয়ছা তেগ খেচে মারে

ঘোড়ার সহিত দুই ফাক করে তারে* ফের এক কুফরের আইল ছওর
ওহাব ভেজীল তারে দোজখ মাঝার ■ এইরূপে চলিণ কুফর মাঝে
যারে ॥ ফিরিয়া ওহাব আসি কহে এমামেরে* কুফর আমার তরে
নাহি দিল পানি ॥ গলা শুকাইল পানি দেহ যে আপনি*শুনিয়া হোছেন
হৈল আগ বরাবর ॥ গোস্বায় তুড়িতে চলে কুফর গাঙার* ওহাব
কহেন সাহা আরজ আমার ॥ মেরা জীউ করি আগে নেছার তোমার*
আগে আমার লজ্জতে রজ্জাব কারবালা ॥ পিছেতে তোমার যেরুছা
করে হকতালী* এতেক বলিয়া ফের আইল জঙ্গেতে ॥ বড়া গোস্বা
পাহালওন আইল লাড়িতে ■ কারবা চাবুকে ছের দীল ওড়াইয়া ॥
জোলফ ধরিয়া করে ফেলিল টানিয়া ■ কারেবা গোস্বায় ফেকে মারিল
পয়জার ॥ আনন্দে রহিল গিয়া দোজখ ভিতর* এইরূপে ময়দানেতে
বহুত লাড়িয়া ॥ ওহাব সহিদ হৈল পানি না পাইয়া ■ ইম্মা লিল্লাহে
পড়ে দেখিয়া হোছেন ॥ ওয়া ইম্মা ইলায়হে পড়ে রাজেউন ■ ওহাবের
মওত দেখে হোছেন হররান ॥ কমর বাকিয়া মর্দ ময়দানেতে জান*
জাবেরা নামেতে এক এজীদার ছওর ॥ হাকিয়া ময়দানে খাড়া বলে
মার২* হোছেন হাকিয়া বলে জাবেরার তরে ॥ এবে কেন ভাই তুমি
ভুলিলে আমারে* আমার মায়ের দুধ খাইতে যখন ॥ আছিনু তোমার
দোস্তু আমি সে তখন* তুমি আমি মরুবে পড়েছি এক ঠাই ॥ এক ঠাই
লাড়িতে ভাই আইলে ধাও ধাই* এবে আমি কোন গুনা করিনু
তোমার ॥ কুফরের হৈয়া তুমি বল মার২*শুনিয়া যাবেরা তেগ খাপেতে
রাখিয়া ॥ আপনার দুই হাত আপনি বাকিয়া* সেই ঘড়ী জাবেরা
ঘোড়া ওঠাইল ॥ হোছেনের আগে মর্দ আসিয়া পৌছিল ■ কহিতে
লাগিল এসে এমাম হোছেন ॥ আমা হৈতে বড় গুনা হইল চরনে ■
পার কিছু আমারে না কর অপমান ॥ তোমার কদমে জীউ করিব কোর-
বান* আপনি চলিয়া যাও খিমার ভিতর ॥ আল্লার তামাসা এবে দেখ
সাহাবর* এতেক বলিয়া মর্দ ওঠাইল ঘোড়া ॥ এজীদার লস্কর কাটে
দিয়া হাত লাড়া* এজীদা লস্কর যত আইল ছজুরে ॥ কদাচিত প্রাণে
নাহি ছাড়িল কাহারে*নিদানে পেরাসা হৈয়া কহিল হোছেন ॥ কলেজা
শুখারে মেরা গেল পানি বিনে* পানি পেলাইয়া যদি করহ আছুদা
তবে দেখি কোথা আছে কমজাত এজীদা* এমাম কহিল
পানি না পারিব দিতে ॥ শুনিয়া জাবেরা ফের লাগিল কাটিতে*
আখেরে পাইল বেহেস্ত সহিদ হইয়া ॥ ইম্মা লিল্লাহে পড়ে আফছোছ

করিয়া * ওহাব নামেতে এক দোছরা ছওর ॥ কোমর বান্ধিয়া হৈল
ঘোড়ায় ছওর * ছালাম করিয়া কহে এমাম হুজুরে ॥ হুকুম করহ
দেখি পানি কত দূরে ॥ এমাম কহিল কহ তোমার মায়েরে ॥ তিনি
যদি বেজা দেয় জাহ্ন লড়িবারে ॥ এতেক শুনিয়া মর্দ মায়ের আগে
গেল ॥ কহিল লড়িব আমি বেজা দেহ ভাল * শুনিয়া তাহার মায়া কহে
বার ২ ॥ হইরে তোমার পরে রহম আল্লার ॥ পয়দা হইলে বাছা হয়ত
মরন ॥ এমাম ছাড়িয়া নাই যাব কদাচন ॥ যদি মওত তেরা হয়
মহিমেতে ॥ আখেরে তরাবে নবি রোজ কেয়ামতে ॥ ওহাব মায়ের
এয়ছা হুকুম পাইয়া ॥ ঘোড়া ওঠাইল মর্দ মার ২ বালিয়া ॥ হাকিয়া বলিল
মর্দ কুফর কয়জাত ॥ মর্দ যদি থাকে কেহ আইস মেরা সাত ॥ এতেক
শুনিয়া এক ছেপাই খারেজী ॥ ওহাবের সাত্রে এসে করে তেগবাজী
ওহাব বলিল এত গৌরব তোমার ॥ পহেলা বাপের বেহা দেখ আপ-
নার * এতেক বালিয়া তেগ মারিল খেচিয়া ॥ ঘোড়ার সহিত পরে দুই
খানা হৈয়া ॥ দেখিয়া কুফর লোক ভাবে মনে মনে ॥ এয়ছা মর্দ দেখা
কিয়া নাই শূনি কানে * একে ২ ওহাব বাহাতুর জনে ॥ এইরূপে
পাঠাইল দোজখের পানে * ওহাবের মাতা তবে নজরে দেখিল ॥
বেটার নজদিগে আসি হাকিয়া কহিল * ধন্য যে তোমার তরে রাখিল
উদরে ॥ তেরা জন্ম খেয়াতী রহিল ভব পরে * ওহাবের হৈল বড়
পানির পেয়াছ ॥ জোর কম হৈল নাক পরেতে নিশ্বাস * হাকিয়া
কহিল শুন এমাম হোছেন ॥ তামাম কাফেরে মারি যদি পানি
দেন * পানি আনি সেতাব পেলান মোর তরে ॥ হোছেন বলেন
দিব রোজ মহাম্বরে * ওহাব হয়রান হৈল পেয়াছের জোরে ॥ পানী
দেহ বলে আইল কুফর লঙ্করে ॥ মোছলমান কেহ যদি থাকহ লঙ্করে ॥
খোদার ওস্তো খোড়া পানী দেহ মোরে * আজেক হইয়া মর্দ কহে
ফোকারিয়া ॥ তামাম কুফর তারে ঘিরিল আসিয়া ॥ পানী ২ বলে ডাকে
তামাম কুফরান * খুসী হৈয়া আশু হৈল ওহাব পাহালওয়ান ॥ ওম্বর
ছাদ মছিহের লঙ্কর হইতে ॥ ঘোড়ার ছওর এক আইল আচম্বিতে ॥
গোম্বায় কাফির দুই চক্ষু যেন ঘোরে ॥ সও মন লোহার টোপ আছে
ছের পরে * পাহাড়ের পাথর যেন তার দুই বাছ ॥ পর্বত সমান গিধী
আখি যেন লহ ॥ ওহাব লাচার দেখে তলওয়ার খুলিয়া ॥ কহিল এতেক
লোক মারিল আসিয়া ॥ মেরা এক তলওয়ার লেহ যে সহিয়া ॥ খুব পানী
পেলানীর পেয়াছ করিয়া * এয়ছা কৈয়া তেগ মায়ে গর্দান উপরে ॥

গর্দান আলাদা হয় খবরনাহি তারে ■ এমনি হৈম্মততারে দিল পরওয়ার
 ছের কাটা গেছে তবু বলে মার মার * ডাহিন বামে যে কেহ কুফর
 ছিল খাড়া ॥ কাটিয়া পাড়িল মর্দ দিয়া হাত নাড়া * ওহাবের মাতা
 খাড়া ছিল সে ময়দানে ॥ কাটা ছের সমেত আইল মায়ের ছামনে * বেহাল
 হইয়া পড়ে জমিন উপরে ॥ ধড় হৈতে ছের তার পড়ে কত দূরে *
 দেখিয়া বেটার হাল বলে আহা আহা ■ পটকান খাইয়া পড়ে ছের
 তার যাহা * বাছা বলে বুড়ী ছের লিল কোলে ॥ ভিজিল তামাষা
 দেহ এয়ছা লছ চলে * মুখে মুখ দিয়া বিবী কান্দে জারে জারে
 আমাকে জওব বাবা দেহ একবার * করেন মাতম জারী বুকে মারে যা
 উঠিয়া বৈসরে বাছা ডাকে তোর মা * ছের কোলে দিয়া যে প্রমা
 মের কাছে যায় ॥ ডালিয়া দিলেক ছের এমামের পায় * তোমার ইয়ার
 আইল মহিম করিয়া ॥ এই লেহ সাহা যে নমাজ পড় গিয়া *
 হোছেন বলে বিবী সবেল এই রাহা ॥ কান্দিলে না পাবে বেহেস্ত গুন
 কাহি তাহা * বিবী বলে কলেজাতে জলে যে আগুন ॥ কারবালায়
 বেটার দায় হব আমি খুন * যে মোর ঘেরেছে বাছা তার তরে পাব ॥ তার
 ছের কেটে তার মাতাকে দেখাব ■ বেটার ঘোড়ার পরে ছওয়ার হইয়া
 লইয়া বেটার ছের চলে গোম্বা হইয়া * বাম হাতে কাটা ছের তেগ
 লিয়া হাতে ॥ এমাম না পাবে তারে ধরিয়া রাখিতে ■ হায় মুখে বিবী
 ময়দানেতে গেল ॥ কাটা ছের হাতে নিয়া হাকিয়া কাহিল * কাহার
 হাতেতে বাছা মরিল আঘার ॥ মিছা করি কহ যদি দোহাই আল্লার
 আল্লার দোহাই যদি দিলেক হাকিয়া ॥ ঘেরে ছিল যেইজন আইল নেকা
 লিয়া * হাকিয়া কাহিল তারে কি করিবে বুড়ী ॥ কাটা ছের ফেকে বুড়ী
 মারে দড়বড়ী * এয়ছা জোরে মাথা তার মাথায় লাগিল ॥ ভাজিল মাথার
 খুলি কুফর মরিল * এমাম হাকিয়া বলে বিবীর খাতিরে ॥ উঠিল
 বেটার দাদ আইস এবে ডেরে * বিবী বলে রছুলের ঘেহের হইতে
 নাওয়েদ আমারে না কর কদাচিতে * জানের দরদ যদি আছি আমি
 করি ॥ সম্মেন্দা হইব আমি নবি বরাবর ■ কুফরে মারিয়া পানি না
 করি খালাস ॥ বেহেস্ত না পাব হবে দোজথেতে বাস ■ হোছেন বলেন
 আগে তুঝে বেহেস্ত দিব ॥ তার পরে বেহেস্তে আমি তেরা পিছে যাব
 বিবী সব পেয়াছেতে জার * কান্দে ॥ দেখিয়া খিমার বিচে দীল নাহি
 বান্দে * আরনা যাইব আমি খিমার ভিতর ॥ ময়দান করিল সার তেরা
 নাম পাব * এয়ছা কহিয়া বিবী মরিল তলওয়ার ॥ কুফর কাটিয়া চলে

হাজার হাজার * বলে আজ পানি ও ঘাট করিয়া খালাস ॥ নবীর আও
লাদ সবার যেটাব পেয়াস * কাটিয়া কুফর বিবী ঘাট পানে চলে ॥ তাযাম
কুফর এসে ঘেরে যেন জালে ॥ সাবুদ রহিয়া বিবী লড়ে ঘাড় চার ॥
আখেরে বেটার সহিত ছকুমে আল্লার * সহিদ হইল বিবী লড়িয়া
ময়দানে ॥ কোমর বান্ধিয়া ফের আবদুল্লা রহমানে * ছালাম করিয়া
এসে হোছেনের পায় ॥ হোছেন বলেন যাহ শুণিনু খোদায় * বিদায়
হইয়া আইসে ময়দান উপরে ॥ সোকরানা ভেজিল কত আল্লার দর-
বারে ॥ ভেজিল রছল পরে দরুদ বিস্তর ॥ লানত ভেজিল কত কুফর
উপর * তার পরে লড়াই করিতে করে শুরু ॥ কুফর মাতাওলা যেন
খেয়ে আইল দারু ॥ যে কেহ সুমুখে আইল ফিরে নাহি জান ॥ একে
দোজখেতে ভেজিল রহমান * এক চোট বই মর্দ করে নাহি মারে
প্রাণ হাতে করে যায় দোজখ দুয়ারে * এইরূপে সও লোক দোজ-
খেতে ফেকে ॥ ধূপ জোরগার যে পেয়াসা হৈল তাকে ॥ কুফর দেখিল
যদি রহমান হয়রান ॥ চারিদিকে ঘেরে বড়া পাহালওয়ান * কতক্ষণ
সাবুদেতে লড়াই করিয়া ॥ আখেরে পাড়িল মারা পানীর লাগিয়া *
বহুত আফছোছ করে যত মোছলমানে ॥ জাফর সওয়ার হৈয়া বলিল
হোসেনে * আমাকে ছু কুমকর যাইতে ময়দানে ॥ দেখিব কুফর পানি দেয়
নাহি কেনে * এমাম কহেন যাহ শুণিনু খোদারে ॥ শুনিয়া জাফর গেল
ময়দান উপরে ॥ জাফর ঘোড়ার বাগ ধরিল টানিয়া ॥ জমিনে না লাগে
পাও চলিল কুদিয়া * খোদার তারিফ করে দরুদ রছলে ॥ লানত বহুত
দিল কুফর সকলে * হাকিয়া কহিল মোরে চেনহ তোমরা ॥ আমি
হই রছুলের ভাই যে ফুপেরা * জাফর আমার নাম শুনরে কমজাত ॥
দোজখে ভেজিব মুখে মেরে একলাত * বড় পাহালওয়ান যেবা লক্ষরেতে
থাকে ॥ পহেলা তাহারে ভেজ আমার সমুখে ॥ ওমর ছাদ মছিহের
লক্ষর হইতে ॥ তবে এক জোরগার আইল তুরিতে * জাফর বলিল
আইলে মারবার তরে ॥ পতঙ্গ হইয়া পড় আগুন উপরে * এত বলি মারে
তেগ কুফর উপরে ॥ দুইখান হয়ে পড়ে ছকুম আল্লার * এইরূপে একে
একে বাতেক কুফর ॥ আইল জাফর আগে না ফিরিল আর * ঘড়ি এক
সত্তর লোক গর্দ করে দিল ॥ আখেরে পেয়াস জোরে ছাতি শুখাইল ॥
এমামের কাছে এসে কহিল কাতরে ॥ মারিব কুফর আগে পানী দেহ
মোরে * এমাম কহেন শুন জাফর পাহালওয়ান ॥ মেরা কাছে যত পানী
জানহ সন্ধান * রছুলোলা আপনার মবারক হাতে ॥ পেলাইবে পানী

সেই রোজ কেয়ামতে * শুনিয়া জাফর আসি মৌজুদ হইল ॥ একদা
 কাফেরের সও গেরাইল * নিদানে পিয়াস গলা গেল শুকাইয়া ॥ তাকত
 নাইক তার লড়ে আশু হইয়া * কুফর সকলে এসে সহিদ করিল ॥
 জাফর পাহালওয়ান বেহেশতে গেল ॥ এইরূপে আছিল যতেক
 পাহালওয়ান ॥ সহিদ হইল দেখ আল্লার ফরমান ॥ আশীর হোছেন তবে
 ডাহিন বামেতে ॥ নজর করিয়া তবে লাগিল কহিতে ॥ ইয়ার তাখাম
 কেহু নাই ছালামত ॥ দেখিয়া কাতর বড়া হইল হজরত ॥ কাছে
 হোসেন বেটা হইল ছওর ॥ একাদশ বৎসরের বয়স তাহার ॥ হুকুম চাহিল
 এসে চাচার সাক্ষাতে ॥ দেখিয়া হোসেন সাহা লাগিল কান্দিতে *
 কহিল ইহাকে ভেজি কেমনে ময়দানে ॥ মদদ ইহার পরে করুল আপনে
 কাছে ওঠায় ঘোড়া ময়দান উপরে ॥ এমাদ পড়িল একবাত হোসেনেরে
 সেই ঘরি ডাকিয়া হোসেন কহে বাত ॥ শুন বাবা কাছে এক খবর
 নেহাত ॥ জেন্দেগী থাকিতে ভাই এক কওল করে ॥ কওলে খালাছ যে
 করিয়া সাহ মোরে * কহিল আমারে তিনি বাত রাখ যদি ॥ কাছে
 আলীকে তুমি দেলাইবে সাদি ॥ এই কওল বন্দা আছি দুনিয়া ভিতরে ॥
 কওল হইতে যে খালাস দেহ মোরে * কহেন কাসেম চাচাজান
 আমার ॥ কওল খালাস তবে করেন আপনার ॥ শুনিয়া এমাম বৈসে মজলিস
 করিয়া ॥ সও ঘাড় লগন তারে দিলেক ডালিয়া ॥ আনিল সেহড়া কুল
 বান্দা কুরসির হার ॥ এমসা ভাতে আছে সব দুনিয়া বেভার * এই
 রূপে সও ঘাড়ি গোজারিয়া গেল ॥ নেকা পড়াইয়া যে জুলওয়া দেলা-
 ইল * সাকিনারে শুপে দিল কাসেমের তরে ॥ দুই জনে বৈসে গিয়া
 খিমার ভিতরে * খোসালিতে দুইজনে রহিল সেখায় ॥ এইরূপে খোড়া
 ঘাড়ি গোজারিয়া যায় * মউতের পেয়ালা যে আইল কাসেমের ॥ মালে-
 কল মউত এসে পৌছিল হজুর * দেখিল কাসেম খাড়া মালেকল মওত
 বিবিকে মিনতি করে কহেন বহুত * কাসেম কহেন বিবি কহি তেরা তরে
 আমারে বিদায় দেহ মাইম উপরে * কাসেমের এমছা বাত কিছু না
 শুনিল ॥ পেরেসান হইয়া বিবি কহিতে লাগিল * বড়া বেদরদ সাহা
 কি বাল তোমারে ॥ কেমনে যাইতে চাহ মাইম খাতেরে * আগে মোর
 সহিদ করহ নিজ হাতে ॥ তবে তুমিকর জঙ্গ দস্ত কারবালাতে * অনাখিনী
 করে যাবে দুনিয়া ভিতরে ॥ আমারে দরদ কুকেবা কারবে সংসারে *
 কাসেম কহেন বাত শুন দেলদার ॥ রোজ কেয়ামতে দরদ করিব
 তোমার * আপন জামার আঁস্তন কাসেম ফাড়িল ॥ সাকিনার তরে যে

নিশান সে দিল ■ কাসেম ওঠায়ে ঘোড়া আইল যয়দানে ॥ খোদার
 তবিফ করে আরবি জবানে * লানত কুফর পরে কহিল হাকিয়া ॥ কে
 আছে পাহাল ওান মর্দ আইসে নিকালিয়া ■ নহেত পানির রাহা দেহত
 ছাড়িয়া ॥ মরিল খেলাওত খানা পানি না পাইয়া ■ পানি পানি করে
 কাছে ঘোড়া ওঠাইল ॥ বেহুস হইয়া মর্দ কাটিতে লাগিল ■ বেহে-
 ছার এফিদানে ডালিল ধরিয়া ॥ আখেরে আজেক হৈল পানি না পাইয়া
 বেতাব হইল কাসেম পানির খাতেরে ॥ ঘেরিয়া কাকের লোক মারিল
 তাহারে ■ হোছেনের সাথে যত ছিল জোরগার ॥ পানি বিনে যুওত
 আইল সবাকার ■ বিসম কারবালা জমি পানি নাই পিতে ॥ কেবল
 আছিল পানি ফেরাত নদীতে ■ কুফর করিল বন্দ দাও নাহি তার ॥
 এখাতেরে এতেক ছেপাই মারা যায় * না হইলে কুফর কি পারে
 মোছলমানে ॥ লাখে লক্ষর কাটিত এক জনে * রচুলের পাওজলে সাহুদ
 লালচে ॥ পাচালিতে অধম এয়াকুব এহা রচে ■

আলী আকবরের লড়াই ■

ত্রিপদী * কাসেম সহিদ পাইল, হোছেন কাতর হইল, সোপে
 ছাতি গেল শুখাইয়া ॥ চাহিলেন চারওরে, নাহি কেহ বেরাদরে, সবে
 গেছে সহিদ হইয়া * দেখিলেন সাহা হোছেন, আপন লাড়কার গঠন,
 চারি জন বিনা কেহ নাই ॥ একে আলী আকবর, আর আলী আছপার
 আবদুল্লা আকবর আর ভাই * জয়নাল আবদিন চারি, দুনিয়ার অধি-
 কারি, সবে কেবল এই চারি জিয়ে ॥ দেখিয়া এমাম সাহা, মুখে বলে
 আহা, সোপে ছাতি ফেটে জায় * সেই আলী আকবর, যেহু
 হেন পয়গম্বর, রচুলের গঠন হেন তার ॥ বয়েস দশ বিশ সোল, দুনিয়া
 করেছে আলো, চাঁদ যেন আলী আকবর ■ জীউ এয়ছা জানিতেন, বিবী
 উম্মে ছোলেমান, উম্মে কলছুম আদি জাতি ॥ সবার জানের সাতি,
 মায়ের গলার মতি, সব গুন ধরে খুব ভাতী * কুফর সুমুখে বাপ,
 পাইল বিষম তাপ, কি করিব ভাবিছে কাতরে ॥ জানিয়া কোমর বান্দে
 দেখিয়া জননী কান্দে, সাজগাল পরিল অঙ্গ পরে * কোমরে চেস্তির
 পাটি, জরির পটকা আটি, তারপরে বান্দে তলগার ॥ খঞ্জর কাটারি ছুরি,
 ডাহিন বাহেতে ধরি, গোস্বায় বলেন মার মার * লুকুম করিলে তুমি,
 এবার মহিমে আমি, যাইয়া ঘুচাব মনের সাদ ॥ দোও কর মোরে বাপ,
 ঘড়িতে ঘুচাব তাপ, কি খাতেরে ভাব পরমাদ * শুনিয়া বেটার বাত,

হোছেন জুড়িয়া হাত, এলাহির মোনোজাত করে। সোণেতে কাতর অতি,
যেন বরিসন নীতি, আছু ধারা ভুরু বেয়ে পড়ে ■ কহেন খোদায় তালী,
মহিয়ে পাঠাই বালা, কড় নাহি দেখেছে ময়দান ॥ শুপিনু তোমার ঠাই,
তোমা বিনে কেহ নাই, আপনি হইবে নেঘাবান * তবে আলী আকবর,
হেথা হৈতে তার পর, মায়ের নজদিগে চলে যায় ॥ হাত জোড়া ধীরে,
নরম জবান পরে, আরজ করেন গিয়া মায় * আমি জাই মহিমেরে,
খোসালে থাকহ ঘরে, দোণ্ডা কর কোরান পড়িয়া ॥ শুনিয়া মায়ের মন,
পুড়ে যেন ছতাসন, কান্দে লাড়কা কোলেতে লইয়া * আহাঃ মোর
বাছা, কহিয়া তার মুখে এয়ছা, দিল বোছা কান্দিতে ॥ এমায়ের পদে
রহে, অধম একাকুর কহে, মায় বেটায় এত দর্দ দিতে *

পরার * বিবী বলে বাছা তোরে শুপিনু করিয়ে ॥ রাখিবে করিম
তোরে আপনা করিয়ে * এলাহি আলমিন তোরা রাখিবেক ছির ॥ এব-
রাহিম খলিলোলা রাখিবেন শরীর ■ তেগ নিচে ঢাল তেরা হয়ে এছ-
মাইল ॥ সুমুখে রাখিবে তেরা আপে মেকাইল * পিছেতে রাখিবে তেরা
আপে এছরাফিল ॥ ডাহিন বামে রাখিবেন মেহতের জিবরিল * নুর মহা-
শুদ হবে আপনে রাখন ॥ রাখিবেন হজরত আলী গায়ের সাজন *
খোদেজা আয়েসা আর ফাতেমা জোহরা ॥ সব ঠাই তোমারে রাখিবে এসে
তারা * এত বলি কান্দিতে লাগিল সাহেবানি ॥ যত ভাই কান্দে আর
যতেক বহিনী ■ আলী আকবর গিয়া চড়িল ঘোড়ায় ॥ আজরাইল সমান
মর্দ মহিমিতে যায় * রন ভূমে এসে ঘোড়া হিনঃ ডাকে ॥ নয় ঘেঘ
পাইলে যেন বিজলি কড়কে * ঘোড়ার শুনিয়া হাক যত কুরান ॥ বলে
আজ কদাচিত না বাচিবে জান * কুদিয়া পড়িল মর্দ কুফর লঙ্করে ॥
শতঃ লোক কাটে এক দম ভরে * লড়িতেঃ যে পেয়াছ হৈল তাকে ॥
আসিয়া কহেন বাত বাপের সুমুখে * পানি বিনে বাবা মেরা শুখাইল
জান ॥ সেতাবি করিয়া এক কাসা পানি আন ■ না হয় বরদাস্ত আর
ছাতি ফাটে মোর ॥ গায়ে নাহি পায় জোর আখি হৈল ঘোর * বারেক
আন্দাম ঠাণ্ডা হইলে কাফেরে ॥ একেলা মারিব বাবা না রাখিব কারে ■
হোছেন বলিল বাবা পানি পাব কোথা ॥ কাফের সকল নাহি মোছল-
মান হেথা * এত বলি আপনার জীব নেকালিয়া ॥ আলী আকবরে
কহে থাও যে চুসিয়া * লাচার হইয়া লাড়কা বাপের জবান ॥ চুসিতেঃ
রক্ষা করিল পরান * এক ঘড়ি লাড়কা জীব জীব দিয়া ॥ কুফর
লঙ্করে মর্দ পড়িল কুদিয়া * খুব মার দিল মর্দ গোম্বা হৈয়া মনে ॥

কাটিল হাজার লোক কারবালা ময়দানে * তিরেন্দাজ লোক সব
 ঘেরিলেক আসি ॥ পেয়াসে মলিন হৈয়া গেল মুখ শশী * সুখাইল
 গলা তার কমি হৈল বল ॥ ঘোর অন্ধকার দেখে দুনিয়া সকল ■
 হেনকালে কুফর তাঁর মারিল খেচিয়া ॥ আলী আকবর বুকে লাগিল
 আসিয়া * জহর আলুদা তাঁর মারিল কাফির ॥ পিঠ হৈতে নেকালিয়া
 গেল সেই তাঁর যখন লাগিল তাঁর আসিয়া বুকেতে ॥ বাবা২ বলে তখন
 লাগিল ডাকিতে ■ আইস বাবাজান খাও এসে পানি ॥ পয়গম্বর পানির
 কাসা আনিল আপনি * শাবাবন তছরার পানি দিলেক আমারে ॥
 খাইয়া পরান ঠাণ্ডা হৈল একেবারে ■ তোমার কারনে নবী রবে কতক্ষণ
 তুরিত আসিয়া পানি করহ গ্রহন * এত বলি আকবর তেজিল পরানে ॥
 তুরিত ঘোড়ায় থাকি গিরিল জমিনে * তামাম কুফর যত আসিয়া
 ঘিরিল ॥ তলওয়ারে কাটিয়া ছের জুদা যে করিল ■ আকবরের ছের যখন
 কাফের কাটিল ॥ এক কাসা পানি যেন পয়গম্বর দিল * তর হৈল আকবর
 পানি যে খাইয়া ॥ আর এক কাসা আছে হোছেন লাগিয়া ■ আকবরের
 পিয়ারা জান যাইয়া হক্কতে ॥ অতি নেক ছাইত তছলিম গিয়া করে *
 দেখিয়া আছগর আবদুল্লা দুই ভাই ॥ কুদিয়া পাড়িল গিয়া মানা শুনে
 নাই ■ কুফর লঙ্করে গিয়া ধরে তলওয়ার ॥ লড়িয়া দোজখে ভেজে যতেক
 কুফর ■ এয়ছা ভাতি শিশুগন সবে কৈল রন ॥ নাহি হয় কোন কালে
 এতিন ভুবন * আখেরে সাহিদ হৈল ভাই দুই জন ॥ দেখিয়া কাতর বড়া
 হইল হোছেন * বেটাদের সোণেতে এয়ছাই ছাতি ফাটে ॥ থোড়া পাতে
 সে সব লিখিতে নাই আটে * তিন ভাই সাহাদত পাইল ময়দানে ॥ খিয়া
 হৈতে তাহা সব নারীগণ শুনে * তামাম খেলাওত খানা করে সোর
 সার ॥ বিবী সহরবারু দেখে দুনিয়া আন্ধার ॥ চারি বেটা মারা গেল ॥ কুফ-
 রের হাতে ॥ কেন্দে বলে জাঁউ দিব আল্লার রাহেতে ■ এয়ছাই দেবেপ
 বিবী কান্দেজারে জার ॥ গলা ধরে কান্দে গিয়া বিবী ফাতেমার * পাচ বর
 ছের ছিল সেই যে ফাতেমা ॥ ভাই২ বলিয়া কান্দে ছেরে মারে ঘা ■
 হোছেনের মায়ের নামে নাম বেটির ॥ রাখিয়াছে আপনার খুসির
 খাতির * সেই বিবী ফাতেমা যে ভায়ের খাতির ॥ গড়াগড়ি দিয়া
 কান্দে হইয়া দেলগীর ■ ভাই২ বলে কান্দে জমিনে গিরিয়া ॥ ছের পিটে
 মারে মার ভাই২ বলিয়া * বিবী সবাকার জারি কি কহিব আর ॥ রোজ
 কেয়াযত যেন খিমার ভিতর * জয়নাল আবদিন সাত বছরের শিশু ॥
 ভাই সকলের সোণে চক্রে বহে আছু * ভাই২ বলিয়া কেন্দে আইল

বাহিরে ॥ বুকেতে মারিয়া হাত হায়ং করে ॥ গোষ্ঠায় ভরিয়া মর্দ তেগ
 করে হাতে ॥ কালী সাপ মত মর্দ লাগিল গর্জিতে * কান্দিয়া কহেন
 জীউ নাহি টেকে ঘরে ॥ কোথায় বলেন ভাই দেখি গিয়া তারে *
 যারে মার হৈয়া শিশু কান্দিতে ॥ মরদানে কুদিয়া চলে তেগ লিয়া
 হাতে * দেখিয়া হোছেন তার ধরে গিয়া হাতে ॥ না পারে এমাম লিয়া
 ধরিয়া রাখিতে ॥ এমাম হোছেন তবে ডাকিল সবারে ॥ লাড়কা
 ধরিয়া লেহ খিমার ভিতরে ॥ যদি এই শিশু মারে কুফর সকল ॥ দুনি-
 য়াতে না রহিবে আমার নছল * রচুল বেজার হবে রোজ মহাম্বরে ॥
 কেন নাহি রাখিয়া আইলে জনেকেরে * শুনিয়া ছোলেমা আর যত
 বিবীয়ান ॥ বুঝাইলেন জয়নালের করিয়া যতন * বহুত বুঝারে
 তার হাতেতে ধরিয়া ॥ বিবীগণ জয়নালেরে রাখে ফেরাইয়া ॥ তবেত
 হোছেন মুখ আছমানের পানে ॥ তুলিয়া কহিল এই রবেল আলামিনে
 আমাকে জুলুম এত করিল কুফর ॥ রচুলে তিলেক কেহ না করিল ডর
 তবে সাহাঙ্গাদা দুই রেকাত নামাজ ॥ পড়িয়া করিল সাহা মহিমের
 সাজ * আলী সাহা মোরতজার কাবাই পরিল ॥ রচুলের দেও পাগ
 ছেরেতে ধরিল * মোবারক জুলুম দুই পরে দুই কান্দে ॥ কোমর
 বান্ধিল যে দাউদের বন্দে * ছালে পয়গম্বরের মোজা পরিয়া পায়েতে
 রচুলের পরে দরুদ কহে জবানেতে * হোছেন আলী তিন বার
 গায়েতে ফুকিল ॥ হাত জুড়ে মোনাজাত বহুত করিল ॥ বিবী কুল-
 চুম আর উন্মে ছোলেমানে ॥ কদবানু সহরবানু এই চারিজন *
 বুঝাইয়া কহে হোছেন সবাকার তরে ॥ বহুত পাইলে দুঃখ আমার
 খাতিরে ॥ আমার কারনে দুঃখ পাইলে অনেক ॥ মোর হালে সবে
 মাফ করহ বারেক ॥ জয়নাল আবদিনে সবে লিয়া করে কোলে ॥
 আল্লাকে ভাবিয়া রহ যে থাকে কপালে ॥ জয়নাল আবদিনে সাহা লিল
 বোলাইয়া ॥ বগলে ধরিয়া লিল কোলে ওঠাইয়া ॥ আহা বাছা জন্ম
 সোদ তোরে কোলে করি ॥ আর এসে কোলে লিতে পারি কি না পারি
 চাঁদ মুখে বোছা দিয়া কহেন ছমজাই ॥ দুনিয়ার বিচে বাবা তুই বই
 নাই ॥ বিদায় হইয়া আমি যাই তোমা হৈতে ॥ পাইবে আমার দেখা
 রোজ কেয়ামতে ॥ আর নছিহত করি রাখিবেক মনে ॥ যদি মোরে
 কাফেরে মারে কদাচনে * তবে না লড়িবে তুমি কাফেরের সাথে ॥
 লড়িলে না রবে কেহ বংশে বাতি দিতে ॥ তুমি যদি মারা যাবে
 কাফেরের রনে ॥ রচুল বেজার হবে হাসরের দিনে ॥ বলিবেন আওলাদ

মেরা দুনিয়ার পরে ॥ বিনাস করিয়া সব আইলে একবারে ॥ আমার
 খাতিরে বাবা না ভাব দেলেতে ॥ ফের কোলে লিব বাবা রোজ কেয়া-
 মতে * এমায় বলেন শুন যত বিবীগণে ॥ জয়নালে রাখিবে সবে
 পরান সমানে * এতেক বলিয়া সাহা জয়নালের তরে ॥ আপনার
 কোলে হৈতে দিলেক বান্নরে * বান্ন বিবী জয়নালে কোলেতে
 করিয়া ॥ এমায়ের পাণ্ড ধরে কান্দে লোটাইয়া * হোছেন বলেন বিবী
 না কান্দিও আর ॥ আমা বাদে ভাল হবে তোমা সবাকার ॥ সহরবান্ন
 বলে ভাল কিসে হবে আর ॥ না রাখিবে মোর বংশ এজিদ কুফর *
 আপনি চলিলে ফের করিতে লড়াই ॥ কুফরে সুপিয়া যাহ কি হবে ভালাই
 এমায় বলেন বিবী না কান্দিও আর ॥ রদ না হইবে কভু কলম আল্লার
 মিরিয়া রাখিল কুফর পানি বন্দ করে ॥ পানি করে যত সব গেল
 মরে * তোমরা মরহ সবে পানির লাগিয়া ॥ মেরা জিউ পানি বিনে
 যায় নেকালিয়া * আজি কালি পানি বিনে মরিব নিশ্চয় ॥ লড়িয়া
 মরিলে নাম হবে দুনিয়ায় * তোমা সবে শুণে যাই এলাহি আল-
 মিনে ॥ আর কি ভরসা আছে কারবালা ময়দানে ॥ জয়নাল আবদিনের
 তরে না দিবে ছাড়িয়া ॥ যতনে তাম্বুর বিচে রাখ লুকাইয়া * এত বলি
 সব হৈতে বিদায় হইয়া ॥ চড়িল ঘোড়ার পরে বিছমিল্লা বলিয়া *
 চার রেকাবের উচা ঘোড়া জোরগার ॥ হাওা মিসাইয়া গেল ময়দান
 উপর ॥ কেবল যাইয়া সাহা ময়দানে খাড়া হয় ॥ দেখিয়া কুফর
 সব হজিমত খায় * হাকিল হৈদরী হাক ভাবিল খোদায় ॥ বানবান
 পাড়িল যেন কুফরের মাথায় * কত জঙ্গী পালাইল লস্করের মাঝে ॥
 ভয়ে কম্পবান হৈল হাকের আগুজে * হোছেন বলেন আছ কোন
 পাহালওয়ান ॥ মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান ॥ জোরগার এক ছিল
 নামে রহমান ॥ এজিদের লস্করে নাই তাহার সমান ॥ বড়া পাহালওয়ান
 সেই বড়া জোর ধরে ॥ উচা মোটা কদ যে পাহাড় বরাবরে ॥ লোহার
 শরীর তার পাষানের বাহ ॥ আজরাইল সমান দুই আঁখি যেন লছ *
 কোমর বাঞ্চিল জাহাঙ্গীর রহমান ॥ লস্কর সহিত এসে হৈল আগুয়ান *
 হোছেনের তরে বলে আইয়ু হুজুরে ॥ কত শক্তি আছে দেখি মারহ
 আমারে * হোছেন বলেন মেরা জাতের নিয়ম ॥ আগে কারো পরে নাছি
 পোছাই ছিতাম * পহেলা ওয়ার কর আমার উপরে ॥ পিছেতে করিব
 ওয়ারযেহয় আথেরে * শুনিয়া হইল গোম্বা কুফর শয়তান ॥ এমায়ের তরে
 তেগ ঘারে খুব সান ॥ কিছু কাম না করিল কুফরের তলওয়ার ॥ হাকিম

হোছেন বলে হও হুসিয়ার * ঘেরা এক হাত যে কবুল এবে কর ॥ এমাম
 খেচিয়া তেগ বলে ধর * হাকিয়া মারিল তেগ এমাম কুওতে ॥ দুইখান
 হৈয়া পড়ে ঘোড়ার সহিতে * দেখিয়া ডরিয়া গেল যত কুফরান ॥ না
 জানি ইহার হাতে মরে বা জাহান ॥ যদি এই হৈএদজাদা পানি পিতে
 পায় ॥ এক জনে জিওতা না ছাড়িবে নিশ্চয় * হাকিল হৈদরী হাক গোম্বা
 হৈয়া মনে ॥ বাজ যেন পড়ে গেল পক্ষীর গর্দানে ॥ ধরিল ঘোড়ার বাগ
 দাতেতে খেচিয়া ॥ চলিল এমামের ঘোড়া হাওয়া মিলাইয়া ॥ হাতে
 তলওয়ার ধরে পিঠে বুকে ঢাল ॥ আগ বরাবর মর্দ দোন আখি লাল ॥
 এয়ছাই যাইয়া মর্দ লাগিল লড়িতে ॥ থাকুক মানুষ দেও না পারে
 আসিতে * এমাম হোছেন মর্দ যেন যন্তু হাতি ॥ একেলা কাটিয়া যায়
 কেহ নাহি সাতি ॥ কেলার বাগান যেন কাটিয়া চলিল ॥ ছাগলের পালে
 যেন বাঘ সাক্ষাইল * তলওয়ার মারিয়া ছের ওড়ায় কাহার ॥ কাহারে
 মারিয়া নেজা পিঠ করে পার ॥ চাবুকে কতেক ছের দিল ওড়াইয়া ॥
 কারে বা দোজখে ভেজে পয়জার মারিয়া ॥ উভয় ছেরপরে কার মারিল
 তলওয়ার ॥ যেন গুরি গাছ চেরে করাতি কর্মকার ॥ কাহার পেটেতে
 এয়ছা মারিল কাটারি ॥ সিদ কেটে দেওলে করিল যেন চুরি ॥ কারে
 ধরে শূণ্য ভরে ফেকে পাহালওয়ান ॥ ঢেলায় ঢেলা চূর্ণ করে করি
 সান * গোম্বায় কুফরের ছের এয়ছা ভাতি তোড়ে ॥ যেমন ধরিয়া তুলা
 ধুনখারাতে ফাড়ে ॥ কারেবা মারিল তীর কারেবা তলওয়ার ॥ ঘোড়ার
 দপটে কেছ গেল জম ঘর ॥ হাজার ছের কাটে এক দমে ॥ কেহ না
 পারিল চোট করিতে এমামে ॥ ময়দানে বহিল নদী লহরী লহর ॥ যেন
 শ্রাবন মাসে উথলে সাগর ॥ বড় বড় হাতি জার বড় দাত ॥ লহতে
 গিরিয়া গেল থাইয়া জোড়া লাভ ॥ মারিল বহুত লোক ঘোড়া বেড়ী
 দিয়া ॥ কেহ ডরে পড়ে রহে মোর্দার হইয়া * চুনিন্দা ছেপাই আর যতেক
 ছর্দার ॥ কাটিয়া হোছেন সাহা করে ছারখার ॥ পালায় কাফের সব
 কেহ নাহি টেকে ॥ আইল বলে কেহ পিছে নাহি দেখে * ছেরের
 পাগড়ী টোপ খসিয়া পাড়লে ॥ আইল বলে তাহা কেহ নাহি তোলে
 এক পাও কাটা কার কাটা এক ভুজ ॥ বুকের ঘায়েতে কার পিট হৈল
 কুজ * দাতে ঘাস লিয়া কেহ বিনয় করিয়া ॥ হোছেনে ছালাম করে
 জমিনে পড়িয়া * পরম দয়াল সাহা নাহি মারে তারে ॥ ময়দান হইল
 খালি লুকার কুফরে ॥ অম্বয় এমাকুব কহে সাদকাম দেলে ॥ জঙ্গনামা
 শুনে যুখে মোকরানা বলে *

এমাম হোছেন সহিদ হইবার বয়ান *

পয়ার * তামাম কুফর যদি জ্বলে লুকাইয়া ॥ চাহিয়া খুজিয়া যে
এমাম নাহি পায় ॥ আবদুল্লা জেয়াদ বলে ডাকেন হোছেন ॥ কোথা
গেল ওম্মর জেয়াদ দুই জন ॥ এইরূপ হোছেন মদ' ফেরেন হাকিয়া ॥
কেহ না আইল আগে দহসত পাইয়া ॥ ফেরাতের খাল বিচে লুকাইয়া
ব্রহ্ম ॥ আইল বলিয়া কেহ কথা নাহি কয় * তবেত হোছেন বাগ থাখিয়া
ঘোড়ার ॥ খাপেতে রাখিয়া মদ' হাতের তরবার ॥ এমাম চলিয়া আইল
নদীর কেনারে ॥ পানি দেখে বড় খুসি হইল অস্তুরে ॥ খোসালে ছৈএদ
জাদা পানি পিতে যায় ॥ দুই হাতে করে পানি ওঠাইয়া লেয় ॥ মুখের
উপরে যদি পানি লিল পিতে ॥ ফরজন্দ ইয়ারের বাত পড়িল মনেতে
এই পানি বিনে মোর ফরজন্দ ইয়ার ॥ তামাম মরিয়া গেল কারবালা
ভিতর ॥ তামাম সহিদ হৈল পানি না পাইয়া ॥ একেলা খাইব পানি সব
হারাইয়া * ইয়ার আজিজ সব মৈল পানি বিনে ॥ হালাক হইয়া মৈল
কুফরের বনে ॥ জানের অধিক মোর ছিল সেই লোক ॥ তাহা সবাকার
তরে দেলে রহে সোগ ॥ তাহা সব হৈতে জান হইল পেয়ার ॥ সব
হারাইয়া পানি পিব এই বার * সবার খাতিরে মোর দন্ধে যে পয়ানি
ছুনিয়ার বিচে আর না খাইব পানি ॥ এতেক ভাবিয়া পানি ছাড়িল
এমাম ॥ ভাবিল দেলেতে এই নহে ভাল কাম ॥ পানি বিনে কলেজা
যে হইয়াছে আগুন ॥ তবু না খাইল পানি এমাম হোছেন ॥ হেথায়
জেয়াদ ছিল ফেরাতের খালে ॥ দেখিল হোছেন আলী নামিল যে জলে
দুই হাতে করে পানি লিল ওঠাইয়া ॥ না খাইল পানি ফের দিলেক
ফেকিয়া ॥ খাল হৈতে উঠিয়া হাকিল চারিভিতে ॥ যে কেহ এজিদের লোক
আইস তুরিতে * ঘন ২ ডাকি গিলী করিয়া দেলাসা ॥ হোছেন কাতর হৈল
না কর আন্দেসা * পানিতে নাখিয়া মদ' পানি নাহি খায় ॥ এখনি মারিব
তারে কিছু নাহি ভয় * ঘড়িকে কোসেস কর মারিব এখনি ॥ এমাম বাদ
সার কাছে দেলাব আপান * আবদুল্লা জেয়াদ ইহা কহিল হাকিয়া ॥
এজিদার লঙ্কর সব আইল ঘিরিয়া * সেমর তেমুছ আর ওম্মর কাফির
পালটিয়া লঙ্করেতে হইল হাজির * ঘেরাও করিল ফের নদীর কেনারে
হাকিয়া জেয়াদ কহে তামাম লঙ্করে * এবে যে এমাম ফের পানি যদি
পিয়ে ॥ মনেতে করেছ যদি একজন জিয়ে * এমাম হোছেন হেথা কেনারে
উঠিয়া ॥ গায়ের পোষাক সব দিলেক ফেলিয়া * মাথার ফেলিল পাগ জেরা
বন্ধ পোস ॥ পেয়াছে কলেজা ফাটে হারাইল হোস * ২ উত্তন জদিগ হৈল

পেয়াছের জোর ॥ অজুদ আগুন যেন আখি হৈল ঘোর ॥ ঘোর আছু
 চলে ফরজন্দ লাগিয়া ॥ কুফর লস্কর হেথা ঘিরিল আসিয়া * নজদিগে
 না আইসে কেহ থাকে আড়ে ওড়ে ॥ কেহ বলে এমাম ঘুরে বুঝি পড়ে
 তিরেন্দাজ তীর যারে তফাতে থাকিয়া ॥ চারিদিকে এমামের ছের
 তাকাইয়া ॥ কত তীর রদ হয়ে গেল আসে পাশে ॥ এক তীর গর্দানেতে
 লাগে অবশেষে * জেরা বক্ত পোসগায় কিছু না আছিল ॥ জহর
 আলুদা তীর গর্দানে লাগিল * মোবারক গর্দানে যদি লাগিলেক তীর ॥
 জলিয়া উঠিল সাহা হইল অস্থির ॥ লাএলাহা ইল্লাল্লাহু জবানে চালায়
 মোহাম্মদ রছুলোলা তার পরে কয় * এমাম বলেন আল্লা তুমি কর
 তার ॥ এমন সময় কেবল ভরসা তোমার * দুই হাত এমাম গলায়
 ফেরাইল ॥ এমামের দুইহাত লহুতে ডুবিল * লহুভরা দুই হাত এমাম উল্ল
 করে ॥ এমামের লহু গেল আছমান উপরে ॥ আছমান উপরে লহু ছিট-
 কিয়া লাগিল ॥ সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আছমানে রহিল * আজিতক সেই
 মেঘ উঠে যে আছমানে ॥ হোছেনের সহিদের লহু জান সর্বজনে *
 ফের দোন হাত পরে লহু মেলাইল ॥ আপন অঙ্গেতে দিয়া লাল রক্ত
 হৈল * লস্কর ভিতরে সাহা ঘোড়া ওঠাইয়া ॥ কাটিল বহুত লোক
 হেন্মত করিয়া * তীর গুলি নেজা বরছি যারে যে কাফেরে ॥ খালি অক্ষ
 এমামের এসে লাগে জোরে ॥ সন্তুর জখম হৈল এমামের গায় ॥
 ঘোড়ার পায়েতে লহু চুয়ে চলে যায় * যত লহু হোছেনের গায়েতে
 আছিল ॥ কারবালা জমিন দিয়া লহুরি চলিল ॥ যওত নজদিগে আইল
 রনে হৈল ভক্ত ॥ কারবালার থাক সব হৈল লাল রক্ত * আছমান জমিন
 সব লহু বর্ণ হইল ॥ আল্লা আল্লা বলে এমাম জমিনে গিরিল * জহর
 আলুদা বড় হৈল তার গায় ॥ ঘোড়া হৈতে বেহুস পড়িল কারবালায় ॥
 সবে বলে মর্দ যদি পানি কিছু পিত ॥ মুল্লুক সমেতে সবে উড়াইয়া
 দিত * কেহ বলে জেরাবক্ত থাকিলে যে গায় ॥ কাহার কুদরত ছিল
 নজদিগেতে যায় ॥ যখন এমাম হোছেন গিরিল জমিতে ॥ ভাই বন্ধু
 দোস্তুদার কেহ নাহি সাতে ॥ দেখিয়া কুফর সব আইল ঘিরিয়া ॥ ছের
 লিতে কেহ ডরে না যায় ডরিয়া ॥ নজদিকে না যায় কেহ এমামের ডরে
 ডরেতে অজুদ সবে কাঁপে থরে * সেমর লাইন বলে কেহ না
 পারিবে ॥ আমি ছের কাটিয়া এজিদে ভেজি তবে * এত বলি বদবক্ত
 জালেম কুফর ॥ কোমর হইতে গিধী নেকালে খণ্ডর * এমামের ছাতির
 উপরে গিয়া বৈসে ॥ ছের জুদা করিবারে ঘন ১ হাঙ্গ * কোমর বদবক্ত

শুন সেমর লানতী ॥ আমিহ আলীর বেটা রছুলের নাতী ॥ রছুলের
 ডর কিছু নাহিক মনেতে ॥ কেমনে বসিলি তুই আমার ছাতিতে * সে-
 মর লাইন বলে তোরে ভাল চিনি ॥ ডর ভয় এহালেতে নাহিআমি শুনি
 হোছেন বলেন শুন সেমর নাবাকার ॥ মেরা এক নালিসের হয় রও-
 দার * একবার খোল যদি ছাতি আপনার ॥ বেহেস্তে লইব তুঝে সঙ্গে
 আপনার ॥ এতেক শুনিল যদি সেমর লানতী ॥ অবিলম্বে খোলে
 গিধী আপনার ছাতি ॥ হজরত রছুল যবে হায়াতে আছিল ॥ কাতে-
 লের আলামত হোছেনে কয়ে ছিল ॥ সেই আলামত সাহা দেখিতে
 নজরে ॥ বুঝিল ইহার হাতে মরন আমারে * ছাতির উপরে দেখিলেন
 তিন দাগ ॥ ছাতিতে পশম নাই কাফেরী দেমাগ ॥ তবেত ইমাম কহে
 শুনরে সেমর ॥ যে কিছু তোমার দেলে থাকে তাহা কর * শুনিয়া
 কুফর খোলে পোলাদের ধার ॥ হলকুম উপরে মে চালায় বার বার *
 কাটিতে নাপারে গিধী হোছেনের গলা ॥ কহিতে লাগিল সাহা পাইয়া
 কছেল্লা ॥ শুনহ সেমর তুমি শুনহ ফরমান ॥ আমারে মারিবে যদি
 শুনহে সন্ধান * নুর নবী নানা মেরা আছিল সংসারে ॥ বোছা দিয়াছেন
 মেরা হলকুম উপরে ॥ যেখানে দিয়াছে চুন্না নানাজী আমার ॥ না
 লাগিল তীর সেথা ছকুমে আল্লার * নুর নবী বোছা মেরা দিয়াছে
 গলাতে ॥ তোমার হাতিয়ার হইতে নারিবে কাটিতে * খুলিয়া খপ্পর লেহ
 আমার কোমরে ॥ কাটহ হলকুম মেরা সেই যে খপ্পরে ॥ সেমর লাইন
 যে এমামের ভেদ পাইয়া ॥ কোমর হইতে তেগ লিল নেকালিয়া ॥
 চালাইল হলকুমে কাফের মালান ॥ এমামের গলা তবু না যায় কাটন
 হোছেন বলেন নবীর বোছার বরকতে ॥ হরগেজ নারিবে মেরা হল-
 কুম কাটিতে * জমিনেতে ছের মোর ওন্দা করে ধর ॥ ঘাড়েতে
 তীরের দাগ তাতে তেগ মার * আর এক বাত কহি হও রওদার ॥
 পোচাইয়া ছের মেরা না কাটে বার বার * ধড় হইতে ছের এক চোটে
 কর জুদা ॥ মেরা সঙ্গে বেহেস্তে তুঝে লইব সর্বদা * হোছেনের ছকুম
 যত সেমর দুজ্জন ॥ সমসের খেচিয়া জুদা কৈল ছেরতন * ইন্না লিল্লাহে
 কহে যত মোমিনগণ ॥ আর ওয়াইন্না ইলায়হেরাজেউন ॥ অধম এয়াকুর
 কহে ভাবিয়া খোদায় ॥ এমামের পদ আশে রচিলাম ইহার ॥

পয়ার * যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে ॥ ছের জুদা কৈল যদি
 এমামের তরে * আরস কোরস লওহ কাল সহিতে ॥ বেহেস্ত দোজখ

আদি লাগিল কাপিতে * আছমান জমিন আদি পাহাড় বাগান ॥
 কাপিয়া অস্থির হৈল কারবালা ময়দান * আফতাব মাহ তাব তারা কালা
 হৈয়া গেল ॥ জানওয়ার হরিণ পাখী কান্দিতে লাগিল * বালক সকল
 মায়ের দুধ যে হইতে ॥ নাওশ্বোদ রহে সবে এমাম সাগেতে * বাঘ
 ভাল্লুক কান্দে আর মহিস গণ্ডার ॥ বাছুরে না দেয় দুধ কান্দে জারে
 জার * যত ঘোছলমান ছিল এজিদ লস্করে ॥ জারহ হৈয়া কান্দে
 এমাম খাতিরে * সাগেতে কাতর হৈল যত ঘোসলমান ॥ দেলেতে
 হইল খুসী যত কুফরান * ঘাছলমান সকল রোজদার হৈল সোকে ॥
 কিন্তু পরকালে নষ্ট হৈল আপনাকে * ময়দানের চাঁদের দশ রোজ শুজা-
 রিলে ॥ হোছেন সহিদ হৈলে ফেরাতের কুলে * একটি বরছ আর দশ
 রোজ তফাতে ॥ দুই ভাই দেখা হৈল বেহেশ্ত খানাতে * সেখানে
 বেছের ঘোবারক তন ছিল ॥ পূর্ণিমার চাঁদ যেন রোশন করিল * সেমর
 লাইন তবে জানিল দেলেতে ॥ বেহেশ্ত যাইব আমি এমামের সাথে *
 হোছেনের ঘোড়া তবে দেখে এমামেরে ॥ হাকিয়া পড়িল গিয়া এজিদ
 লস্করে * এয়ছা জোরে ঘোড়া তবে হীন ডাকে ॥ কানে তাল লাগে
 যেন বিজলি কড়কে * কারেবা মারিল লাথ কারেবা দান্দানে ॥ এয়-
 ছাই ভেজিয়া দিল দোজখের পানে * বহুত মারিল কুফর না পারে
 ধরিতে ॥ যেন মস্ত যুক্ত হৈল দেওনা হালেতে * আসিয়া হোছেনের
 কাছে কান্দে জারহ ॥ পাণ্ড পরে মুখ দিয়া কান্দিল বিস্তর * ফের আসি
 হোছেনের ছামনে দাড়ায় ॥ বেছের দেখিয়া ছের জমিনে নামায় *
 হোছেনের লছ নির্জ ছেরেতে মাথিয়া ॥ চলিল থিমার দিকে বহুত
 কান্দিয়া * আখিতে বহিছে আছু হাকিল বাহিরে ॥ শুনিয়া ছোলেমা
 বিবী হায়হ করে * উশ্বেকুলছুম বিবী আর জয়নব ॥ দড়বড়ি নেকালে
 ঘোড়ার শুনে রব * সহরবানু বলে সাহা লড়িয়া আইল ॥ আমার
 বাবেতে বুঝি আল্লা মেহের হৈল * কেহ বলে বড়া বক্ত আমা সবাকার
 দুশ্বনের হাতে বেচে আইল পুনর্বার * থিমা হৈতে বিবী সব আইল
 বাহিরে ॥ খালি পিঠে ঘোড়া খাড়া দেখিল নজরে * বহুত জখম গায় লছ
 চুয়ে পড়ে ॥ আছমান ভাঙ্গিয়া যে পড়িল সবার ছেরে * দেখিয়া তাযাম
 বিবী বুকে মারে হাত ॥ বেজস হইয়া পড়ে লাগে দাতেদাত * কান্দিয়া
 সহরবানু ছেরে মারে হাত ॥ কোথা রেখে আইল ঘোড়া মেরা প্রাননাথ
 বিবীগণ দেখে ঘোড়া বহুত কান্দিয়া ॥ জমিনে মারিল ছের তাপিত
 হইয়া * এমন সাগেতে ছের জমিনে ঠুকিল ॥ নেকালিয়া জান তার

বেহেস্তে পৌছিল * উন্মে ছোলেমা বিবী আর উন্মে কুলছুম ॥ বিবী জয়-
নব আদি করিয়া যাতম * কতক করিল তারি কাতর হইরা ॥ আমি
কি লিখিব তাহা অল্প বোধ হইয়া * সহরবানু কান্দে ছেরে থাক মাটি
ডালে ॥ সোণেতে ফাটিয়া ছাতি যায় এক কালে * অনাথ অভাগি
মোরা হৈলু এত দিনে ॥ সাগরে ডুবিল নৌকা কাণ্ডারি বিহনে * তামাম
আওরত সবে এল করে চুল ॥ এমাম২ করে কান্দিয়া আকুল * এমামের
শোকে আর পানির পিয়াসে ॥ কত বিবী পড়িয়া যে রহিল বেহুসে * সহর
বানু বিবী রহে বেহুসে পড়িয়া ॥ বান্দি সব এসে তারে তুলিল ধরিয়া * পিয়াছে
কাদিতে বিবী নারে ফোকারিয়া ॥ আশু২ কান্দে হাত মাথায় মারিয়া *
জয়নালআবদিন কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ তামাম মরিয়া গেল কারবালায়
আসিয়া * লড়াই করিতে বাবা যুবো মানা কিয়া ॥ আপনি চলিয়া গেল
মোরে একা খুইয়া * এখন এজিদার লোক ঘিরি লিয়া যাবে ॥ বন্দখানা
বিচে সবার জ্ঞান নেকালিবে * এরছাই লিখন ছিল আমার কপালে ॥
খোড়াই ওন্মারে যুবো বন্দখানা ডালে * সোর করে কাদিতে যে না
পারে পেয়াছে ॥ এরাকুব কহেন ভাল হবে অবশেষে *

পয়ার * শুনহে রসিকগণ আছশত জন ॥ দুনিয়া হামেসা কার
হইয়াছে কখন * আল্লা বল ভাই কর এয়াদ রচুল ॥ মোহাম্মদী দীন ভাই
কড়ই মাকুল * এই যে দুনিয়া দেখ সব আরকান ॥ দিন চারি ধুলা খেলা
আখেরে মরন * হোছেনের নামে রোজা রাখ দশ দিন ॥ আল্লার
নামেতে সবে করিয়া একিন * ইহার ছওাব যত কেতাবে বয়ান ॥
কি লিখিতে পারি আমি হইয়া নাদান * আল্লা যবে কাজী হবে রচুল
আমিন ॥ সাফায়াত পাইবেক যতেক মোমিন * সেই দিনে দোস্ত হবে
হোছেন হোছেন ॥ কহিলেন এক বাত যদি লাগে মন * যেখানেতে
হোছেনের কথা শুনিবে ॥ সোণেতে আপন আখি আছুতে পুরিবে *
জয়নাল আবদিন হেথা কাদিতে আছিল ॥ আসিয়া এজিদের লোক
ঘেরাও করিল * এজিদের লঙ্করে যত ছিল মোছলমান ॥ বিবী থান্না
দেখে সবে দেলে পেরেসান * সবে বলে কি করিলে আপে বারি তাল
নবীর খান্দানে দিলে এতেক কছেল্লা * চাঁদ সূর্য্য যেই সবে দেখিতে
মারিল ॥ হেন বিবীগণে সবে কাফেরে ঘিরিল ॥ যখন যাহাকে বাঘ
হয়ত খোদায় ॥ পাষানেতে কোল দিলে পাষান লুকায় * যতেক
মোমিন দেখ নবীর ওন্মাত ॥ এজিদের হৈয়া লড়ে এমামের সাত * আল্লার
মকর কেবা জানিবে সংসারে ॥ আর কিছু হকিকত শুন বেরাদরে *

আবুবক্কর ছিদ্দিকের ফরজন্দ জাফর ॥ কহিলেন আমি ছিনু মক্কার
 ভিতর * যে কালে হোছেন সাহা সহিদ হইল ॥ হোছেনের সাথে
 এক গোলাম আছিল * মুখ কালা হৈল তার যেমত প্রকার ॥ তার হকি
 কত কহে এমাম জাফর * জাফর কহেন আমি ঘরে বসে ছিনু ॥ মক্কার
 দুয়ারে এক আওজ শুনিবু * একজন মক্কার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ॥ বহুত
 নালিস কৈল অনেক কাদিয়া * আল্লাতালা মেহেরবান হও ঘেরা
 পরে ॥ এই কথা কহে আর গড়াগড়ি করে ॥ দেখিয়া নজদিগ আমি
 গেলু যে তাহার ॥ দেখিলাম ছিয়ামুখ কাদে জারে জার * পুছিনু
 তাহারে তুমি কান্দ কোন দায় ॥ মক্কার আইলে বান্দার গুনা মাফ হয়
 মক্কা মওজ্জমা দেখ উন্মেদের স্থান ॥ না কর নালিস নাহি হও পেরে
 সান * খোদার করমে নাওন্মেদ নাই হবে ॥ অবশ্য রহিম তুঝে রহম
 করিবে ॥ ছিয়ামুখ বলে গুনা করিনু বিসম ॥ কদাচিত্ত আল্লাতালা
 করেন রহম * তাহারে কহিনু আমি কি গুণা তোমার ॥ জানিলে করিতে
 তেরা পারি উপকার ॥ ছিয়ামুখ বলে আমি হোছেনের পরে ॥ জুলুম
 করিনু বড়া কারবালা ভিতরে * জাফর বলিল তুমি কহ যে আমারে
 কেনে জুলুম কৈলে হোছেনের তরে * ছিয়ামুখ কহে শুন কহি সমা-
 দর ॥ ফাটিল নছিব দেখ যেমন আমার * রেখার বরদার ছিনু এমামের
 সাথে ॥ এমাম সহিদ যবে দস্ত কারবালাতে * অমূল্য মানিক ছিল
 ইজারবন্দেতে ॥ হইল আমার মনে খুলিয়া লইতে * ভাবিলাম আমার
 ছাহেব যদি মৈল ॥ জরু লাড়কা পালিতে বিষম দায় হৈল * বেবাহা
 কিম্বত এই ইজারের লাল ॥ লইলে ইজারবন্দ খাব কত কাল * নজ-
 দিগ সাইয়া যদি লাগিনু খুলিতে ॥ সরম খাতেরে সাহা ধরে এক হাতে
 শয়তান আমার দেলে তালকিন করিল ॥ ছুরি নেকালিয়া হাত কাটিতে
 কহিল * মোবারক হাত আমি কাটিনু ছুরিতে ॥ আরবার ধরে সাহা
 বন্দ বাঘ হাতে * সেই হাত কাটিলাম শয়তানের বোলে ॥ গায়েব আওজ
 এক শুনি হেন কালে * হইল আকাশ বানী শুন নাযাকুল ॥ কিছু
 না করিলী ডর খোদা ও রচুল * ঐ মোবারক হাতে কতেক এনাম ॥
 পাইয়া এয়াদ না করিলী কোন কাম * রচুলেরে কি কহিবে রোজ কেয়া-
 মতে ॥ শুনিয়া বেহুস আমি পড়িনু জমিতে * যদি এক পিছে মোর
 ছস যদি হৈল ॥ পালাইতে নাহি পারি পাও না চলিল * হাজার
 কোসেসে পাও খোড়া চালাইয়া ॥ পড়িয়া রহিনু আমি খোড়া দর গিয়া *
 খনেক পিছেতে তথা আছমান হইতে ॥ মরের বিছানা এনে লাগিল

বিছাতে ■ এমন হইল সেই বিছানার আলো ॥ দিবক জালালে যেন
 রাত্রি হয় ভাল * ফেরেস্তু সকল আসি তাহার গের্দেতে ॥ তন ঘিরি
 জেয়ারত লাগিল করিতে ■ করেন মাতমজারী ফেরেস্তু সকলে ॥ হায়
 হায় শব্দ হৈল অতি কতুহলে ■ মেহতের আদম আদি পয়গম্বর যত ॥
 এক সাথে ওতারিয়া করেন জিয়ারত * হায় হায় করিয়া কান্দেন জারে
 জার ॥ কহেন হোছেন এই কি দুঃখ তোমার * তন হৈতে ঘোবারক
 ছের হৈল জুদা ॥ বাজু হৈতে দস্ত কেবা করিল আলাদা * হেনকালে
 নুর নবী আইলেন তথায় ॥ মেহতের আদম দেখে উঠিয়া দাড়ায় ■ হাত
 ধরে অপনার কাছে বসাইল ॥ হেনকালে ফেরেস্তু কত হাকিয়া কহিল
 এবরাহিম আইল সবে রাহা দেও ছাড়ী ॥ শুনিয়া সে নুরনবী উঠে দড়
 বড়ি ■ বসাইল খলিলের হাতেতে ধরিয়া ॥ কান্দিল খলিল তবে
 হোছেন দেখিয়া * এইরূপে ঘড়ী এক তাহে গোজারিল ॥ এছমাইল জবি
 হুলা আসিয়া পৌছিল ■ এবরাহিম উঠিয়া ধরিল তারহাতে ॥ নিজ
 পাসে বসাইল নুরের বিছনাতে * ইচ্ছা মুচ্ছা আইলেন দাউদ ছোলে-
 মান ॥ এহিয়া আইল আর আইয়ুব গুনবান ■ তার পরে বিবী হাওা
 আইসে উত্তরিল ॥ এমামের সোঙ্গে আসি বহুত কান্দিল * হোছে-
 নের জেয়ারত করিল আফছোছ ॥ আদম ধরিয়া হাত বসাইল পাছ *
 অপূর্ব রোসন ফের এয়ছাই হইল ॥ রাহা ছেরে দেহ ডাকি ফেরেস্তু
 কহিল * মরিরম, পারছা আইল বলিয়া জানায় ॥ হাওা মাই হাতে
 ধরি পাসেতে বসায় * হেনকালে ফেরেস্তু কহিল ততক্ষনী ॥ হাজেরা
 ও ছারা আইল খলিল ঘরনী * হোছেনের জেয়ারত করিল কান্দিয়া
 বসাইল মরিয়ম আপনি উঠিয়া * তার পরে আএসা ছিদিক বিবী
 আইল ॥ হোছেনের সোঙ্গে বিবী বহুত কান্দিল * ছারা ও হাজেরা
 দস্ত ধরিয়া তাহার ॥ বসান বিছওনা পরে করিয়া পেয়ার ■ হেনকালে
 ফেরেস্তু সকল হাক করি ॥ রাহা ছেড়ে দেহ আইল খোদেজা কবরি
 এমামের তন বিবী বেছের দেখিয়া ॥ জমিনে পড়িল সোঙ্গে কাছাড়
 থাইয়া * মহা দুঃখে জার জার কান্দেন আফছোছে ॥ আএসা সতিকে
 ধরে বসাইল পাসে * হেনকালে ফেরেস্তু সকলে সেতাবিতে ॥ ধাওা
 ধাই বিছানা লাগিল বিছাইতে * আইল মোরতজা আলী বলিয়া
 হাকিল ॥ অধম এয়াকুব নবীর পায়ে নিবেদিল *
 ত্রিপদী * ফেরেস্তু কহিছে ঘন, শুনহে রচুলগণ, ফরজন্দের
 সোঙ্গে সাহা আলী ॥ দেওনার মত আসে, সবে হও এক পাসে, রাই

দেহ রাহা দেহ বলি ■ শুনে সবে দুই দিগে, দাড়ায়েছে বাগে২, সবে
কান্দে দেখিয়া আলীরে ॥ বেছেব বেটার তন, দেখে সাহা হয়রান,
কান্দিলেন বহুত কাতরে ■ যোবারক তন কোলে, করিয়া যে আলী
বলে, এই ছিল তোমার কপালে ॥ হাছেন হোছেন বলি, কান্দিল যোর-
তজা আলী, রচুল উঠিয়া হেকাতে ■ বসান আলীর তরে, ধরে যোবা-
রক করে, বিশেষ বুঝায় অতিশয় ■ তবু নিবারিতে নারে, ঘন হাস২
করে, ফেরেস্তা হাকিয়া পুনঃ কর * ক্রেনেক খাশস কর, আমার বচন
ধর, কি জানি কি শুনি সোরসার ॥ আইসে এতক সব, করে অতি
কলরব, জানিতে নারিলায় সমাচার * শুনিয়া সকল জন, করে পুনঃ
নিরঞ্জন, ফেরেস্তা হাকিছে হেনকালে ॥ ফাতেমা বেটার জোসে, সোয়
জারি করে আইসে, ভয় নাই ভয় নাই বলে ■ শুনি সব দড়বড়ী, ঠেলা
ঠেলি ছড়াছড়ি, ফাতেমায় দেখিতে সব যায় ॥ আরম কোরস হৈতে,
ফেরেস্তা সকল সাতে, ঘন ডাক হাকে হাস২ * ছর পরীগণ সাতে,
ফাতেমা ঘেরাও তাতে, কান্দিয়া হয়েছে জার২ ॥ আখিতে আছুর ঝামা,
বহিতেছে মতি পাম্মা, বলে কোথা হোছেন আমার * যাইতে নাক্কক পদে,
আঞ্জিনার গাটি বেদে, পা এক দু পা চলে যেতে ॥ সে পাও বালির
বনে, বায়ু মতে চলে গণে, ধাও ধাই হোছেন দেখিতে * কোথারে
হোছেন যোর, বলে বিবী করে সোর, পড়িল বেজস হয়ে অতি ॥
দেখি জমা বিবী সব, মনে২ করে রব, পেরেসানি যায় জোনাজাতি *
দেখিয়া সে আলী সাহা, সহিতে নারিল ইহা, কুদিয়া পড়িল গিয়া
তুরে ॥ খুলিল তলওয়ার আর, লইতে বেটার ধার, রচিল এয়াকুব
কবিকার ■

হজরত আলী ও বিবী ফাতেমা এমামের সোঙ্গে

মাতম করিবার বয়ান *

পয়ার * আলী বলে হারামজাদ কেয়ছা জোরওয়ার ॥ আমার
বেটার পরে মারে তলওয়ার * লছনদি বহাইয়া দিব দুনিয়া পরে ॥ এলাহি
এতেক দুঃখ দিতেছে আমারে ■ সেতাবি রচুল আসি ধরিল আলীরে
কেম বাবা ঝুট তুমি করিবে আমারে * কহিয়াছি আমি ওয়াতেরে
সমাচার ॥ যেই দিনে আলী জোরে খুলে জোলফোকার ■ উভে হাত সা
খণ্ড আকাশ কাটিবে ॥ লম্বাইতে সাত খণ্ড জমিন কাটিবে ■ তুমি যদি
খোদার সাতে বাক্ক তলওয়ার ॥ একথা সকলি মিথ্যা হইবে আমার ■
বিশেষ আমরা সবে পাইয়াছি মউত ॥ মরা লোক জন্ম করে শুনিতে

হায়বত ■ হোছেন সহিদ হবে জেনেছিনু মনে ॥ আপনে করেছে আল্লা
 কেতাবে কোরানে ■ এই কথা শুনিয়া সরযেন্দা হৈল আলী ॥ হেথা
 বিবীগণ ফাতেমায় ধরে তুলি ■ হুস হৈল ফাতেমার লাগিল বলিতে ॥
 বেটার দরদ আলী নাহিক তোমাতে ■ যদি দশ মাস তুমি ধরিতে
 উদরে ॥ তবেত বেটার বেথা জানিতে অন্তরে * খবর দিয়াছে আল্লা
 কেতাব কোরানে ॥ হাত কাটা যাবে বল শুনেছ কখনে * আমি
 আওরত জাতি না ধরি তলওয়ার ॥ নহেত এখনি লিতুম হোছেনের
 ধার ■ হাতের কাঙ্গন তবু আরস কাঙ্গরা ॥ ভাঙ্গিয়া করিব চুরা তবেত
 জেহরা * রচুল মিনতি করে ফাতেমার তরে ॥ এমনি করিলে কি
 পাইবে হোছেনেরে * ফাতেমা বলিল বাবা তুমি রহ হোথা ॥ নাহি
 সয় গায় মোর ললপত, কথা ■ দেখবে এখনি আমি কহিব খোদারে ॥
 কোন দোষে এতেক জুলুম কৈল মোরে * রচুল করিতে বোধ নারে
 ফাতেমায় ॥ নেহাত বেটার সোণে করে হায় ॥ বেটার বেছের তন
 লইয়া কোলেতে ॥ কাতরে ফাতেমা বিবী লাগিল কান্দিতে ■ বলরে
 হোছেন তেরা একি ফজিহত ॥ কোন দোষ পাইয়া তেরা কাটিলেক
 হাত * আহা বাছা হোছেন মায়ের প্রানধন ॥ ছের কাটা হাত কাটা
 কিসের কারন ■ খোদা মোহম্মদে না ডরিল নাবাকার ॥ না জান যে
 হবে গোম্বা বিবী ফাতেমার * বলিল এ আল্লা যেই কাটিলেক হাত ॥
 এমনি করহ তারে এই মোনাজাত ■ বিবীর শুনিয়া বাণী যত পরগম্বর ॥
 ফেরেশ্তা সকল আদি হইল কাতর ■ বিবীর কান্দনে জমি করে টলমল
 দেখিয়া হইল ভয় ফেরেশ্তা সকল * তরাসেতে রচুলের মুখে নাই বানী
 ফাতেমার আখের আছু পুছেন আপনি * কমবক্ত রেকাবদার বলিছে
 জাফরে ॥ ডরিয়া আখেরে আমি গেনু যে হুজুরে * বলিষু ফাতেমা
 বিবী খাতুনে জেন্নাত ॥ আমি কাটিয়াছি এমামের দুই হাত ■ মাফ কর
 এই গুনা বারেক আমারে ॥ শুনিয়া ফাতেমা কৈল লানত তোমাতে *
 গোলাম হইয়া তুমি কৈলি কোন কাম ॥ রচুলেরে না ডরিলি নেমক
 হারাম * রচুলোলা শুনে বাত আগ বরাবর ॥ খেচিল তায়েচা মোর
 মুখের উপর * তাহাতে আমার মুখ হইয়া গেল ছিয়া ॥ বিশেষ তোমার
 তরে কহিনু খুলিয়া * তবে ফের ফাতেমা কহিল মোর তরে ॥ কোন গুনা
 মেরা বেটা করে ছিল ওরে ■ এই হাতে কতবার পাইলি এনাম ॥ তার
 প্রতিফল তুই করিলি এ কাম * ছিয়ামুখ এই কথা বলিয়া জাফরে ॥
 কান্দয়া আকুল হৈয়া দুই পাও ধরে * বলিল এমন গুনা করিয়াছি

আমি ॥ উদ্ধার হইবে কিসে কহ দেখি শুনি * জাফর কাঁদিল বহুত
পাইয়া খবর ॥ নিদানে কহিল তুই শুনরে কুফর * আছমান হইতে
তেরা গুনা হৈল উচু ॥ এহার উপায় যুঝে নাহি সোজে কিছু *
এতেক বলিয়া ভাবে এমাম জাফর ॥ ইহার নজদিগে হৈতে পালান বেহ-
তের * এহারে দেখিলে গুনা হয় জনে ॥ পালায় জাফর নাহি চায়
পিছ পানে * জাফর কহিল আল্লা এই মোনাজাত ॥ যোছলমান সকলে
কর নবীর সাফাত * আলী মোরতজার আর কারবালা জমিনে ॥ সহিদ
হইল যত রছুল খান্দানে * সরম আবরু রাখ আল্লা যতেক মোমিনে ॥
অধম এমাকুব এমামের পদ ভনে *

এজিদার লঙ্কর হজরত এমামের আহলেখানা লুটিয়া

বিবীগনকে দামেস্ক লইয়া যাইবার ব্যান *

পয়ার * হোছেন সহিদ হৈল কারবালা জমিনে ॥ জেয়ারত জারি
কৈল যত রছুলানে * সন্তুর হাজার ফেরেস্তা এক ঠাম ॥ করিলেক
এমামের জেয়ারত কাম * তার পর যাইয়া যতেক এজিদান ॥ লুটিয়া
খিমার যত মাল আওর জান * উম্মে ছোলেমা বিবী কেবল বাচিল ॥
নবীর সরম খাছ বলিয়া রাখিল * আওরতের চিফ বস্ত্র যত ছিল
জার ॥ লুটিল বসন আদি যত অলঙ্কার * তবে এক কাফের আইল
আচমিতে ॥ লাগিলেক জয়নবের গহনা কাড়িতে * ফের এক কাফের
সেইখানেতে মিলিল ॥ বানুর গহনা আদি কাড়িয়া লইল * আর এমা-
মের বেটীর গহনা যে ছিল ॥ দুই জনে সকলে তাহা লুটিয়া যে লিল
পাচ বছরের যে এক হোছেনের বেটি ॥ ফাতেমা আছিল নাম রূপে
পরি পাটি * জয়নবের কাছে গিয়া কমজাত কুফরে ॥ কোল হৈতে ছেনা-
ইয়া ফাতেমারে * উম্মে ছোলেমা বিবী কহিল খোদারে ॥ এতেক
জুলুম আল্লা করিল আমারে * এত বাড়াইলে তুমি কমজাত কাফেরে
জোরকরে হোছেনের হোরমত উপরে * এক কাফের বিবীর কাপড় ধরে
টানে ॥ ছেনাইয়া লিতে চাহে কাফের বেদিনে * মোনাজাত করে বিবী
আল্লার দরগায় ॥ যত টানে ততেক কাপড় বেড়ে যায় * আলার মকবুল
পাক করিলা তাহার ॥ যত টানে তত বাড়ে অঙ্গের বস্ত্র * বিবী বলে
আল্লাতাল্লা এয়ছাই করিলে ॥ কোলের ছাওল মোর কাফেরেরে দিলে
হইয়া মরিত বেটি সেই ছিল ভাল ॥ এয়ছাই করিলে আল্লা কাফেরে
লুটিল * মোনাজাত করে বিবী ছোলেমা কলছুম ॥ আপে বারিতালা দেখ
এতেক ছেতম * খছম মরিল তার কাফেরের হাতে ॥ গুনা করে ছিল

কিনা তাহার আওরত * চান্দ স্বর্ষ্য দেখিতে নারিল যার তরে ॥ তাহার
 হোরমত লয় কমজাত কাফেরে * এই মোনাজাত উন্মে ছোলেমা করিতে
 বাহ্যতর জন মারা গেল আচম্বিতে * জয়নাল আবদিন উন্মে ছোলেমার
 কামন ॥ ধরিত্রা পাইল রক্ষা শোন সর্বজন * আবহুমা জেয়াদ আর উগর
 হুমতি ॥ ছাদ মোছের আর যতেক লানতি * হাকিয়া কহিল সবে
 যতেক লঙ্করে ॥ আর না যাইও কেহ থিমার ভিতরে * উন্মে কলছন আর
 উন্মে ছোলেমারে ॥ বিবি জন্নব আর কদবানু তরে * জয়নাল আব
 দিন আদি যিরিয়া সবায় ॥ এজিদেরে ভেজিতে আনন্দে চলে যায়
 বিচখামে লিল সবে জয়নাল আবদিনে ॥ চলিলেন আসে পাশে যত
 বিবিগণে * সরাব খাইয়া মস্ত যত খারিজান ॥ বড়া খোসালিত হৈয়া
 চলিল কোফরান * সাদিয়ানা বাজাইয়া চলে খোসালিতে ॥ চলিল
 কাফের সবে হাসিতে খেলিতে * ভাল কাম কৈনু জানে কুফরের মনে ॥
 আথেরে দোজখে যাবে নাহি মনে গনে * সাত সও আওরত সব
 কান্দিতে ॥ চলিল পেয়াদা পাও কুফর ঘেরিতে * এক বান্দির পায়
 এমন ছরত ॥ হর পরি নাহি পায় তার সারাফত * ছের পাও লাঙ্গা
 যায় যত বিবিগণ ॥ চলিতে না পারে কেহ লেঙ্গড়া যেমন * তাতে পানি
 বিনে যে কলেজা গেছে ফাটি ॥ লহ পড়ে পায় যে ছবিয়া খেতি মাটি *
 দানা পানি বিনে তার নেকলে পরাণ ॥ পাও বাড়াইতে নারে ফেটে যায়
 জ্ঞান * এইরূপে কত দিন রাহেতে চলিয়া ॥ দামেস্কের নজদিগেতে
 পৌছিল যাইয়া * ছালে নামে একজন মোছলমান ছিল ॥ সহর বাহিরে
 কোন কামেতে আইল * নজর পড়িল আহলে খানার উপরে ॥ ছের পাও
 লাঙ্গা লিয়া যায়ত কাফেরে * দেখিল তামাম বিরি বহুত কাতর ॥ কান্দিয়া
 হয়রান মর্দ হইল বহুতর * কাফের লানতি দিয়া ছালে কেন্দে বলে ॥
 ছাহেবান সবারে আনিলে এয়ছা হালে * শুনিয়া তামাম বেওয়া কহে
 তার তরে ॥ তুমি কেবা বটে বাবা কহিবে আমারে * কহিল যে ছালেনাম
 হয়ত আমার ॥ রছলের খান্দানের হই দোস্তদার * শুনিয়া ছোলেমা বিবি
 কহিল তাহারে ॥ এক কাম কর বাবা চাহিয়া খোদারে * এক এক
 পিয়াল পানি আনিয়া পেলাও ॥ এই কাম কর যে কৈদার পানে চাও *
 বারেক কলেজা ঠাণ্ডা হউক সবার ॥ এই ফরিয়াদ বাবা হও রওদার *
 কলেজা কাবাব হৈল নাহি মেলে পানি ॥ কান্দিতে লাগিল সবে এই
 কথা শুনি * তবে ছালে সেতাবিতে মশক পুরিয়া ॥ ধাণ্ডাধাই আনি

লেক ঠাণ্ডা পানি লিয়া * যতেক কাফের সব রহিলেক খাড়া ॥ পানি
 পিয়ে ঠাণ্ডা হৈল যত আওরতেরা * ছোলেমা কহিল ছালে শোন দেল
 দিয়া ॥ করিলে অনেক নেকি পানি পেলাইয়া * ছালেরে বহুত দোয়া
 কৈল জনে জনে ॥ চলিল কাফের সব না রহে সেখানে * সেখানে
 থাকিয়া সবে মেলা দিয়া যায় ॥ আর এক মকর দেখ করিল
 এক ব্রাহ্মণ এমামের ছের আপন ঘরে রাখে আর জেয়াদের

সাতে চাহুরি করে তাহার বয়ান *

পয়ার * দামেস্ক সহরে এক বামন আছিল ॥ এমামের আহওয়াল যত
 শুনিতে পাইল * মুখ্যা কুলেতে জন্ম নাম চন্দ্রভান ॥ দেখিতে
 এমামের ছের হইল আরমান * বামন আপন দেলে করিল মছলত ॥
 এমামের ছের লিব করিয়া হেকমত * হেকমত করিয়া সে ছের ঘরেতে
 আনিয়া ॥ কেয়ছা কেরামত দেখি আজমাইস করিয়া * এছাই ভাবিয়া
 গেল জেয়াদের হজুরে ॥ আজিকার রাত আপে রহ মেরা ঘরে * হালাক
 হইলে সবে লড়াই করিয়া ॥ হুহু হৈয়া যাও মেরা ঘরেতে রহিয়া ॥
 আমিত তোমার বটে রায়েত প্রধান ॥ এক রোজ মেরা ডেরে রহ মেহের
 বান * জেয়াদ কুফর এয়ছা পাইয়া পিরিত ॥ বামনের বাড়ী যায় হৈয়া
 খোসালিত * জেয়াদের তরে বলে কোরনেস করিয়া ॥ এমামের ছের দেহ
 রাখি সামালিয়া * বামনের তরে যে জেয়াদ গিয়া কয় ॥ এক যে ছেরের
 দায় এতেক প্রলয় * তবে যদি রাখ ছের হসিরার হইয়া ॥ লিয়া যাহ ছের
 দিবে বিহানে আনিয়া * এ বাত কহিয়া ছের দিল বাহমেনেরে ॥ বাহমন
 লইয়া ছের আইল অন্তরে * পাক ছাফ এক ঘরে সেই ছের লিয়া ॥ তক্তের
 উপরে রাখে তাজিম করিয়া * যত মাল মাতা ছিল বামনের ঘরে ॥
 ছরঞ্জাম করিয়া দিল জেয়াদের তরে * এমামের খাতিরেতে বিষাদ
 অন্তরে ॥ রাত যোগে বাহমন আইল সেই ঘরে * দেখিল উজালা ঘর
 মাণিক প্রকাশে ॥ পূর্ণিমার চন্দ যেন উদয় আকাশে * বাহমন দেখিল
 যদি রূপ অনুপাম ॥ মনেতে জানিল মোর সিদ্ধ হৈল কাম * গলায়
 কাপড় দিয়া ছালাম করিল ॥ ছের তাকাইয়া বাত কহিতে লাগিল *
 জাহানের পীর তুমি নবির আওলাদ ॥ বড়ই মকবুল ছিল নবি মহাম্মদ *
 বড় সাদ ছিল যে তোমার কাছে গিয়া ॥ খরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া
 বড়ই কমবল আমি ছনিয়া ভিতরে ॥ কাটিল তোমার ছের কমজাত
 কুফরে * বামনের এই বাত শুনিয়া হোসেন ॥ মেহের হইয়া বাত

বাহমনে কহে * যদি তেরা দেলে থাকে হতে দীনদার ॥ বলই কলেমা
 যে পড়াই একবার * কাটা ছের বাত কহে বাহমন হুজুরে ॥ বড়ই
 একিদি হৈল বাহমনের অন্তরে ॥ কলেমা তৈয়ব সেই পড়ান জবানে ॥
 একিদি কলেমা সেই পড়িয়া চন্দ্রভানে ॥ জরু থছম সকলে হইল মোছ-
 লমান ॥ হাজার ছালাম কৈল সাবুদ ইমান ॥ বেদিন দীনেতে আইল
 কেরামত দেখিয়া ॥ জারে জারে কান্দে দোন এমাম লাগিয়া * বেহানে
 কুফর হেথা ডাকি বাহমনেরে ॥ তাকিদ আনহ ছের জেয়াদ হুজুরে *
 শুনিয়া বাহমন মর্দ ভাবেন অন্তরে ॥ না দিব এমামের ছের বদজাত
 কাফেরে ॥ আপনার সাত বেটা ডাক দিয়া আনে ॥ কহিতে লাগিল
 সাত বেটা জনে জনে * জেয়াদ তলব করে হোছেনের ছির ॥ কেমনে
 রাখিব ছের করমা ফিকির ॥ বাহমনের বড়া বেটা নাম উদয়ভান ॥
 বাপের হুজুরে কহে শুন বাবাজান * এমামের ছের না দিব কোন কালে ॥
 মেরা ছের কেটে দেহ এমাম বদলে * আর যত ভাই সব মনে হৈল
 দুখী ॥ বড় ভাই বেহেস্তে যাবে আমরা দোজখী * ছোট বেটা বলে বাত
 বাপের হুজুরে ॥ মেরা ছের কেটে লিয়া দেহ জেয়াদেরে * ভাই ২ ঝগড়া
 করে মরিবার কারণ ॥ বড় বেটার ছের আগে কাটিল বাহমন ॥ লইয়া
 বেটার ছের বাহমন আপনে ॥ রাখিয়া দিলেক লিয়া জিয়াদ ছামনে *
 দেখিল জিয়াদ পাপী নজর করিয়া ॥ এই ছের এমামের নহে যে বুঝিয়া *
 কহিলেন এই ছের নহে এমামের ॥ এমামের মুখে আছে চটক চান্দের ॥
 শুনিয়া বাহমন মর্দ চলে গেল ঘরে ॥ আর বেটার মাথা কেটে আনিল
 হুজুরে * দেখিয়া জিয়াদ গিধি কহিল তখন ॥ দাগাবাজি কেন কর
 মুখ্যো বাহমন ॥ এইরূপে সাত বেটার ছের কেটে দিল ॥ দেখিয়া
 কাফের তবু দয়া না করিল * জেয়াদ কহেন ভাল চাহরে বাহমন ॥ মেরা
 সাথে দাগাবাজী না কর এমন * এমামের ছের আন আমার হুজুরে ॥
 নহে জরুজাত তেরা দিব হালাল খোরে * শুনে জেয়াদের বাত সেইত
 বাহমন ॥ দেলেতে ভাবিল আর করিব কেমন ॥ আল্লা ভাবি কন্ত করি
 জেয়াদ কাফিরে ॥ লড়াই করিয়া মারি যে হয় আথেরে ॥ আথেরে
 মউত আছে কিসের সংসার ॥ মহিমে সহিদ হৈলে আথেরে নিস্তার *
 এতেক ভাবিয়া মর্দ চলে লড়িবারে ॥ বাহমনী আসিয়া বলে বাহমনের
 তরে * ধরমে করমে তুমি হইবে নিস্তার ॥ নিদান কালেতে মোর কি
 হইবে আর * কিসের সংসার মোর কিসের বাসনা ॥ এমামের নাই
 ছের দিব যে আপনা * বাহমন বলেন তবে বাহুহ কোমর ॥ খাড়া

দিয়া কাটি যত কুম্ভাত কুফর * খুব এক খাড়া ছিল পোলাদের দ্বার *
 বাহমন তুলিয়া নিল হাতে আপনার * বাহমনী বুঝিয়া তবে আপনা
 দেলেতে ॥ সালগাম পাথরখান তুলি নিল হাতে * জেয়াদের কাছে
 আসে বাহমনী বাহমন ॥ খাড়া হাতে করে লড়ে গোঙ্গা হৈয়া মন *
 ফাএর হইল জেয়াদ দেখে বাহমেনেরে ॥ টিকিতে না পারে কেহ বাহমন
 হুজুরে * এয়ছা দোণ্ডা করেছিল পাক পরওয়ার ॥ সও পাহালওয়ারের
 জোর হইল তাহার * যে দিগে বাহমনে ধায় গোঙ্গা হৈয়া মনে ॥ সাজ
 ওল সমেত কাটে কত জনে জনে * বড়া বড়া ছেপাই কাটেন ছরদার *
 চুনিয়া ছেপাই কাটে ছই চার হাজার * কার সাথে জুই নাই গাফিল
 আছিল ॥ আচমিতে আগ যেন সহরে লাগিল * দেখিয়া জেয়াদ
 কুফর হইল ফাফর ॥ একেলা কাটিল বামন এতেক লঙ্কর * তরাসে
 জেয়াদ গিধি পালাইয়া যাইতে ॥ বাহমনী পাথর ফেকে মারিল আধেতে *
 সালগাম মারিল বিবি জেয়াদ উপর ॥ ফাটিল জেয়াদের আখি লাগিল
 পাথর * সালগাম থাইয়া জেয়াদ হৈল অচেতন ॥ নছিব সাবদ তার
 বাচিল জীবন * এক আখি কানা হৈল পাথর থাইয়া ॥ গোঙ্গায় বাহম-
 নীর তরে ডালিল কাটয়া * হাতী হৈতে পড়েছিল আরবার উঠিল ॥
 ছের ছালামত আছে সকলে দেখিল * পালাইতে ছিল লোক
 জেয়াদ হাকিল ॥ জেয়াদের হাকে লোক পালটিয়া আইল * একেলা
 বাহমন ছিল ময়দান উপরে ॥ চারি দিকে হৈতে আইসে ঘিরিল
 তাহারে * বাহমন দেখিল যে বাহমনী মেরা গেল ॥ বিমাদ ভাবিয়া যে
 মহিমে থেমা দিল * কবিলার শোণে তার কমি হৈল বল ॥ তামাম
 লঙ্কর লোক ঘিরিল সকল * বলে কৈয়া দিল বাহমন মউত কারণ ॥
 এক জন কাফের এসে মারিল গর্দান * সাত বেটা কবিলা তার আপনি
 বাহমন ॥ এমায়ে ইমান এনে ত্যাজিল জীবন * ইমান খাতেরে সবে
 বেহেস্ত পাইল ॥ বাহমনের জঙ্গে জেয়াদের ফতে হৈল * বাহমনের
 কথা সব তামাম হইল ॥ ঘেরিয়া খেলাওত থানা কাফের চলিল *

এজিদের হুজুরে এমামের ছের দাখিল করিবার বয়ান *

পয়ার * বেওয়াপণ ঘিরে লিয়া চলিল কুফরান ॥ জয়নাল আবদিন
 তবে সবে আওয়ান * এইরূপে আইল যে দামেক্ক সহর ॥ সেখানে
 তক্তের পরে এজিদা কুফর * হোছেনের ক্বের রাখে সোনার তক্তেতে ॥
 জেয়াদ লইয়া দিল এজিদা লাগতে * সকল জানানা আর হোছেনের
 ছের ॥ দেখিয়া খোসাল হৈল এজিদ কাফের * বলিতে লাগিল বিবি

উন্মে ছোলেমায়ে ● এবে কোথা তকররি করত আমারে * বিবি বলে
 কি বলিলি তুই কমবন্তে ॥ মহানন্দ মোস্তফার খান্দানের হকুতে * এজিদ
 মালাউন কহে বিবি জয়নবেরে ॥ এখানে কবুল বিবি করহ আমারে *
 জয়নব বলেন তবে শোনরে কমজাত ॥ থাক দিব তোর মুখে কহ এয়ছা
 বাত ● বান্দিবাচ্চা বদবন্ত গুরে হারামখোর ॥ হেন বাত নেকালিতে
 লজ্জা নাই তোর ● দুনিয়ার বিচে তুই পাইয়া বাদসাই ॥ নবি বংশে
 কহ বাত ডর কিছু নাই * তবেত এজিদ কহে সহর বাহুর তরে ॥ কোন
 বাহানায় যে খোসাল হও মোরে * বাহুর বলে কোন বাহানায় কিবা
 কাজ ॥ তিলেক হারামজাদ নাই কর লাজ ● চাহেবানীরে রমজ করহ
 যারে বার ॥ খারাব হইয়া যাবি হকুমে আল্লার ● নবির আওলাদ বলে
 নাহি কর ভয় ॥ আথেরে কি দিবে জগাব পুছিলে খোদায় * এজিদ
 বলেন তুমি হইয়াছ রাড়ি ॥ আমার তাবেতে হইয়া আইলে মোর বাড়ী *
 কোথায় রহিল এবে সেইত এমাম ॥ এখন যে বলি আমি কর সেই কাম *
 বার বার শুনিয়া বিবি বলে কারছাজ ॥ কি করিব আমার কপালে পড়ুক
 বাজ * এজিদার ডরে আমি রাজি এমামেরে ॥ কবুল করিয়া ছিনু হুনিয়া
 উপরে ॥ আথেরে এজিদ হাতে ঠেকাইলে মোরে * এবার তরাও আল্লা
 মনাজাত করে * হোছেনের আওরত হইয়া ছনিয়া ভিতরে ॥ কিরূপে যাইবু
 আমি কাফেরের ঘরে * জারং কান্দে বিবি খোদাকে ভাবিয়া ॥ এত নেকা
 করেছিনু এহার লাগিয়া * কান্দিয়া এজিদে কহে শুনরে কুফর ॥ তেরা
 আগে জানকে করিব থাকছার * এয়ছাং বাত তুমি কহঃ বারেং ॥ ডর
 নাহি কর কিছু নবি পয়গম্বরে ● বিবির কান্দনে কাপে আরশ কোরন ॥
 আল্লার হকুমে এজিদ হইল অবশ * এজিদ কান্দনা শুনে নরম হইল ॥
 বিবির খাতেরে বাত কহিতে লাগিল * নাহি কান্দ বিবি তুমি মাফ কর
 মোরে ॥ কোন কথা না কহিবো তোমার ঝাঙেরে * বিবি বলে বেটা
 মেরা লিয়াছে কাড়িয়া * পরাণ ফাটিয়া যায় তারে না দেখিয়া * তাহাকে
 আনিয়া দেহ জিউ ঠাণ্ডা করি ॥ এজিদ বলেন বেটা কেবা কৈল ছরি *
 বিবি বলে আনি তাকে জানি নাই চিনি ॥ লঙ্করে লিয়াছে বেটা শোন
 মেরা বাণি * পাচ বংশরের বেটা ফাতেমা যে নাম ॥ তার তরে মেরা
 জানে নাহিক আরাম * শুনিয়া এজিদ কহে তাগাম লোকেরে ॥
 তাকিদ আনিয়া হোছেন বেটারে ● শুনিয়া নকিব সহ হাকিতে
 লাগিল ॥ সেই ঘড়ি এজিদের হজুরে আনিল * পাচ বংশরে সেই
 ফাতেমা তার নাম ॥ পুণিয়ার চান্দ যেন রূপে অনুপাম * বদন

বিকস রূপে যেন চন্দ্রমাসা ॥ অধর বিধক ফল কোকিলের ভাষা *
কিবা রূপ শোভা করে তার দুই উরু ॥ যেন উলটয়া পড়ে কদলীর তরু *
ক্ষণে ক্ষণে দুই পায় চম্পক অঙ্গুলি ॥ জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে
মিলি ■

ফাতেমা বেটীর তরে খোরমা খাওয়াইবার বয়ান *

পয়ার * এজিদ বলিল বেটী শুনগো ফাতেমা ■ যদি না হইতে
আমি আনিয়াছি খোরমা * খাও যদি তোমারে খেলাই আনাইয়া ॥
খোসাল হইল বিবি একথা শুনিয়া * খাইব আমার বড় লানিয়াছে
ছুক ॥ শুনিয়া যে কাফেরের বাড়িল কোহুক * হোছেনের ছের এনে
ধরিল হুজুরে ॥ বলে খোরমা খাও বিবি দিলাম তোমারে * দেখিয়া বাপের
ছের চিনিল তখনি ॥ আহাঃ করে তবে উঠিল আপনি * হায়ঃ করে কান্দে
বিবি উচ্চস্বরে ॥ অতি জারঃ কেহ বিমারিতে নারে * কি দোষে কাটিল
ছের বাপের আমার ॥ কেমনে কাটিল ছের দয়া নাই তার * ডাকাতি
নাহিক করে নাহি করে ছুরি ॥ কোন দোষে বাবাজীর গলে দিল ছুরি * হায়
হায় কান্দে বিবি জিউ নাহি বাক্যে ॥ এমামের ছের দেখি বিবিগণ কান্দে *
কান্দিয়া খেলওতখানা হৈল জার জার ॥ জোরেতে কান্দিতে কেহ নাহি
পারে আর * ফাতেমা কান্দিয়া বলে হায় বাবাজান ॥ কোথা গেলে আ-
মাদেরে করিয়া নিদান * আমাদেরে ছাড়িয়া গেলে এতিম করিয়া ॥ কার
কাছে দাড়াইব বাবাজি বলিয়া ■ কে চাবে যুথের পানে কেবা দিবে দানা
কোলেতে করিবে কেবা বলিয়া আপনা * যুখে যুথ দিয়া কান্দে বলে হায়
হায় ॥ খালি ছের দেখি ধড় রহিল কোথায় * এজিদেরে কহে বিবি কান্দিয়া
কান্দিয়া ॥ আনিয়াছ ছের ধড় দেহ বাতাইয়া ■ সেই ধড় আমারে যে দেহ
একবার ॥ ধড় ছের মিলাইয়া করি যে দিদার * এজিদ বলেন বিবি আমি
নাই জানি ॥ জেয়াদ এনেছে কেটে কারবালায় শুনি * শুনিয়া কান্দেন বিবি
বলে হায়ঃ ॥ এত দুঃখ কপালেতে লিখিল খোদায় * এয়ছা কলম মেরে
ছিল রদ না হইল ॥ কোন দোষে এলাহি গজব এয়ছা কৈল ■ কার কাছে
দাড়াইব তোমা বাপ বিনে ॥ বাপ বিনে বেটীর দরদ কেবা জানে * এজিদের
কাছে কাছে কহে কান্দে জারঃ ॥ বাচাইয়া দেহ বাদসা বাপকে আমার ■
ধড় ছের জোড়া দিয়া দেহ বাচাইয়া ॥ দেল বিচে দয়া কর এতিম বলিয়া *
খুলায় লুটিয়া কান্দে ভূমে ছের পিটে ॥ আহলেখানা দেখে কান্দে শোকে
ছাতি ফাটে * আহলেখানার বিবি সব কান্দে করে সোর ॥ দামেস্ক সহরে
হৈল কেয়ামত বরাবর * কান্দিয়া ফাতেমা তবে ছের নাই তোলে ■

এজিদ কান্দিল তবে করিলেক কোলে * এজিদ লাগতি তবে দেখ তার
জারি ॥ আপনি কান্দিল প্রাণ ধরিতে না পারি * এজিদ বলেন হায় কি
কাম করিহু ॥ না বুঝিয়া কেন আমি আপনা খাইহু * শুনহে মমিন ভাই
শুন এই কথা ॥ এজিদ কান্দিল এয়ছা না জানিও মিছা * সাহা আলির
বেটা আর রছুল খান্দানে ॥ এমন জুলুম হৈয়া ছিল সেই দিনে * পাথর
ফাটিয়া শোণে হইল চৌচির ॥ কান্দিবে ওজর নাই মনুষ্য শরীর *

এমামের মাতম মঞ্জিলের বয়ান *

পয়ার * ফাতেমা বাপের ছের এজিদে চাহিয়া ॥ লইল তন্তের
সাতে মাথায় করিয়া * বলিল বাপের ছের আমি যাই নিয়া * জোড়া
লাগাইব আমি কারবালা চুড়িয়া * ফাতেমা উঠায়ে লিল হোছেনের
মাথা ॥ গায়েব হইল মাথা শোন তার কথা * যেখানে হোছেনের ধড়
কারবালায় আছিল ॥ পয়গম্বর ফেরেস্তা আর বিবিগণ আইল * আসিয়া
ফেরেস্তাগণ গোছল দেলায় ॥ ধড় আছে ছের নাই দেখিবারে পায় *
হোছেনের ছের নাই দেখিয়া নজরে ॥ এজিদ লইয়া গেছে জানিল অন্তরে
সেই ঘড়ি ফেরেস্তারা দামেস্ক আসিয়া ॥ ফাতেমার ছেরের ছের লিল
উঠাইয়া * এই হাতে ছের লিল কেহ না দেখিল ॥ ছের লিয়া ফেরেস্তারা
ধড়ে জোড়া দিল * ফাতেমা হজরত আলি আইল নজদিগে ॥ যতেক
মাতম কৈল ছের নিয়া তাগে * কান্দিতে সবে দিলেক মঞ্জিল ॥
তামাম ফেরেস্তা হৈল বেহেস্তে দাখিল * ফাতেমা দেখিল ছের গায়েব
হইল ॥ এমামের কেরামত এজিদ দেখিল * এমামের তরে গিরি বহুত
কান্দিল ॥ কাহার মছলতে ঢেল একাম করিল * জয়নালের তরে পোছে
এজিদা গুণ্ডার ॥ এখন কি দেলে ভেরা কহ সমাচার * জয়নাল আবদিন
তবে বলে এজিদেরে ॥ লইব বাপের দাদ না ছাড়িব তোরে * এত বলি
কান্দিতে লাগিল সাহাজাদা ॥ ভয়েতে হইল খেপা কমজাত এজিদা *
এই যে ছৈয়দজাদা বাঘ বাচ্চা বাঘ ॥ কয়েদ পড়েছে তবু নাছাড়ে দেমাগ
ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া মনাছেব নহে ॥ জীউতা জেন্দেগী যাতে বন্দখানা
রহে * এমামজাদার কথা শুনিয়া কুফরে ॥ বিবিগণ সাথে লিয়া রাখে
কারাগারে * হোছেনের জন্মনামা সহদের হাড়ি ॥ খাইয়া বিফোল সোণে
যায় গড়াগড়ি * শুনহে মমিন সব হইয়া হসিয়ার ॥ দশ রোজ এমামের
হবে রোজাদার * হোছেনের হাল পরে কাতর থাকিবে ॥ সহিদান রাহে
যে দানা বিলাইবে * নাওয়েদ না হইবে কদাচন কখনে ॥ এলাহি শুপিব
তারে রছুল খান্দানে *

জয়নাল আবদিনের খোঁজা পড়িবার ব্যান *

ত্রিপদী

দোছরা রোজেতে গিধি, দরবার করিল যদি, বলিল
উজির মীর লিয়া ॥ কহিল আমার নামে, ঠাই ঠাই যত গ্রামে, লিখে যেক
খোদবা লাগিয়া * আয়েন্দা জুম্মার রোজে, দামেস্ক সহর মাঝে, নিজ
নামে খোতবা পড়াব ॥ করহ উত্তম স্থান মেরঙা উজিরে কন, কার তরে
খতিব করিব * মেরঙা বলিল শুন, হোছেনজাদাকে আন, সেই এনে
খোতবা পড়ুক ॥ শুনে ধায় যত জনে, জয়নাল আবদিনে এনে, হাতে
হাতে করিল হুকুম * এজিদ হারামখোরে, এমামজাদার তরে, বলে
কিছু পিরাতি করিয়া ॥ আমাদের দারুণ ভাপ, দিয়াছে তোমার বাপ
গেল আপে আপনা লইয়া * মাফ কর সব গুনা, বুচাইব বন্দখানা
আমি যে ডাকিন্দ এক কামে ॥ আয়েন্দা জুম্মার রোজে, দামেস্ক সহর
মাঝে, খোতবা পড়াব মেরা নামে ॥ জয়নাল আবদিন বলে, শুনিয়াছে
কোন কালে, এমন হইয়াছে কোন দেশে ॥ বান্দীর বেটার নামে, খোতবা
পড়িব হামে, হুকুম বিচারে কি আসে ॥ তবে যদি লয় শুন করহ
মজুর প্রাণে, শুন বাত কুফর কমজাত ॥ মাত খলিফার নামে, খোতবা
পড়িব হামে, যদি রাখ লাড়কার বাত * ~~পহেলাতে পয়গম্বর সিদ্দিক~~
শুঘর তার, আফানের বেটা যে ওছমান ॥ শোনরে কাফের বলি পক্ষ
মোরতজা আলি, তার পরে হাছেন হোছেন * যদি বল মোর তরে,
সেই মাত খলিফারে, পড়িব খোতবাতে কিবা ভয় * শুনিয়া এজিদ আপে
কথায় অজুদ কাপে, এমামেরে গালি দিয়া কয় ॥ যদি তুই খোতবা
কামে, না পড়িবে মোর নামে, দেখি তোর রাখে কোন বাপ ॥ আপনার
হাতে তোরে, এখনি কাটিব ওরে, যেমন মোরে দিতে আছ ভাপ *
মেরঙা বলিল শিশু, তুমি নাহি বুঝ কিছু, কাহেক খোতবা নাহি
পড় * উজির এজিদে বলে, আরজ কদম তলে, কহি বাদসা শোন দেল
দিয়া ॥ এই যে ছাওল মতি, না বুঝে উত্তম ভাতি, গোস্বা হও কিসের
লাপিয়া * কালি বাপ চাচা গেছে, শোপেতে কাতর আছে, দেওনার
হাল হৈয়া ফেরে ॥ কোন কথা কত দূরে, জয়নাল বুঝিতে নারে, কব
আমি উন্মে ছোলেমারে ॥ এতেক কহিয়া তারে, এমামজাদার তরে,
লিয়া গেল খেলাওত খানায় ॥ হাত জুড়ে ধীরে ধীরে, বিবি উন্মে
ছোলেমারে, মেরঙা যে বহুত বুঝায় * শোন বিবি ছোলেমান, ছনিয়ার যে
প্রধান, সকলি তোমার তরে বুঝে ॥ যবে সেই বাগে বাটী, ধরিবে
ছাতার বাটী, সেই জন নিজ কাজ বুঝে * আজি ফেরা মোর নামে

সে কাল কাট, কাল হাতে কেন যাবে কাটা ॥ এই যে হৈয়েদজাদা
অতিশয় অল্প বোদা কিছু নহে হোছেনের বেটা * কালি যদি দশা ফের
সকলি পাইবে পরে, আজি কেন পাইবে যজ্ঞা ॥ বুঝাইয়া তারে বল,
খোতবা পড়িতে চল, ঘুচাইয়া দিব বন্দখানা * আমাকে পরের ধারা,
বুঝিয়াছ বাবা তোরা, তুমি কি জানিবে মোর তরে ॥ হোছেনের পদতলে,
অধম ইয়াকুব বলে, অতিশয় ললপত করে *

পয়ার ■ মেরঙা উজির এয়ছা বহুত বুঝায় ॥ আমি না বেগানা বলে
বুঝি যে তোমায় ■ ছোলেমা বলিল ভাল তুমি মোরে চাহ ॥ তেই সে
এতেক হিত উপদেশ কহ * পড়িবে খোতবা গিয়া জোন্নার দিনেতে ॥
এজিদে বলিবে কিছু মনে না করিতে ■ শুনিয়া মেরঙা তবে হইল বিদায় ॥
ছোলেমা কুলছুম বিবি জয়নালে বুঝায় * শুনহে জয়নাল আবদিন বলি
মেরে ॥ সময় বুঝিয়া কাম করিতে বিচারে * এজিদের নামে যদি
খোতবা নাহি পড় ॥ দিবেক বহুত দুখ কথা যদি লাড় * যাবত তোমার
চাচা নাহি আসে দেশে ॥ তাবত কাফের সাতে রহ মিলে মিশে * জয়নাল
শুনিয়া বলে শুন ছাহেবানি ॥ আর কোথা চাচা আছে আমি নাহি জানি *
ছোলেমা বলেন তবে শোন দেল দিয়া ॥ হানিফার নাম তবে কহে
কিরিয়া *

উক্ত ছোলেমা জয়নাল আবদিনকে হানুফা ও হানিফার

সকল বিবরণ কহে *

পয়ার * এক রোজ মোরতজা আলী বাকিয়া কোমর ॥ কাফের
ছুড়িতে যায় ফেড়ার উপর * দেশে দেশে যায় যত কুফর ছুড়িয়া ॥ আশাজ
সহর দেশে পৌছিল ঘাইয়া * সেখানে শুনিল বিবি হানুফা খবর ॥
মুল্লকের বাদসা কিবি বড় জোরগার * শুনিয়া হজরত আলী তাবে
আপনারে ॥ আওরত বাদসাই করে মুল্লক উপরে * দেখিব আওরত
হৈয়া কেয়ছা জোর ধরে ॥ বাদসাই লইব আমি জিনিয়া তাহারে ■
এয়ছাই মতলব আলি দৈলেতে করিয়া ॥ বিবির হুজুরে আলি পৌছিল
ঘাইয়া * আলিকে পুছিল বিবি দেখিয়া ছেফাই ॥ আলি বলে আমি
আইনু করিতে লড়াই ■ বড় জোরগার তুমি শুনিসু সহরে ॥ জোরেতে
বাদসাই কর মুল্লক উপরে * এয়ছা ভাতে কত বাত হৈল আলি মনে ॥
কি নাম কোথায় ঘর পুছিল পাহালওানে * আলি বলে পাহালওান
মোরতজা মেয়া নাম ॥ নবির দামাদ আমি যদি না মোকাম ■ দেশে দেশে

ফিরি আমি হুড়িয়া কুফরান ॥ হানুফা কহেন তবে শোন পাহামগান *
 লড়াই করিবে যদি করনা কারার ॥ হারিলে হইবে তুমি নফর আমার *
 আমি যদি হারি বান্দী হইব তোমার ॥ এয়ছাই কহিয়া বিবি করিল
 কারার * দুই জনে যোড়া পরে হইল ছুতার ॥ বড়া জগ হইলেক দোন
 বরাবর * কেহ নাহি হারে জিতে ছই জোরগার ॥ সাত রোজ রাত
 দিন লড়ে যোড়া পর * দানা পানি নাহি থায় লড়ে ছই জমে ॥ ফাফর
 হইল আলি ভারে মনে মনে * কহিতে লাগিল আল্লা ছনিয়া ভিতরে ॥
 জোরগার করে পয়দা করিলে আমারে * উঠাইতে পারি আমি জমিনের
 ভার ॥ আওরতের হাতে আজ হইল লাচার * এয়ছা মোনাজাত
 সাহা করিল তথায় ॥ কবুল পড়িল বাত আলার দরগায় * ফেরেস্তা
 ভেজিল আল্লা বিবির হৃদয়ে ॥ হাতা ভরে ফেরেস্তা আইল তথাকারে *
 কাড়িয়া ডালিল বিবির বুকের বস্তর ॥ সামালিতে বুক বিবি হইল কমজোর
 হেনকালে আলি হাক হৈদরি হাকিয়া ॥ উঠাইল ছের পরে কোমর
 ধরিয়া * আখেরে বিবির সহিত করিলেন বেহা ॥ বাদসাই করিয়া কত
 দিন রৈল সাহা * কত দিন পরে বিবির করজন্দ হইল ॥ মদিনায় ফাতেমা
 বিবি খবর পাইল * ফাতেমা বলেন মেরা এমানের মুদই ॥ আশাজ
 সহরে পয়দা হইল এয়ছাই * এয়ছা হাক মারে বিবি আলার দর-
 গায় ॥ সেই ঘড়ি হানুফার বেগা মারা যায় * এয়ছা ভাষে হানুফার
 এগার বেটা হৈল ॥ ফাতেমার হাকে পয়দা হইয়া মরিল * অবশেষে মহা
 ক্ষদ হানিফা পয়দা হয় ॥ আছমানের চাদ যেন জমিনে উদয় * দেখিয়া
 মরতজা আলি বেটার ছরত ॥ দোন আখে আছ চলে মরদের সাত *
 আলি আর হানুফা বিবি কান্দে ছই জমে ॥ এখনি মরিষে যে ফাতেমা
 যদি শুনে * এয়ছাই ভাবিয়া লাড়কা ছাপাইয়া কোলে ॥ মদিনায় চলে
 আইসে যেখানে রহলে * কহিল তামাষ বাত কয়ান করিয়া ॥ রহুলের
 পায় দিল লাড়কা ডালিয়া * দেখিলেন রহুল তারে নজর করিয়া ॥
 বোছা দিল পেমানিতে কোলে উঠাইয়া * মহাক্সদ হানিফা নাম রাখিল
 তাহার ॥ আলিকে কহিল নাম করিতে প্রচার * হানুফা বলেন নাম রাখিলে
 ইহার * মায়ের নামেতে নাম কেমন বিচার * ছনিয়াতে যত নাম কাপের
 নামেতে ॥ মায়ের নামেতে নাম না হয় কোন মতে * রহুল বলেন
 বিবি লোজ কেয়ামতে ॥ সকলের হইবে নাম মায়ের নামেতে *
 তোমার নামেতে নাম দিহু সেকারণে ॥ সে নাম কারেন রহিল সেই দিনে
 মেরা নামে মোহাক্সদ রাখিলাম নাম ॥ মারিতে নারিবে এসে ছনিয়া

তামাম * ফাতেমার হাকে কিছু না হবে ওহারে ॥ যতেক হাকিবে হাক
 যাবে মেরা পরে * তার পরে এক দিন নবি খোসালিতে ॥ হাছেন
 হোছেন বৈসে ডাহিক বামেতে * মহান্মদ হানিফারে পেয়ার করিয়া ॥
 দুই বাধু ধরিয়া তার লিল উঠাইয়া * নিজ বুকে দুই পাও করিয়া ধারণ ॥
 তাতি খোসালিতে মুখ করিছে চুম্বন * দেখিয়া ফাতেমা বিবি আশ
 বরাবরে ॥ গোয়া হইয়া বলিতে লাগিল পয়গম্বরে * বাবা তুমি কেমন
 বুঝহ নাহি জানি ॥ কেমন বিচার এয়ছা কোথাও না শুনি * বান্দি
 বাচ্চার পাও বুকেতে ধরিয়া ॥ আপনি দিতেছ বোছা হাসিয়া * বিবি
 জাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষন ॥ ঘন ঘন বান্দি জাদার করহ চুম্বন *
 আমার ছাত্তালে ঝুঝি ভাল নাহি বাস ॥ কত সাজিয়াছে দেখে মন্দ
 হাস * নিজ নামে কি জগে ইহার নাম থুইলে ॥ হাছেন হোছেন নিজ
 নামে না রাখিলে * তোমার চরিত্র আর কত বা বুঝিব ॥ ভাল নহে
 এয়ছা কাম কি আর বলিব * রহুল বলেন আমি যার করি হিত ॥ মোর
 হেন নছিবে সে বোঝে বিপরীত * ইবলিছের ফেরেবে দেখ পড়িয়া
 কুফর ॥ সংসার দোজখে জলে হইয়া কাতর * আমি তার দুখে চাকি-
 কলেমা পড়াইতে ॥ দুঃস্তাবে তারা সব আইসে মারিতে * তুমিত
 ফাতেমা তেরা করিলে বিচার ॥ না জানি করেছি আমি কার উপকার *
 ফাতেমা কহিল বাবা কহ বিবরিয়া ॥ মেরা উপায় কৈলে কেমন
 করিয়া * নবি বলে তুমি আর আলি জোরগার ॥ যেইকালে না থাকিবে
 দুনিয়ার উপর * কুফরে হাছেন যে মারিবে জহরতে ॥ হোছেনেরে
 মারিলেক কারবালো জমিতে * বহু বেটা তামাম কুফরে লিবে ঘিরি ॥
 রাখিবেক কারাগারে বন্দখানা করি * সেই দিনে এই লাড়কা হোছেন
 খাতেরে ॥ ভুড়িবে গোয়ায় আসি কইজাত কাকেরে * বহুত লড়িবে
 মোকে এই জোরগার ॥ তবে তেরা বহু বেটা পাইবে নিস্তার * এখা-
 তিরে এছে আমি করি যে পেয়ার ॥ ফাতেমা আমার কেন হইলে
 বেজার * শুনিয়া ফাতেমা পড়ে বেহুস হইয়া ॥ চারি দিকে বান্দি সব
 ধরিল আসিয়া * হোস হৈলে ফাতেমা যে কান্দিতে ॥ হানিফে লইল
 কোলে রহুল হইতে * হানিফার দোন পাও দোন আথে ধরে ॥ বহুত
 পেয়ার করে কান্দিল অন্তরে * বলে বাবা তুমি যে হোছেনের লিবে দাদ ॥
 তোমা হৈতে বহু বেটির ঘুচিবে প্রমাদ * তুমি এই হাতে বাবা মারিবে
 কুফরে ॥ হেথা এস বোছা দিই মবারক করে * মহান্মদ হানিফার
 হাতেতে চুম্বন ॥ করিল ফাতেমা বিবি খোসালিত মন * তার পরে সেই

লাড়কা হইল সেয়ানা ॥ জোরে জোরগায় হৈল বড়ই মর্দনা * কত
 জন কত ঠাই করিল এয়ছাই ॥ কোন পাহালওয়ান তার সাথে আটে
 নাই * তামাম যুদ্ধ যদি হয় এক দিকে ॥ তবু না আটিতে পারে হানি-
 ফার নজদিগে ॥ মর্দমি দেখিয়া তার আলি খুশি হৈল ॥ আশাজ সহরে
 আলি তারে ভেজে দিল ॥ সেই এসে তোমা সব করিবে উদ্ধার ॥
 এখন সময় বুঝে কর কারবার * জয়নাল বলিল মোরা মরিষে খবর ॥
 লইবে আসিয়া চাচা দামেক্ক সহর * বিবি বলে বাবা তুমি না হও কাতরা ॥
 এতদিন হানিফা মর্দ আইল রাহা, পর ॥ কারবালায় হায়াতে যবে ছিলেন
 এমাম ॥ লিখিয়া ডেকেছে তারে বয়ান তামাম * এক দিন নেকলিছে
 লিখন পড়িয়া ॥ এখন করহ কাম কুফরে মিলিয়া * জয়নাল শুনিয়া
 বাত হৈল নিমরাজি ॥ আসিয়া দুম্মার দিনে পৌছিলেক আজি *
 খোতরা পড়িবে তবে এমাম কহিল ॥ এজিদ খবর পাইয়া খোসাল হইল ॥
 গালিচা ছলি ॥ কত বিছায় মছজিদে ॥ আকবরের লোক কত আপনি
 এজিদে * সহরের লোক যত কাম কাজ ছাড়ে ॥ বলে শিশু কেমনে
 খোতবা দেখি পড়ে * জয়নাল আবদিন এসে মছজেদে সাক্ষার ॥ এজিদের
 বিছওয়ানা ফেকিয়া দিল পায় * আপনায় রোমাল যে বিছাইয়া শিশু বলে ॥
 দুম্মার নামাজ শিশু খোসালে গোজায়ে * মনাজাত পড়ে শিশু নারিয়া
 নামাজ ॥ খোতবা পড়িতে ফের করিল আওজ * আলার হাবিব পরে মর্দ
 ভেজিল ॥ তার পরে সাহাদত কলেমা পড়িল * আবুবকর আর খোতাব যে
 উহমান ॥ হজরত মোরতজা আর হাছেন হোছেন * এইমত রেস্তা করি
 পড়িল ফাতেহা ॥ ডরিল তামাম লোক দেখিয়া যে হাই * বেহ বলে শিশু
 নাহি বাচিবে পরাণে ॥ কেহ বলে সবংশে মরিল এত দিনে * না হৈল
 এজিদার নাম না হৈল মাযিয়া ॥ তবে কেন এসেছিল মরিবার লাগিয়া *
 দেখিয়া এজিদ তবে আগ বরাবরে ॥ গোমায় হুকুম হৈল যতেক চোপদারে
 নরলী দাবিয়া ওছে লেহ উঠাইয়া ॥ হাতে হাত কড়ি আর পায়ে বেড়ি
 দিয়া * খুব ভাতি আটিয়া রাখহ কারাগারে ॥ শুনহ মেরা যত আছত চোপ-
 দারে * খোরাক নিয়ম কর তিন রোজ বাদ ॥ খোড়া কিছু আটা দেহ লেহ
 এয়হা দাদ * শুনিয়া চোপদার সব তেমনি করিল ॥ হুকুম মাকিক কারাগার
 রেতে রাখিল * শিশু লোগে যে কিছু এনাম রেখে ছিল ॥ সে সকল
 ফিরাইয়া যবে লিয়া গেল * হোছেনের পাঙতলে কহেন এয়াকুব ॥
 লিখিতে এমাম পদ দেলে হয় হব *

জগ নামার বয়ান *

পয়ার ■ এমাম জাফর বলে শুন ভাই শুন ॥ জামানা সকল হুখ
পাইল এখন * জয়নাল আবদিন হেথা রয়ে কারাগারে ॥ রহিল
জামানা লোক বহুত কাতরে ■ বড়া পেরেসান সঙ্গে খোরাখ না মেলে
যদি মেলে অল্প কিছু তিন রোজ গেলে ■ সেসব ফকের কথা লিখিতে
নাপারি ॥ সেসব লিখিতে আছ আইসে আখ পুরি ■ দেখিতে না
পাই সদা আখের পানিতে ॥ তাহার কারনে সব না পারি লিখিতে *
অতএব রাখিয়া হেথা এই সব কথা ॥ কেমনে হানিফা মদ আসিয়া
যে হেথা * উদ্ধার করিয়া লিল জয়নাল আবদিনে ॥ তাহার বয়ান
কহি শুনহে মমিনে * এমাম হোছেন যবে আছিল হায়াতে ॥ মহা
মুদ হানিফারে লিখে ছিল খতে * লেখেছিল শুনহে হানিফা বেরা
দায় ॥ তুমি মেরা জান হতে অধিক বেহতের * দামেক সহরে বাদসা
হইল এজিদে ॥ বড় বদমরসী করিল হারামজাদে ■ জহরে হলক
কৈল এমাম হাছেন ॥ মোরে নেকালিল গিধি কারবালা জমিনে *
আগে ফেরাত দরিয়া রাখিল ঘিরিয়া ॥ হালাকিলো লাড়কাগন পানির
লাগিয়া * ওয়াজেব ছিল যে সেই লিখিল তোমারে ॥ খোসালিত হামেসা
রহিব মোরতরে * এতেক লিখিয়া এক রেকাব দরবারে ॥ পাঠাইয়া দিল
সাহা আশাজ সহরে * সেই দিন হানিফার বেটির বেহাতে ॥ বড় নেক
রোসন আছিল সহরেতে * সাদিয়ানা বাজা ঘন বাজে প্রতি ঘরে ॥
তার্কব হইল দেখি রেকাব বরদারে * পুছিয়া মতলব ফের মাগ্ম করিল
তবেত দরবারে এসে হাকিতে লাগিল * মহামুদ হানিফাকে হইল খবর
ভায়ের কাছেদ বলে আনে তার পর * হোছেনের কেতাবত পড়িতে
বহুত কাতরে সাহা লাগিল কান্দিতে * নাজানি ভায়ের হাল কেমন
হইল ॥ এত বলি হানিফাজে জমিনে গিরিল * আলি আকবর ভাই আছেন
বাদসার ॥ সেইত কাতর হৈয়া কান্দে জারে জার * বেহম হইয়া ভাবে দুই
বেরাদরে ॥ কান্দিল বহুত যে আছিল দরবারে * সতর পরদা জামা হানি
ফার গায় ॥ সোণে জার হৈয়া কাটিলেক তায় * ছের পাও লাঙ্গ করে
হইল বাহির ॥ চারি কোস আসিয়া বারেক হৈল দ্বির ■ আলি আকবর ছিল
উজির বাদে সার ॥ নিবারিল রহিয়া সাদির কারবার * চোনেন্দা হাজার
লোক সাতে করে লিয়া ॥ পথে হানিফার সাতে মিলিল আসিয়া * মঞ্জেল
চলে যতেক লঙ্কর ॥ তিলক বিলম্ব নহে অতি তরা পর * হোছেন সহিদ
হৈল কারবালা জমিনে ॥ ভেজিলেক কাছেদ মদিনার মোছলমানে *

সেইত কাছে আসি মিলিল কাছেতে ॥ জিজ্ঞাসিল হানিফার ছালাম
 করিতে * কোথা হৈতে আইলে তুমি কহ সমাজর ॥ কাছে কহেন বাত
 আগে হানিফার * বহু শত্রু মারি যত খারিজানে ॥ জহরে হালক
 করি এমাম হাছেন * হোছেন সহিদ কৈল দস্ত কারবালায় ॥ জয়নাম
 আযদিন আছে বন্ধন খানায় * সঙ্গে জয়নব বাহু কুলছুম ছালেমা ॥
 যত দুখ পায় তারা কি কহিব সীমা * কারবালায় হোছেন পরে জুলুম
 দেখিয়া ॥ সোণেতে পাথর সব রয়েছে ফাটিয়া ॥ এজিদ আমলে সবে
 আনে যদি নারে ॥ সোবেদার করে রাখে ওতবা ওলিদারে * তিন লাখ
 আসি হাজার সহিত ছওার ॥ ওতবা ওলিদা সেধা আছে সোবেদার *
 শুনিয়া হানিফা তবে বহুত কান্দিল ॥ আহা মেরা ভাই হোছেন কোখায়
 রহিল * ফের নাই দেখিছু ভায়ের চাদ মুখ ॥ নাজানি এলাহি এরছ
 কেন দিল দুখ * আমার মউত কেন না কৈল খোদায় ॥ হায় হায়
 জয়নাল বাছা কারাগারে যায় * সাত পাচ বান্দি জার চামর ডুলায় ॥
 সে তনু কুফর বাদে ধুলায় লুটায় * বহুত কান্দিল সবে হইয়া কাতর ॥
 তবে বোঝাইয়া কহে আলি আকবরে * সোক দূর কর ভাই করই
 উপায় ॥ যেরূপে কুফর সব আইসে যের পায় * তির লাখ আর
 আসি হাজার ছওার ॥ শুনিছু কুফর বটে আছেত তৈয়ার * চোন্নেদা
 হাজার তুরুক ছওার আশাজি ॥ এহাকে যে কি শুনিবে কুফর
 খারেজি * হানিফা বলিল শোন আকবর ॥ আছিল আমার আব
 তিন বেরাদর * এক উম্মর আলি আর হয় তালেব আলি ॥ তীতিয় ভায়ের
 নাম আকৈল আলি বলি * যুঝে বাবা ভেজিলেক আশাজি সহরে ॥
 বোগদাদ ভেজিল আলি তা সবার ভরে * নামেতে মোছেব কাকা
 আলির পালক ॥ তাহারে ভেজিল আলি সহর এরাক * আর এক ছিল
 নাম এবরাহিম ওস্তর ॥ তাহাকে এনাম দিল আশাজি সহর * ভোগান
 মোগান ছিল তুরুক দুই ভাই ॥ তুরুকে ভেজিয়া দিল তাহারে এয়ছাই
 না জানি কি জিতা আছে না জানি কি মৈল ॥ ছাড়াছাড়ি অনেক যুদ্ধত
 আজি হৈল * শুনে আলি আকবর কহে হানিফারে ॥ লিখন ভেজিয়া
 দেহ তামাম বাদসারে * রহুলের খান্দানের হৈলে দোস্তদার ॥ বারেক
 এ সময় এস কর উপকার * শুনিয়া হানিফ মর্দ লিখন পরওানা ॥
 তেজ গাম কাছেদেরে করিল রওানা *

মহাম্মদ হানিফার লাড়াই শুরু *

পয়ার *

দোছরা রোজেতে কুচ করিল লঙ্কর ॥ রাত দিন চলে

আইন মদিনা সহর * জাহাজ খবর দিল যেথায় ওলিদের ॥ ভাগিত খবর
 লিখে ভেজেহ এজিদে * চোনেকা হাজার সাতে আশাজি সওয়ার ॥
 শনিয়া নেকলে যত জন্মি আছওয়ার * ছই দল ময়দানে হইল নমদার ॥
 শুড় শুড় নাকারা বাজে ময়দান উপর * ঘন হাকিতে লাগে নকি
 যান ॥ কোন মর্দ লড়িবেক নেকালে ময়দান * শনিয়া নেকলে এক
 আশাজি জওয়ান ॥ হানিফার কাছে এসে চাহিল ফরমান * হানিফা
 বলিল তুমি হুশিয়ার খোদারে ॥ শনিয়া নেকলে মর্দ ময়দান উপরে *
 খারিজান হৈতে এক নেকলে ছওয়ার ॥ ছই জনে ময়দানে হইল নমু-
 দার * নাকারা করনাল রন সিদ্ধা ঘন বাজে ॥ ছই জনে শনিয়া
 ফুলিল রন মাঝে * পহেলা আসিয়া চোট করিল খারেজি ॥ ঢালের
 উপরে তাহা লইল আশাজি * আশাজি মারিল চোট হাকিয়া ছেরেতে
 কক্ষকার কাট যেন চিরিল করাতে * ছের হৈতে জোরেতে মারিয়া
 তলওয়ার ॥ লাগিয়া ঘোড়ার পিঠে বকে হৈল পার * ঘোড়া হুঙ্কা
 আতভাগে হইল ছইথান ॥ ছওয়ার দিঘল এক হাত পাঙ কান * দেখিয়া
 আশাজি সাহা হইল খোঁসাল ॥ এলাহি পহেলা নেকলিল নেকফল
 মহাক্কদ হানিফা মর্দ হাকিয়া যে বলে ॥ গোয়া হয়ে গালি দিয়া
 কুফর সকলে * মহাক্কদ হানিফা নাম শুনরে কুফর ॥ মোরতজা
 আলির বেটা যানে আলম আলার * আসিয়াছি ভাই সকলের লিতে
 দাদ ॥ আজি কোথা জাবিরে কুফর হারামজাদ * নেকালে ময়দানে
 যদি মর্দ কেহ থাকে ॥ হরিপ তোমরা খাড়া ঘন ডাকে * তবে এক
 আছওয়ার বলেরে হেচকারা ॥ আর কোন কালে কাম করিবে তোমরা
 এতবলি হানিফায় হাকিয়া যে চলে ॥ পহেলা আসিয়া চোট মারি
 লোক বলে * হানিফা ঢালের পরে যখন হইল ॥ পাঙ ধরে কুফরের
 খেচিয়া ফাড়িল * ছই পাঙ ধরিয়া ফাড়িল খারিজিরে ॥ চাদর ফারিয়া
 যেন ছই ফাক করে * একথান ফেকে দিল কুফর লঙ্করে ॥ আর থান
 গোয়ায় মারিল জমি পরে * এমন বুওতে ভুমে কাছারিয়া ছিল ॥
 পাচ গজ জমিন ছেদিয়া প্রবেসিল * আর তার ছের কেটে নেকাক্ক
 গাথিয়া ॥ কুফর লঙ্কর বিচে পৌছিল আসিয়া * কাটিতে লাগিল
 গিয়া যতেক লঙ্করে ॥ লহ নদি ঢালাইল ময়দান উপরে * কখন সমুখে
 কাটে কখন পিছেতে ॥ কখন ডাহিনে কাটে কখন বামেতে * এসারা
 করিল সাহা আপনা লঙ্করে ॥ এই বেলা আসি কাট যত খারিজিরে *
 আলি আকবর সাতে হাজার ছওয়ার ॥ এসারা পাইয়া পড়ে কুফর মাঝার *

দুই দলে এক হৈল চেনা নাহি জায় ॥ করিলেক তেগবাজি যেই জারে
পায় * পাহালওয়ান বতেক সবে করে মহারন ॥ মার মার ধর ধর কহে
সকল জন * হাতি ঘোড়া কত জন পাহাড় পড়েছে ॥ কোথা ধড় কোথা
ছের বেথান হয়েছে * কুফরের লহতে যেন শ্রোত যায় চলে ॥ যেমন
বরিসা কালে দরিয়া উথলে * তবেত বাজিল ভাই বাহিড় তবল ॥
ফিরিয়া চলিল যত দু দিগের দল *

ওতবা ওলিদের খত লিখিবার বয়ান

পয়ার * সে দিন হানিফা মদ ওনিয়া মাথায় ॥ আট হাজার
ছেপাই হুমার গিয়া পায় * ছয় হাজার সহিদ হইল সেই দিনে ॥ তবুত
হানিফা কিছু ভয় নাহি ওনে * ওতবা কমজাত দেখে আপন লঙ্করে ॥
চাল্লিস হাজার মারা গেছে একেবারে * দেখিয়া ডরিল গিধি কি হইবে
আর ॥ এক দিনে মারা গেছে চাল্লিস হাজার * এজিদেরে কেতাবত
লেখে বদজাত ॥ মহাক্কদ হানিফা আসি করিল গারত * চৌদা
হাজার সাথে ছেপাই আমবাজি ॥ সবে জেরা পোষ গায় বড় জাহা
বাজি * চুনেদার মেরা যতেক ছওর ॥ একেলা মারিল তার চাল্লিস
হাজার * এমন লিখিয়া গিধি ভেজিল এজিদে ॥ লেখা পরে কাপিতে
লাগিল হারামজাদে * ভাবিতে লাগিল গিধি বিপাক হইল ॥ এমন
বালাই ছিল কেহ না বলিল * পুনকার বলে গিধি কাপে থর ॥ ওত-
বার মদত ভেজে ভাল আছওয়া * জয়নলের তরে কেহ আন নেকা-
লিয়া ॥ সাত সও আওরত মারে ডালহ গাড়িয়া * এমন সময়ে এক
কাছেদ আইল ॥ ছালাম করিয়া খাড়া কহিতে লাগিল * আলটি পরগনা
লঙ্কর পুরগাম ॥ তথা বসে আবছলা কাদের গুনধাম * তাহার মধ্যম
বেটা আবদুল্লা জাফর ॥ তাহর বেটাকে সৃষ্টি কৈল তার পর * জগনামা
কেতাবের কথার প্রধান ॥ পাচালিতে অধম এয়াকুব গীত গান *

এমামের সতেলা ভাই আসিবার বয়ান *

পয়ার * এজিদার কাছে সেই গোলাম আসিয়া ॥ কহিতে লাগিল
বাত শুন দেন দিয়া * বোগদাদ সহরে বাদসা নামে উম্মর আলি ॥
আর ভাই তালেব আকৈল মহাবলি * নামেতে মোছেব কাকা আলির
পালক ॥ বড় পাহালওয়ান মদ সহর এরাক * এবরাহিম ওস্তর নাম
এক পাহালওয়ান ॥ আনাজ সহরে বাদসা আলির ফরমান * ভোগান
মোগান তোরক তারা দুই ভাই ॥ বড় পাহালাওয়ান দোন তোরক কি
ছেপাই * সকল বাদসার দল হইয়া হুমার ॥ আসিতেছে রাহা পরে

শুন সমাচার * এয়ছাই শুনিয়া গিধি পাইল বড় ভয় ॥ মেরঙা
উজির তরে বুজাইয়া কয় * এখন জয়নাতে নাহি করহ নিপাত ॥ যব
তক হানিফা মর্দ নাহি হয় হাত * এজিদ বলিল শুন মেরঙা উজির
হানিফারে লই সবে কি করি ফিকির * এয়ছা কেহ মর্দ থাকে বান্দে
সবাকারে ॥ বহুত এনাম আমি করিব তাহারে * সেমর লাইন গিধি
শুনিয়া এমন ॥ মারিব বলিয়া বুক ঠুকে যনে যন * বলে বাদসা কহি
শুন তোমার ছড়রে ॥ আলির মর্দমি দাও যটেছে আমারে * হোছে
নের ছের কেয়ছা দিলাম আনিয়া ॥ হুকুম করহ আমি আনিব বান্দিয়া
এজিদ কমজাত শুনিতার এই বাত ॥ তিরিশ হাজার লোক দিল তার
সাত * কহিল যে পথে আসে হানিফার ভাই ॥ আপনি যাইয়া তথা
করহ লড়াই * শুনিয়া সমর গিধি চলিলেক শুনে ॥ রাত দিন চলে
মাহি রহে কোন থানে * তিন লাখ আছতার ওতবা ওলিদে ॥ মদদে
ভিজিয়া দিল লামতি এজিদে * মোহাম্মদ হানিফা হেথা উঠিয়া ফজরে
গোজারিয়া নামাজ ছালাম সাহা ফেরে * ডাহিনেতে আলি আকবর
থাড়া হৈয়া ॥ কান্দিছে কাতরে মর্দ দহসত পাইয়া * দেখিয়া পুছিল
সাহা কহ বেরাদর ॥ কি খাতেরে কান্দ এয়ছা হইয়া কাতর * আলি
আকবর বলে আরজ আমার ॥ এক দিনে মারা গেল যতেক ছতার *
শুনিলু জাছুছ এসে কহিল আমারে ॥ তিন লাখ মদদ আইসে ওলিদারে
হানিফা বলিল আলি আকবর ভাই ॥ তোমার মদদে আছে আপনি
এলাই * শোনহ মমিন ভাই হৈয়া এক মন ॥ বোগদাদ সহরে বাদসা
আছিল যেমন * হানিফার কাছেদ পৌছিল যেই দিনে ॥ তক্তের উপরে
ছিল উম্মর পাহালওনে * আকেল তালেব আলি একত্রে বসিয়া ॥
হোছেনের কথা কহে আবদিদা হইয়া * বলে নাহি জানি মোরা হাছেন
হোছেন ॥ বহু দিনে দেখি নাই আছেন কেমন * এমন সময় এসে কাছেদ
পৌছিয়া ॥ হানিফার কেতাবত দিলেক ডালিয়া * পড়িয়া উম্মর আলি
জানিল কারন ॥ জমিনেতে ছের মারে কান্দে তিন জন * সোপেতে
গায়ের জামা ডালিল ফাড়িয়া ॥ করিল মাতম জারি কাতর হইয়া * দোছরা
রোজেতে যত সহিদের রুহে ॥ খানা পানি ফাতেহা করিয়া সাহা কহে *
সেতাবি কোমর বেন্দে হওনা তৈয়ার ॥ ভুড়িব কুফর গিয়া মারিয়া
পয়জার * এয়ছাই শুনিয়া সবে বাদসার ফরমান ॥ মার মার করি আইল
নকিব পাহালওন * কত হাতি আশ্বারি বান্দিয়া মারি ॥ উট গাধা

হুমার করিতে নাই পারি * সপ্তেতে চলিল কত বাদসার ছণ্ডার ॥ উম্মর
 আলি মহাবলি বলে মার ॥ হেথায় মোছেব কাকা আছিল বসিয়া ॥
 আরকান দৌলত সব একত্র হইয়া * হাছেন হোছেনে বহুকাল না
 দেখিয়া ॥ সেদিন ভাবনা করে একত্র হইয়া * নাহি জানি ভাই সব
 আছেন কেমন ॥ হইল বহুদিন না দেখি বদন * তেজগাম কাছেদেরে
 ভেজৈ মদিনায় ॥ তাগিদ খবর গিয়া আনহু সেতায় * এমন সময় আইল
 লেখা হানিফার ॥ পড়িয়া জানিল কাকা সব সমাচার * জমিনে গিরিল
 কাকা বেহশ হইয়া ॥ চেতন পাইয়া ফের উঠিল কান্দিয়া * অনেক
 মাতম জারি করিয়া আখের ॥ থানা পানি করিয়া ফাতেহা সহিদেব * পঞ্চ
 দশ হাজার ছণ্ডার লিয়া সাতে ॥ চলিল মোছেব কাকা কুফর ভুড়িতে *
 মোছেব কাকার বেটা মোছেব নাম ॥ বড়া জাহাযজ লাড়কা
 রূপে অনুপাম * বলিল সেতাব চল যতেক ছেপাই ॥ না যাইতে চাচা
 গিয়া করিব লড়াই * এত শুনি ধাইল যতেক পাহালওানে ॥ কদাচ
 দেবের নাহি চলে রাত দিনে * সেমর লানতি হেথা এজিদ ছুঁরে ॥
 করিয়া আলির দাওা আইসে হেথাকারে * জাছুছ আসিয়া উম্মর
 আলিকে বলিল ॥ কুফর আসি দেখ নজদিগ হইল * সেমর লানতি
 যেই কাটিল হোছেনে ॥ সেই কাফের নকি আইল এখানে *
 মরতজা আলির দাওা এজিদ সাক্ষাতে ॥ করিয়া আসিল গিধি
 তোমাকে লইতে * কাফেরের জাছুছ হেথা দিল সমাচার ॥ তাকিদ
 কোমর বেন্ধে হওনা তৈয়ার * উম্মর আলি বহুত লঙ্কর লিয়া সাতে ॥
 নজদিগ হইল এসে দেখনু চক্ষুতে * শুনিয়া কাফের কহে তবল
 পরানে ॥ তবল ঠুকহ গিয়া উত্তম ময়দানে * নাকারা বাজিল আর
 যতেক তবল ॥ শুনিয়া আওাজ যত বোগদাদি সকল * দামামা রনসির
 বাজাইতে কহে দলে ॥ মার ২ কোরে এসে ময়দানে নেকলে * দুইদলে
 নমুদার হইল দুই ভিতে ॥ সেমর লানতি গিধি লাগিল বলিতে * শুমরে
 উম্মর আলি বলি তোরতরে ॥ কাহেকো মরিতে আইলে তুমি হেথাকারে
 আলির মউত পাছে হেন্তত তাহার ॥ আমাকে বরমেশ কৈল পরওয়ার
 দেগার * রছুলের নুরদিদা হোছেনের তরে ॥ যদি একে কাটিয়া ভেজিনু
 এজিদে * তোর তিন ভায়ে আমি বান্দিয়া আনিব ॥ অতি থোসা-
 লিতে লিয়া এজিদে ভেজিব * উম্মর আলি বলে ওরে শুনরে লানতি
 এখনি দোজকে ভেজে দিব জোনাজাতি * পয়জারে মগজ তোর
 উড়াব একনে ॥ দেখিব এজিদ এসে রাখিবে কেমনে * তালেব আলি

গোশ্বাস রহিতে নাহি পারে ॥ যোড়া কুদাইয়া চলে ময়দান উপরে *
 দেখিয়া সেমর গিধি অতি তরাপর ॥ তীর তলওয়ার মারে তালের উপর *
 তালের আলি ঢাল পরে লইয়া যখন ॥ একেবারে দেখাইল নিজ পরা-
 ক্রম * সমালিহিতে নারে গিধি পড়ে জমিনেতে ॥ দুই খণ্ড কৈল চোট
 যোড়ার পায়েতে * যোগাইল আর যোড়া নফর তাহার ॥ তাহার উপরে
 গিধি হইল ছওয়ার * ভাগিতে লাগিল আর নাহি হয় স্থির ॥ তালের
 আলী পিছেতে খেচিয়া মারে তীর * তবে তালের আলি এসে পড়িল
 লঙ্করে ॥ কাটীতে লাগিল এসে যতেক কুফরে * এয়ছাই কাটিল
 মর্দ খুলিয়া তলওয়ার ॥ মারিল কাফের নামি পোনার হাজার * বোগদাদি
 লোক কেহ যখন না হৈল ॥ বাহড়ি তলব গিধি বাজাতে কহিল *
 তবে দুই দলে জুদা হৈল দুই ভীতে ॥ তালের আলী কুফরেরে লাগিল
 বলিতে * মোরতজা আলীর বেটা মোরা তিন জন ॥ ভাল হৈল এক
 বার জানিলে কেমন * এলাহী করিলে কাল উঠিয়া বেহানে ॥ দোজখ
 ভেজিয়া দিব যত খারিজানে * মোকুফের নাকারা বাজিল এখাতিরে ॥
 রেয়াত করিয়া আজি ফিরে যাই ডেরে * এত বলি আপনা থিনায়
 চলে গেল ॥ সেমর লানতি তবে ভাবিতে লাগিল * শুয়ে লড়িতে
 আমি নাদিব এহারে ॥ কসেদ করিব আমি কেমন প্রকারে * এয়ছাই
 কতেক গিধি ভাবিয়া দেলেতে ॥ মমিন সর্দারগনে লাগিল লিখিতে
 এজিদের তিন লাখ আছে আছওয়ার ॥ অবশ্য মহিম ফতে হইবে তার
 কাছে সব বিপাকেতে হারাইবে জান ॥ মেলহ আসিয়া নহে হবে পেরে
 মান * দোছরা মনছব দিব এজিদে কহিয়া ॥ হানিফার তিন ভাইকে
 দেহনা বাজিয়া * বরসাতে মাছ মেন স্রোত গুথে ধায় ॥ যেথা মন
 স্থখে থাকে নালা ডোবা পায় * যখন কার্তিক মাসে কমে আইসে জল
 কি হবে কোথায় জাব হইয়া বিকল * সেইরূপে ভাল হবে জানহ
 আগতে ॥ এই বেলা ভাল রাহা চিনহ মনেতে * এয়ছাই লিখন যদি
 সেমর লিখিল ॥ বাজে হারাম খোর সব বেদেল হইল * লিখিল সেমর
 যাহা কিছু নহে মিছে ॥ আখেরে মরিব ভাই না ছাড়িব পিছে *
 নাহাক হালাক হবো না পাবো কেনার ॥ এই বেলা রাহা সব দেখহ
 এহার * এতেক ভাবিয়া যত বেওফা সর্দারে ॥ রাত যোপে বেদে দিল
 তিন বেরাদরে * সেমর লানতি বড় খোসাল হইয়া ॥ মাদিয়ান বাজা
 ইল সারাব থাইয়া * মদিনার খবর আনিতে কাছেদরে ॥ সেই যে
 মোছেব কাকা ভেজিল জাহারে * আসিতে সে কুফরের লঙ্কর দেখিল ॥

লঙ্করে পুছিয়া বাত মানুম করিল * ফিরিল কাছেদ তবে পাইয়া খবর ॥
 নাকরে দেরেগ সেই চলে রাহা পর * এখানে মোছেব কাকা লঙ্কর লইয়া
 বিলম্ব না করে সে আসিছে মেলা দিয়া * সেদিন মঞ্জিল করে আসিয়া
 লঙ্করে ॥ ওতারিয়া আছে এক ময়দান উপরে * মছলত করেন সবে
 লইয়া ইয়ার ॥ যাবত না মিলি আমি সাতে হানিফার * তেগ তলে
 নাহি আমি কমজাত কুফর ॥ তাবত আমার দেলে না হয় কারার *
 এমন সময় সেই কাছেদ আইল ॥ দেখিয়া মোছেব কাকা হাকিয়া
 পুছিল * ভোরে আমি মদিনায় দিখু পাঠাইয়া ॥ ফিরিয়া আইলি
 কেন সেথা না জাইয়া * কাছেদ ছালাম করি কহিতে লঙ্গল ॥ মদি
 নার সমাগার রাহেতে মিলিল * দামেস্ক সহরে বাদসা হইল এজিদে
 হাছেন হোসেনে সে মারিল হারামজাদে * মহান্মদ হানিফা তার
 শুনিয়া খবর ॥ গোস্বায় গেছেন সাহা ভুড়িতে কুফর * উম্মর আলী
 তালেব আলী আক্কেল আলী আর ॥ যাইতে ছিলেন তারা মদদে তাহার
 সেমর লাইন এক কুফর সর্দার ॥ বলায় মোরতজা আলী কুফর লঙ্কর *
 উম্মর আলী আদি তিন ভাইকে জিনিয়া ॥ ~~এদিন দুই লয় সবাকৈ~~
~~সানিয়া~~ * ভানিয়া মোছেব কাকা বলে হায় হায় ॥ আমার বাবেতে কিবা
 করিল খোদায় * এক দর্দ না মিটিতে হৈল আর বেথা ॥ নাহি জানি
 ভাই সবে লিয়া গেল কোথা * এত বলি দৌড়িলেক যত পাহালওয়ান ॥
 নাহি পাতে পাও যেন ঝড়ের সমান * সেমর লাইন গিধি খোসাল
 হইয়া ॥ সাদিয়ানা বাজাইছে ওমানে ভরিয়া * কেহ রান্দে কেহ খায়
 কেহবা শুইয়া ॥ হেন কালে কাকা সেথা পৌছিল যাইয়া * হাকিয়া
 বলেন ওরে সেমর কমজাত ॥ নেকাল ময়দানে তোর মুখে মারি লাত *
 এত বলি গোস্বায় যে মমিন সর্দার ॥ আটিয়া ধরিল মুট তেজ হাতিয়ার *
 যাহারে সমুখে দেখে কাটে যে তাহারে ॥ হজিমত খাইল সব কমজাত
 কুফরে * সেমর হারাম খোর যায় পলাইয়া ॥ পিছে পিছে মোছেব
 কাকা যায় খেদাড়িয়া * আপনা কোমর বন্দ সেমরের গলে ॥ দিয়া যে
 মোছেব কাকা পড়ে জঘিতলে * ছাতিতে বসিয়া বান্দে মজবুত করিয়া ॥
 দেখিয়া কুফর লোক যায় পলাইয়া * খালাছ করিল তবে তিন
 বেরাদরে ॥ উম্মর আলী তালেব আলী আক্কেল আলীরে * তিন ভাই
 পড়ে তবে কাকুর পরেতে ॥ হোসেন হোসেন বলে লাগিল কান্ডিতে *
 নিদানে উম্মর আলী বলিল সবারে ॥ বেওফাই করিল মোর যতক
 চাকরে * পহেলা লড়াই খুব করিহু তেগবাজী ॥ রাতে বেন্দে দিল সবে

করে দাশাবাজী * মোছেব কাক! লোটে এসে কুফর চক্রে ॥ পাই
অকল মাতা খোশাল অন্তরে ॥ দোহরা রোজেতে সবে মদিনা তরফে ॥
লক্ষর সমেতে চলে অতি মনস্তাপে * এমামের পদঙ্গ পাইবার আসে ॥
যমহথে অধম এয়াকুব এহা রচে *

এমামের মতলা ভাই মদিনায় পৌছে *

পয়ার * মহাকদ হানিফা হোথা গুলিদের মনে ॥ আছিল গোষায়
মর্দ বড়ই মহিমে * তিন সও আছগার সহিদ করিয়া ॥ তবে সে
কুফর সবে গেছে বাহড়িয়া * ওছগাছ হইয়া তবে আলি আকবর ॥
জোড়হাতে কহে কিছু হানিফা গোচর * আরজ চাহেব সাহা শোন
দেল দিয়া ॥ তামাম লক্ষর তেরা ডালিল মারিয়া * কোন ভাই বন্দু
নাহি আইল মদদে ॥ একেলা নারিবে ভাই জিনিতে এজিদে * এই
বাত চিতে রাত গেল গোজারিয়া ॥ বেহানে কুফর আইল লড়িবার
মাগিয়া ॥ শুনিয়া হানিফা তবে নজর করিল ॥ দিনের নিমান উড়ে
দেখিতে পাইল * আলি আকবরে সাহা কহে খোশালিতে ॥ দেখহ
দিনের ফউজ আইল লড়িতে * এত বলি আগু বাড়াইয়া চলে যায়
উম্মর তালেব আলি আসিয়া পড়ে পায় ॥ আকল আলি মোছেব
কাক! আর তিন জন ॥ হানিফার পায় সবে করেন ক্রন্দন * হাছেন
হোছেন বলে ডাকে যত ভাই ॥ ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দেন এয়ছাই *
হানিফা সবার তরে ধরিয়া তুলিল ॥ ভাই-বলিয়া যে কোলেতে করিল *
সবারে প্রবোধ করে আয়িল ডেরায় ॥ কুফর করিতে জের ভাবেন উপায়
মোছেব বলিল ভাই হানিফা পাহালগান ॥ উজালা করিলে তুমি
আপনা খান্দান ॥ বহুত করিলে জঙ্গ মারিলে কুফরে ॥ রহিবে তোমার
নাম দুনিয়া ভিতরে * কদাচিত আফছোছ তুমি না করিও আর ॥
অমরা করিব জঙ্গ সাতেতে তোমার * এতেক বলিয়া কাক! সাতে হানি-
ফার ॥ সেমর লাইনে ভেট এনেছি তোমার * হানিফা কহিল এই কম-
জাতের মুখ ॥ দেখিতে উচিত নহে বাড়ে অতি দুখ * হোছেমে কাটিল
গিধি না ডরে রহলে ॥ সেতাব হারাম খোর আন তেগতলে * নহে
ময়দানে গেড়ে করহ নিশান ॥ তীরেন্দাজি কর লিয়া যত পাহালগান *
শুনিয়া মজবুত করে বান্দে দুই হাতে ॥ নিশান করিল গিয়া গেরে ময়-
দানেতে ॥ মহাকদ হানিফা আর যত লোক জন ॥ করিল কুফর পরেতীর
বরিশন * বেহেস্ত পাইল গিধি হোছেনের কোলে ॥ ওঁউবা আসিয়া হোথা
হাকিয়া যে বলে * কোন পাহালগান কষ্ট থাকে যদি মনে ॥ সেতারি

নেকলে সেই মহিম ময়দানে * আজিত সবার ছের করিব এরছাণ্ড
 দেখিয়া এজিৎ বাদসা হইবে খোমান * নহেত হানিফা শুন বাহা কহি
 তাহা ॥ মনে অনুমান করি বুঝে দেখ এহা * জীতে যদি থাকে সাক
 দাতে কর যাস ॥ আজিজ হইয়া চল এজিদের পাস * মেওজিৎ
 রাখাইব করিয়া ছরদার ॥ খারাব হইবে কথা না শুন আমার * হানিফা
 হাকিয়া বলে শুনরে ওলিদ ॥ কি করিতে পারে তেরা লানতি এজিৎ *
 থরিদা বান্দিরে পেটে জনম লইলে ॥ তার কত বড়াই করিস মতা নামে *
 তুইত আমার যরে নেমক খাইয়া ॥ এক গোলামের সাথে রহিয়া
 মিলিয়া * কর যে জবান কটু চাহেব জাদারে ॥ আখেরে উড়াব ছের মারিয়া
 পয়জারে * এজিদের দলভারি দেখে ভাব মনে ॥ হানিফার লোক খোমান
 জিনিবে কেমনে * এক হুজুর তাপে পড়েত সংসার ॥ মনে
 ভাবিয়া গিধি দেখে আপনার * এক বাঘে কি করিবে হাজার ছাগলো এক
 সিঁড়ি দেখে ভাগে হাতি পালে * এক সাপে কি করিবে বহুত মেড়াক
 বুঝিয়া না বুঝা গিধি লাগত তোমাকে * অনেক টুটাব আমি ভেঁকা
 অহকার ॥ আমি তোরে পাঠাব জমের দুয়ারে * গোমায় মেছেব কান্দা
 আগ হেন জলে ॥ ছালাম করিয়া এসে হানিফারে বলে * একবার মর্দ
 রক করমান যদি পাই ॥ দেখি এই গিধি হয় কেমন ছেকাই * হানিফা
 কহেন বাহ হুপিহু খোদারে ॥ মোছেব ময়দানে পিয়া লাগিল হাকি
 বারে * বুঝিব মর্দমি ভুগি জোর রাখ কত ॥ বাহা দেখাইব তুকে সেনদের
 মত * ওতবা কমজাত এহা নজরে দেখিয়া ॥ পুছিতে লাগিল সব
 মনে ভয় পাইয়া * কোন পাহালওয়ান এই কোন দেশে ঘর ॥ কহিতে
 পারহ কেহ জানহ থবর * এক জন কহে নাহি জানহ এহারে ॥ এয়া
 কের বাদসা এই বড় জোর ধরে * খুসিপুত্র আলির মোছেব কান্দা
 নাম ॥ সাবধানে এসনে করিবে সংগ্রাম * শুনিয়া ওলিদ যিকি
 কাশিল অন্তর ॥ তবে একেই আইল যতেক ছওয়ার * সব দোজখের
 রাহে করে আওয়ার ॥ দোজখে পড়িয়া সব হৈল ছারখার * এজিৎ
 সও লকর মারিল খাড়া হৈয়া ॥ তবেও ওলিদ গিধি জাবে ডয় পাইয়া
 আরহোরেরা নামে ছিল এক পাহালওয়ান ॥ মোজব করিয়া গিধি
 আইল ময়দান * চিনিল মেছেব কান্দা আরহোরেরারে ॥ কহিতে
 লাগিল মর্দ হোরেরার তরে * মহাম্মদ মস্তফার বান্দান অহিত * কুফরের
 হইয়া লড় এমন উচিত * হোরেরা বলিল মোরে মাতা বেতমার ॥ নিয়া
 ছে এজিৎ মান বাড়াইল মোর * বলিয়া হোরেরা অতি গোয়া ॥

হৈয়া মারিল মছেব পরে নেজা ঘুমায়া * হৈকমতে মোছেব
 নেজা সামলিল ॥ বুক পাতিয়া সেই নেজা যে ধরিল *
 হাকিয়া হোরেরা তবে কহিল কাকারে ॥ ধরিলেহ নেজা কেন ডরিলে
 স্বপ্নে * মছেব কাকার বলে ধরি এহার লাগিয়া ॥ পারি কিনা পারি
 লিতে নেজা ছেনাইয়া * ছাড়াইয়া লেহ দেখি নেজা আপানার ॥ এখনি
 জানিবে তুমি কেয়ছা জোরগোর * শুনিয়া হোরেরা তবে জোর বড়া
 কৈল ॥ মোছেবের হাত হৈতে লিতে না পারিল * গোখায় মোছেব
 কাকার হোরেরা হইতে ॥ ছাড়াইয়া সেই নেজা লাগে ঘোমাইতে
 সামাল হোরেরা বলি মারিল তাহারে ॥ বেহম হইয়া গিধি পড়ে জমি
 পড়িল * আবু হোরেরা দেখ নামি পাহালওয়ান ॥ তবে সে বাচিল নহে গেছিল
 পড়িল * উঠিয়া ভাগিতে পুন পিছে খেদারিয়া ॥ মারিল মোছেব এক
 সময়ের খেচিয়া * হোরেরা সাজওয়াল সহিত হইল দুই খান ॥ দেখিয়া
 ওলিদ গিধি ভাবিল নিদান * মোকুফের নাকারা বাজাইতে কহিল ॥
 তবেত মোছেব কাকার বাহুড়িয়া আইল * দেখিয়া হানিফা তবে মোছেব
 কাকারে ॥ কোল দিয়া পেন্সার করিল বহুতরে * ধন্য কাকার ধন্য তোর
 ওস্তাদ শুজনে ॥ ধন্য যে ওস্তাদ শিক্ষা দিল শুভক্ষনে * জগনামাস
 শুভক্ষনে কাকার বয়ান ॥ অধম এয়াকুব কহে শুন পুন্যবান *

তালেব আলির লড়াই *

পয়ার * বেহানেতে দুইদলে বাজিল নাকারা ॥ কোমর বান্ধিল
 সবে হয়ে অতি তরা * তালেব আলি ছালাম করিল হানিফার ॥ কহিল
 হকুম দেহ যাই লড়িবারে * হানিফাকহিল যাহ শুপিহু খোদারে ॥
 শুনিয়া তালেব আইল ময়দান উপরে * আসিয়া যে গোখা হয়ে
 লাগিল হাকিতে ॥ কে আছে পাহালওয়ান আইস লরিতে * দোজখে
 ভেজিল আজ যে করে খোদায় ॥ শুনিয়া ওলিদ তবে চারি পানে চায় ॥
 কে আছে নেকল গিয়া হাকে পাহালওয়ান ॥ সেতাব যাইয়া ওছে পাক
 ডিয়া আন * ছোহরাব জমি নামে ছিল জোরগোর ॥ শরীর পয়ত্রিশ গজ
 ওস্তাদ তাহার * ওলিদের হুজুরে আসি কহে জোর হাত ॥ দেমাগ করিয়া
 কিছু কহে তার সাত * হকুম করহ যদি জাইয়া ময়দানে ॥ এখনি বান্ধিব
 জামি এই পাহালওয়ানে * ওতবা কহিল আন সেতাব বান্ধিয়া ॥ শুনিয়া
 চলিল জমি গোখা দেল হৈয়া * পর্ত্ত সমান ঘোড়া উচা অভিযায় ॥
 দেখিয়া সকল লোকে লাগে বড় ভয় ॥ তালেব আলিরে এসে বলে মার
 আপনার নাম তুমি কহনা আমার * বেনামে যাইবে কাটা নহে ভাল

কাম ॥ শুনিয়া বলিল মোর তালের আলি নাম * মোরতজা আলির বেটা
 বিদিত সংসার ॥ নানা জার দীন দুনিয়ার ছরদার * শুনিয়া ছোহরাব
 জঙ্গি খেচিল তলওয়ার ॥ ঢালের উপরে আলী লইল ওয়ার * তবে আলী
 গোষ্ঠা হয়ে ছোহরাব জঙ্গিরে ॥ অতি জোরে সমসের খেচিয়া তলওয়ারে
 মহাবেস্ত মোহরাব আপে সামালিতে ॥ ঢাল হৈতে লাগে চোট ঘোড়ার
 ছেরেতে * দুখান হইয়া ঘোড়া পড়ে জমি পর ॥ আর ঘোড়া পরে
 ফের হইল ছওয়ার * তালের পাহালওয়ান আর কুফর পাহালওয়ান ॥
 কেহ করে নাহি পারে সমানে সমান * বান বান শব্দ হয় দোহার তল-
 ওয়ার ॥ তলওয়ার হইল যেন করাতির ধার * আলীর সাগরেদ তালের
 আলী পাহালওয়ান ॥ আলীর হেকমত মনে করে অনুমান * এয়ছা
 যোরে তেগ মর্দ হাকিয়া মারিল ॥ ঘোড়ার সহিত গিধি দুই খান হইল *
 দেখিয়া ওলিদ গিধি আপনি আইল ॥ তালেবের সাতে এসে বহত
 লড়িল * তবেত আলীর বেটা হাত দারাজিয়া ॥ ওলিদার কোমরেতে
 ধরিল আসিয়া * ঘোড়া হৈতে উঠাইয়া শুন্তেতে ঘোড়ায় ॥ আপন লঙ্কর
 পামে তারে লিয়া যায় * দেখিয়া উম্মর ছাদ নাপারে সহিতে ॥ বগলে
 থঙ্গর করে লাগিল কাপিতে * ধাইয়া আইল ছাড়াইতে ওলিদারে ॥
 রেগা দিয়া তালেব আলীকে এসে ঘেরে * আবদুল্লা জেয়াদ দেখে
 আইল লড়িতে ॥ ~~আবদুল্লা পাহালওয়ান নাদি~~ ... ~~দেখিয়া~~
 চোট আসিয়া আলিরে ॥ লইল সকল চোট ওলিদ উপরে * দেখিয়া
 হানিফা তবে উঠাইল ঘোড়া ॥ হাকিয়া বলিল বেটিচোদ রহ খাড়া *
 মহান্মদ হানিফার শুনিয়া হাকনি ॥ পালায় কুফর সব ডরিল পরানি
 তালেব আলীরে যত জন ঘিরে ছিল ॥ মহান্মদ হানিফে দেখে সকলে
 ভাগিল * ওলিদ আছিল ধরা তালেবের হাতে ॥ ঘোমাইয়া সাহাজাদা
 মারিল জমিতে * এয়ছা যোরে তালেব আলী মারিল পটকান ॥ হায়
 বলিয়া ডাকেন ঘন ঘন * ওলিদা গিধির জিউ কেবল পাষান ॥ এতেক
 প্রমাদে গিধি পাইল পরান * পালাইয়া আপনার লঙ্কর পাইল গিয়া ॥
 পিছেতে হানিফা ঘোড়া দিল উঠাইয়া * উম্মর আলী মহাবলি আকেন
 আলী সাহা ॥ তালেব আলী পাহালওয়ান পিছে রহ কাহা * মছেব
 কাকার সাতে যত পাহালওয়ানে ॥ উত্তরিল একেবারে কুফরের ময়দানে
 কুফরের ছিল সাত লাখ আছওয়ার ॥ ভাহাতে পড়িল গিয়া বলে মার
 মার * ওতবা ওলিদা আর আবদুল্লা জেয়াদে ॥ উম্মর ছাদ আর যত
 হারামজাদে * হাকিয়া বলিল যদি আপনা লঙ্করে ॥ একেবারে গিরি

রাবে হানিফার তরে * পলকে২ দশ হাতি ঢালাইয়া ॥ মোমিন ছরদারে
 গনে ঘিরিল আসিয়া * লাঞ্চে২ হাতি ঘোড়ার পায়ের তলাতে ॥ রাত
 কিবা দীন কেহ নাহি ঠাহরিতে * আকার হইল নাহি জায় চেনা, কারে
 অতি মহা শব্দ পাহালওয়ান সবে করে * গোষ্ঠে২ জন করে কোন পাহ-
 লওয়ান ॥ তলওয়ারে২ লড়ে কত জনে২ * মোছেব হানিফা আদি বড়া
 জোরওয়ার ॥ উম্মর আলি তালেব আলি, আকেল আলি আর * খেচিতে
 সমসের কেহ আহা না করিল ॥ পাহালওয়ানে পদাঘাতে জমিন কাপিল
 মোমিন, ছরদারগন লড়িল এমন ॥ কোথা যুগ কোথা শুগ হইল বেখন
 ওলিদা হাকিয়া তবে লাগিল কহিতে ॥ একা হানিফার তরে নারিব
 মারিতে * এখন সকল তাই একত্র হইল ॥ জিনিতে নারিবে যথা প্রান
 লিয়া চল * শুনিয়া সকল লোক পালায় তরাসে ॥ স্থির হৈতে নারে
 কেহ দারুন হতাসে * যে জন ছেপাই ছিল খুব জোরওয়ার ॥ সেই
 মাত্র পালাইয়া পাইল নিস্তার * মোছেব উম্মর আলি ফান্দ লিয়া হাতে
 ছাদ মোছেব কুফরে ডালিল গলেতে * জমিনে ডালিয়া তার
 মজবুত বান্ধিল ॥ আবদুল্লা জেয়াদ আর ওতবা তাগিল * দশ
 কোস বাকী রহে দামেস্ক যাইতে ॥ না গেল কুফর সব এজিদের লা-
 জেতে * লিখিতে লাগিল লেখা এজিদ বাদসায় ॥ রত্নুলের চরনে
 এয়াকুব সব গায় *

ওতবা এজিদের খত লেখা *

ত্রিপদী * শুনহ এজিদ সাহা, যত দুখ লিখি তাহা, বারেক জানহ
 সমাচার ॥ যত মর্দ নাম জাদী, ছোহরাব যশি আদি, মারিল আখাজী
 আছওয়ার * এরাক সহরে ঘর, এক মর্দ জোরওয়ার, আলির পালক বেটা
 হয় ॥ মোছেব তাহার নাম, আজরাইল, জিনিয়া কাম, সে সবারে করিল
 প্রলয় * ছাদ মোছেব মিলি, কাকা উম্মর আলি বান্ধিল তাহারে দুইজনে
 আবু হোরেরা আর, আর যত জোওয়ার, সকলি পড়িয়া গেল রনে *
 বিসম দেখিয়া রন, পালাইল সর্বজন, শুন বাদসা আরজ আমার ॥ যদি
 সে মহিম ছাপ, করিয়া ঘুচাও তাপ, তাকিদ ভেজহ আছওয়ার * এতেক
 লিখিয়া গিধি, পাঠাইয়া দিল যদি, এজিদ কমজাত বরাবরে ॥ লিখন
 পড়িয়া পাপী, অন্তরে অধিক কাপি, কহিল যে মেরঙা উজিরে * এমন
 বালাই ছিল, এত দিনে জোমাইল, এবি আমি কি করি উপায় ॥ হেনকেহ
 মর্দ থাকে, বেদে আনে হানিফাকে, তবিত মনের দুখ যায় * নহেত

আপনি যাব খুব ছাতি দাদ লিখ, এহাতে যে থাকুক কপালেশা শুনি
এজিদের বাত, ছাতি পরে দিয়া হাত, মেরঙা উজির কিছ বলে * আশ্রয়
থাকিতে সাহা, তোমারে না সাজে এহা লোকে নাহি বলিবেক ভাল *
হুকুম করহ তুমি, ওতবা মদতে আমি, যাইয়া যে মুচাই জঞ্জাল * এজিদ
কুফর এত, শুনিয়া যে খোসালিতে, ফয়ছরা ও ফয়ছরানে আনে ॥ কহিল
মহিমে যেতে, মেরঙা উজির সাতে, অধম এয়াকুব রস ভনে

মেরঙা উজির ওলিদার মদদে পৌছে তাহার বয়ান

পয়ার ২২ ফয়ছরার তরে আছে পাচলাখ ছাওর ॥ পঞ্চাশ হাজার
তাতে আছে নেজাদার * সত্তর হাজার ছাতি আছে মাতালা ॥
তাহাকে ডাকিয়া বাদসা কহিতে লাগিল * ওলিদের সঙ্গে থাক হইয়া
ছরদার ॥ তোড়হ গর্দান মহানুদ হানিফার * উম্মর আলি তালেব অমলি
আকেল আলিরে ॥ মছেব কাকা কাকা মোছেব এরাক সাহারে * প্রাণ
পন করে সবে তোড়হ গর্দান ॥ দোছরা মনছব দিয়া বাড়াইব মান *
ফয়ছরা শুনিয়া তবে এজিদের বাত ॥ কহিতে লাগিল খাড়া ছাতি পরে
হাত * কিসের কারনে সাহা ভাবিছ আপনে ॥ একেলা বান্দিয়া দিব
তাই সর্বজনে * হেথায় হানিফা তবে মহিম জিনিয়া ॥ আপন মোকামে
সাহা আইল ফিরিয়া * খারেজি লক্ষর লুটে পাইল টের মাল ॥ ফিরিল
ছেপাইগন বড়ই খোসাল * উম্মর আলি বেদে আনে ছাদ মছেবেরে
খোসালে ভেজিল এনে হানিফা হুজুরে * হানিফা বলিল এই বদ বক্ত
কাফেরে ॥ হলি দিয়া মার এছে ময়দান বাহিরে * হুকুম পাইয়া সবে
তেমনি করিল ॥ ময়দানেতে কুফরে লইয়া হলি দিল * বেহাশে
হানিফা সাহা বসে জুস্তি করে ॥ রোজ কত বসতি করি মদিনা সহরে *
এমন সময় যে কাছেদ দড়বড়ি ॥ আরজ করিল আসি দুই হাত জুড়ি *
মেরঙা উজির আসে কোমর বান্দিয়া ॥ ফয়ছাড়া ও ফয়ছরানে সন্দেশে
করিয়া * সঙ্গে জেরা পোম পাচলাখ আছওর ॥ খুব মাতালা ছাতি
সত্তর হাজার * এজিদ হুজুরেতে উঠাইয়া ভান ॥ বান্দিয়া লইতে ভুয়ে
এল পাহালওয়ান * আবছরা জেয়াদ আর ওতবা ছরদার ॥ যে হেথায়
ভেগেছিল আইল আরবার * মেরঙা আসিয়া তথা হইল এক ঠাই ॥
ওলিদের সনে আইল নওলাখ ছেপাই * সত্তর হাজার ছাতি হইল
সমার ॥ দুইদলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার * ছয়লাখ আছওর হৈল এক
সাত ॥ বুঝিয়া করহ কাম শুন মেরাবাত * শুনিয়া হানিফা তবে না
গেল মদিনা ॥ তাই সব লিয়া সাহা করেন ভাবনা * মেরঙা উজির তবে

স্রুতি সেতাবিতে ॥ আইল যে বনধুমে লক্ষর সহিতে ॥ ঝাণা নিশান
 কত এনে খাড়া কৈল ॥ ভেড়র কয়লাল আদি বারিজতে লাগিল ॥ উতরিল
 সিমান্নর যতেক লক্ষর ॥ জার যে কানাত তাখু উঠাইল ঘর ॥ হেথা
 হানিফা যত লিয়া বেরদরে ॥ খোসালিতে থানা সব খায় একস্তরে ॥
 গোজেস্তা কখন সব কহিতে লাগিল ॥ হেনকালে আহাঙ্গদ চাপলুম
 আইল ॥ ছালাম করিল এসে হানিফার পায় ॥ মহাঙ্গদ হানিফা তারে
 পছিল তাহার ॥ কোথা হৈতে আইলে তুমি কিসের কারন ॥ দেখিয়াছি
 পূর্বে তুঝে কহত বচন ॥ মহাঙ্গদ চাপলুম কহে ছাতি পরে হাত ॥ আল
 লামা ছালামত শুন মেরা বাত ॥ রহুলের খান্দানের হই দোস্তদার ॥
 এবরাহিম ওম্মর নাম খাদেম তোমার ॥ শুনিব বহুত তুমি করিলে
 মঙ্গলাম ॥ ॥ কুফর মারিয়া সেই বাড়াইলে নাম ॥ উজালা করিলে তুমি
 আপনা খান্দানে ॥ মোর তরে অল্প কিছু রাখ খাদিমায়ে ॥ তবেত রাত
 পোছাইয়া হইল বেহানে ॥ মেরঙা ডাকিয়া কহে শুন ফয়ছরানে ॥
 হাতি কর মহাঙ্গদ হানিফারে ॥ স্বজীব পাঠাই যেন এজিদ হুজুরে ॥ হুনিয়া
 ছেপাইগন বাকিল কোমর ॥ তাকিদ মওজুদ হৈল ময়দান উপর ॥ জঙ্কে
 তবল ঘন লাগিল বারিজতে ॥ দাড়াইল দুইদল হয়ে দুই ভীতে ॥ হুনিয়া
 মমিন সব হইল ছত্তার ॥ ময়দানে আসিয়া সবে হৈল নমুদার ॥ দুই
 দলের মধ্যে কিছু হুনিতে না পাই ॥ আজরাইল সমান হয় এক এক
 ছেপাই ॥ তবে নকিবান সবে লাগিল হাকিতে ॥ কোন পাহালগান
 আছ আইস না লড়িতে ॥ আপনার সব নাম করহ জাহির ॥ তামাসা
 দেখুন খাড়া বেরাদর হাজির ॥ ফয়ছরান ফয়ছরান তবে যোড়া কোদ
 ইয়া ॥ ঘন ঘন হাক দেয় জগেতে আসিয়া ॥ এরাকের এক আহত্তার
 নেকলিয়া ॥ ফয়ছ সহিতে আইল ইসত হাসিয়া ॥ গোস্বায় ফয়ছরা
 মদ মারে এক লাঠি ॥ ওড়া হইল সেই মদ মেসাইল মাটি ॥ দেখিয়া
 তাহার তাই আইল লড়িতে ॥ গোস্বায় করিল চোট ফয়ছরার মাথে ॥
 চালের উপরে লিল কুফর ছেফাই ॥ ভায়ের পথেতে তারে করিল
 রেহাই ॥ তবে দিনান্তর নামে এক পাহালগান ॥ ফয়ছরার কাছে
 গিয়া হৈল আওয়ান ॥ নেজা যোমাইয়া আসি মারিল ফয়ছরারে ॥
 গোস্বায় কুফর তাহা ধরে বাম করে ॥ ডাহিন হাতেতে এয়ছা মারিল
 তলগার ॥ সহিদ হইল সেই হকুম আল্লার ॥ এইরূপে সত্তর যে ছত্তার
 মারিল ॥ দেখিয়া আকেন আলি বড়া গোস্বা হৈল ॥ সেতাবি ময়দানে
 এসে মারে এক হাক ॥ কহে হারামজাদ যদি এক টিকে থাক ॥ ফয়ছরি

হুনিয়া যে আগ বরাবর ॥ কুদিস করিল চোট আলির উপর * আকৈল
আলি বামহাতে সহিত হাতিয়ার ॥ সামটিয়া ধরে তোলে মাথার উপর *
যেন ঢালি বাম হাতে চালে তারি ঢাল ॥ দেখিয়া হানিফা মদ বলে
ভাল ॥ * তবে আলি নেকলিল খঞ্জর আবদার ॥ মারিল ছাতির পরে
পীট হৈল পার * পড়িয়া ফয়ছরা গিধি গেল সে দোজথে ॥ ফয়ছরার
বেটা তবে খাড়া হৈয় দেখে * দেখিয়া ফয়ছারের বেটা আগ বরাবর
বেয়াল্লিস মনের গোজ্জ হাতের উপর * ধাইয়া পড়িল আসি আকৈল
উপর ॥ পহেলা মারিল গোজ্জ কমজাত কুফর * আকৈল আলি
গোজ্জ তার ধরে বাম হাতে ॥ ডাহিন হাতে সামটিয়া কাছাড়ে জমিতে *
যেমন কৃষান আছাড়ে ধান্য বিড়া ॥ হাড় গোর গেল গিধি চূর্ণ হৈল
হেড়া * তবে একেই আইল যত পাহালওান ॥ তখন তাহার তরে
দোজথে পাঠান ॥ দোজথের খাদিম দেখিয়া আজাজিল ॥ ভাগ্য হেন
মনে অতি খোসালিত দিল * তবেত মেরঙা গিধি প্রমাদ দেখিয়া ॥
আপনা ছেফাই লোকে লিল বোলাইয়া * মোকুফের নাকারা বাজায়
সব গাজি ফিরিয়া আইস যে মোকুফ হৈল আজি * তবেত বাজিল
ভাই বাহরি তবল ॥ ফিরিয়া চলিল সব ছুই দিগের দল * উতরিল গিয়া
সবে আপন মকাম ॥ রচিল এয়াকুব কথা হাছেনের নাম *

পয়ার * মহানুদ হানিফা তবে খোসাল খাতেরে ॥ বহুত এনাম দিল
আকৈল আলিরে * খানা পিনা খায় সবে একত্র বসিয়া ॥ পুন ফের দিন
হৈল রাত পোহাইয়া * মেরঙা ডাকিয়া তবে আপনা লস্করে ॥ কহিতে
লগিল বাত যত সবাকারে * এতেক মর্দমি কৈল এক পাহলওানে ॥
এয়ছা কেহ নাহি থাকে পাকড়িয়া আনে * এজিদ বাদসার কাছে কি
বলে কহিব ॥ ফিরিয়া নাজাব আমি গলে ছুরি দিব * পোলাদ আদেগা
এক আছিল ছদ্দার ॥ বড় পাহলওান সেই লস্কর ভিতর * হাত পাও তার যেন
পাসানের খুনি ॥ হাতি কাছাড়িয়া মারে এতেক মর্দমি ॥ মেরঙা উজিরে
কহে ছাতি পরে হাত ॥ উজির সাহেব কিছু শোন মেরা বাত * হকুম করহ
যদি এই যোরওারে ॥ মহানুদ হানিফা আর ভাই বেরাদরে ॥ যদি এক
বিচে বেন্দে আনিয়া ভেজিব ॥ মহিম হইলে ফতে এনাম কি পাব * মেরয়া
বলিল যেই মুলুক চাহিবো ॥ মহিম হইলে ফতে এনাম পাইবে * পোলাদ
আদেগা তবে চড়িয়া ঘোড়ায় ॥ অতি খোসালিতে জন্মি তবল বাজায় ॥
দাড়াইয়া পোলাদ আদেগা আসিবেন ॥ নেকলিয়া আইস বলি ডাকে
যেন * কোন গাজি লড়িবার সাধ রাখ মনে * হরিফ দাপায় কেন আইস

নারে রণে ■ শুনিয়া হানিফা কহে যত পাহালওয়ানে ॥ ঝট করি একজনে
 নেকল ময়দানে * আছাজি ছওয়ার মাঝে তবে একজনে ॥ ছালাম
 করিল আসি হানিফা চরণে * বলে সাহা হুকুম করহ যদি তুমি ॥
 - কেমন ছেফাই এসে দেখে আসি আমি * হানিফা বলেন জাহ হুপিগু
 খোদারে ॥ শুনিয়া আইল মর্দ ময়দান উপরে * দেখিয়া পোলাদ
 গিধি কুদে আইসে জোরে ॥ ধরিয়া আছাড় মারে জমিন উপরে ■ হাড়
 গোড় চূর্ণ হৈল পড়িয়া জমিতে ॥ ফের এক আছওয়ার আইল লড়িতে *
 সেইত সহিদ হৈল আসিয়া ময়দানে ■ পতঙ্গের মউত যেন পড়িলে
 আওনে ■ এইরূপে চালিশ ছওয়ার মারা গেল ॥ দেখিয়া মাছেব কাকা
 আওন হইল * ঘোড়া উঠাইতে চাহে পোলাদের পরে ॥ মহান্মদির রৌশন
 হৈল ছনিয়া ভিতরে * সম্মুখে তবল বাজে কুফর লঙ্করে ॥ বৈরুখেতে
 বাজে পুন চিহ্নিত অস্তরে * হেনকালে মহান্মদ চাপলুস আইল ॥ এবরা-
 হিম ওস্তর আইল বলিয়া হাকিল * মহান্মদ হানিফা শুনে বড় খোশা-
 লিত ॥ ভাই বেরাদর আর লঙ্কর সহিত * বড় ব্যস্ত হয়ে সাহা করেন
 জিজ্ঞাস ॥ চন্ডের উদয় যেন কমল বিকাশ * মহান্মদ হানিফার যত ভাই
 বেরাদরে ॥ আও বাড়াইয়া যায় খোসাল খাতিরে * পোলাদ দেখিল
 যদি কেহ না আইল ॥ আপনা লঙ্করে গিধি ফিরিয়া যে গেল * মেরঙা
 উজির তবে পোলাদের তরে ॥ খুসি খোসালিত হয়ে বকসিস যে করে ■
 সাবাস২ করে যত পাহালওয়ান ॥ রচিল এয়াকুব কবি অমৃত সমান ■

এব্রাহিম ওস্তর হানিফার কাছে পৌছিবার বয়ান ।

ত্রিপদী * এব্রাহিম ওস্তর আইসে, শুনিয়া হানিফা হাসে, খোসাল
 বহুত হৈল তাহে ॥ বড় গোলা কামান গেটে, খোসালে সকলে আটে,
 ছালামি দাগিতে সাহা কহে * ছেফাই কোদায় ঘোড়া, হাতে খুব
 চাল খাড়া, সাজওয়াল কাবাই সবেগ গায় ॥ দুই দলে মেশামিশী, অস্তরে
 বহুত খুসী, এব্রাহিম পড়িল যে পায় * হানিফা ধরিয়া তুলে, কান্দিয়া
 করিল কোলে, আইস আইস ভাই যে চলিয়া ॥ হারিছ গাজীর লড়ে,
 হানিফা যে কোলে করে, বোছা দিল বদন ধরিয়া * সাহা হোছেনের
 লাগি, সব হৈল হুখ ভাগী, কান্দিয়া আকুল এব্রাহিম ॥ নিদান গোখায় তরে
 দোন আখি লাল করে, বলে আজি করিব মহিম * হানিফা বুঝিয়া গতি,
 এব্রাহিম আনি স্থিতি করিল যে নিজ মকামেতে ॥ রত্নলের পদ আসে,
 পবিত্র এয়াকুব ভাসে, দয়া কিছ করিবে পরেতে *

হারেছ ওস্তরের লড়াই *

পয়সার * বেহান হইতে তবে বাজিল নাকারা ॥ সাজব বলে ঘন
 পড়ে গেল তারা * তবল জ্বগের ঘন বাজে ঢোল ॥ রণ ভূমে সাজিয়া
 আইল দুই দল * সারি দিয়া দাড়াইল হানিফার দল ॥ ছৈয়দ পাঠান আর
 যতেক মোগল * পোলাদ আদেগা সাজে চালিস ছওর ॥ কতগুলি বেটা
 ভাই ভাতিজা তাহার * ছের পাণ্ড তক সবে সাজগালে ঢাকিয়া ॥ রণ
 ভূমে হাকিয়া সবে বলেত আসিয়া * কাহার রৈয়াছে সাদ মরিবার
 তরে ॥ তাকিদ চলিয়া আইস ময়দান উপরে * হারেজ ওস্তর নাম ছিল
 জোরগর ॥ চৌদা বরছ জান বয়স তাহার * হানিফা হুজুরে যে আইল
 দড়বড়ি ॥ হুকুম করহ যদি একবার লড়ি * হানিফা কহিল পুছ আপনা
 বাপেরে ॥ আমি কি বলিতে পারি যাইতে তোমারে * এবরাহিম
 ওস্তর শুনে হানিফার বাত ॥ কহিতে লাগিল কিছু জুড়ে দুই হাত *
 আল্পানা ছালামত তোমাকে বুঝাই ॥ নেছার হাজার বেটা আমার
 এয়ছাই * এমামের নাম পরে পৌছিল আসিয়া ॥ যায় যাবে জাম সবে
 এমাম লাগিয়া * শুনিয়া হানিফা অতি খোসাল অন্তরে ॥ হারেছে
 কহিল জাহ হপিনু খোদারে * তবেত হারেছ বড়া হইয়া খোসাল ॥
 গায় রাখে ছুয়াল্লিশ পুরু সাজগাল * বাপের পায়েতে তবে হইয়া
 বিদায় ॥ ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ ময়দানেতে যায় * হাকিতে লাগিল
 গিয়া দাড়ায়ে ময়দানে ॥ দোজখে ভেজিব আজি যত খারিজানে *
 শুনিয়া মেরঙা বলে পোলাদের তরে ॥ দেখ এই শিশু কেন ডাকাডাকি
 করে * পোলাদ বলিল আমি ছাণ্ডালের সনে ॥ কোন লাজে লড়িতে
 যাইব আজি রণে * আপনা ছাণ্ডালে আমি দিব পাঠাইয়া ॥ এখনি
 শিশুর তরে আনিবে বাকিয়া * সাম নাম বলী এক বেটা ছিল
 তার ॥ পাঠাইল হারেছ করিতে প্রতিকার * আসিয়া দাড়ায়ে গিধি
 হারেছ সমুখে ॥ দুই দলে লোক সবে খাড়া হৈয়া দেখে * সাম
 পোলাদের বেটা বলে গোষ্ঠা হইয়া ॥ কাহেক আইলে হেথা মরি
 বার লাগিয়া * তোমার বিহনে তোমার মাতা নাহি জীবে ॥ পুত্র পুত্র
 বলে শোকে কান্দিয়া মরিবে * এখাতিরে দরদ আইসে মোর তরে ॥
 বাহুড়িয়া শিশুর যাহ নিজ ঘরে * এতেক শুনিয়া করে হারেছ উপ
 হাস ॥ আমাকে দেখিয়া বুঝি পাইল তরাশ * ডরায়ে কি হবে আজি
 না ছাড়িব আমি ॥ জমের ছুয়ারে আজি চলে যাহ ভূমি * শুনিয়া কুফর
 হৈল আগ বরাবর ॥ কুদিয়া হারেছ পরে যারে তলগর * হারেছ

ঢালের পরে লইল যখন ॥ একবার দেখাইল নিজ পরাক্রম * সামান্য
 বল করেন হাকনি ॥ হারেছে তেজে কাপে সংসার মেদিনী * হাকিম
 তলস্তার এয়ছা মারে ছের পর ॥ পড়িল জমিনে গিধি হইয়া দুই ধার *
 এক পদ দন্ত আর চক্ষু নাক কান ॥ রহিল একেক ভাগে হইয়া দুই খান *
 বোরহানা নামেতে ভাই দেখিয়া ধাইল ॥ হারেছে কোমরের দেড়াল
 ধরিল * অতি জোরে বোরহানা যে খেঁচিতে লাগিল ॥ কোন মতে
 হারেছে হেলাতে নারিল * হেলাইতে নারে গিধি হারেছে তরে
 গোম্বায় হারেছ গাজি ধরিল আখেরে * যোড়া হৈতে উঠাইয়া ঘুমায়
 একবার ॥ মারিল পটকান খুব জমিন উপর * বোরহানা কমজাত
 বড় জোরস্তার ছিল ॥ দারুণ কাছাড়ে গিধি তবু প্রাণ পাইল * দড়
 বড়ি উঠিয়া গিধি পালাইতে ছিল ॥ আহাম্মদ চাপলুস গিয়া তাকিদি
 ধরিল * পীট মোড়া করে বেন্দে লিলেক লঙ্করে ॥ বজ্রর নামেতে
 আর আর বেরাদরে * ভায়ের বিপদ দেখি হৈল গোম্বা মনা ॥ হারে
 ছের পর পড়ে আগনের কণা * হারেছ সহিত এসে বহুত লড়িল ॥
 হুজুরের উজালা তাতে আন্ধার হৈল * কোন মতে হারেছ জিনিতে
 নাই পারে ॥ মনে মনে ভাবিতে লাগিল এলাহিরে * তবে এক চোর
 বন্দ জানিত হারেছে ॥ সেই বন্ধ ফেলিলেক বজ্রর খারেজে * বামেতে
 দেখাইয়া হাত ডাহিনে হানিল ॥ ভাই সবাকার পিছে বজ্রর চলিল *
 তবেত পোলাদে বড় লাগিলেক ধন্দ ॥ হেলায় হারায় আজি মতেক
 ফরজন্দ * এয়ছা এয়ছা ছরদারে লাড়কা হৈয়া মরে ॥ বড়ই আশ্চর্য
 ইহা লাগিয়াছে মোরে * আওলাদ নামেতে এক পোলাদের ভাই
 বড় পাহালওয়ান সেই দুজ্জুন ছেফাই * পোলাদ বলিল তাকে দেখ
 খাড়া হৈয়া ॥ সেতাবি লাড়কার তরে আনহ বাকিয়া * শুনিয়া আওলাদ
 ধাইয়া আইল মহিমে ॥ আগ বরাবর ছুটে ভাতিজার গমে * হারেছে
 চোট কৈল আসিয়া পাহালওয়ানে ॥ ইঙ্গিতে হারেছ তাহা লহলেক
 টানে * রথা গেল চোট যে কুফর মরে লাজে ॥ হারেছ করিল চোট
 হাকিয়া যে তেজে * আওলাদ করিল রদ হারেছে যখন ॥ বড়া পাহাল
 ওয়ান গিধি কাফের অধম * কুফর ফিরিয়া চোট করে খোড়া পরে ॥
 রণ ভুলে হারেছ পেয়াদা হৈয়া ফেরে * পুনরায় চোট গিধি করিতে
 হারেছে ॥ আহাম্মদ চাপলুস এসে পৌছিল রণ মাঝে * এক যুঁজি থাক
 এনে ফেলিল চক্ষুতে ॥ আন্দেলা হইয়া গিধি লাগিল ঘুরিতে * হারেছ
 পাইয়া দাও আওলাদের তরে ॥ রণ ভূমে কাছাড়িয়া তাকে যবে

করে * এইরূপে পোলাদের নাতি পোতা তার ॥ হারেছের স্বখে
 আসিয়া ফিরিল আর * পোলাদ আদেগা তাকে ডাহিন বামেতে ॥
 নজর করিয়া গিধি লাগিল দেখিতে * বেটা ভাই ভাতিজা আর কেহ
 মাত্র নাই ॥ পয়তালিশ জন শিশু মারিল এয়ছাই * আথেরে আপনি
 গিধি আইল লড়িতে ॥ আসিয়া হইল খাড়া হারেছ সাক্ষাতে * হারেছে
 কহিল তবে শুন ওরে লাড়কা ॥ পরাণে বাচিবে যদি নাই থাক এক *
 লাড়কার সহিত আমি করিতে লড়াই ॥ পাহালওয়ান সকলের মাঝে
 লাজ পাই * আদেগা বলে লাড়কা তোর আল্লা হৈল বাম ॥ সাবধান
 পোলাদ আদেগা মেরা নাম * কইকে নরম যেন হাতে করি মলি ॥
 তেমনি মলিয়া যে ডালিব তোরে বলি * হারেছ বলিল তোরে পোলা-
 দের ধারে ॥ কদাচনা নারিবে পশম কাটিবারে * নাইক আসিয়া
 গিধি কর সোরসার ॥ এখনি ভুড়িব ছের মারিয়া পয়জার * শুনিয়া
 পোলাদ গিধি গোস্বায় জলিল ॥ হারেছ উপরে আসি তলওয়ার মারিল *
 হারেছ ঢালের পরে লিলেক উড়িয়া ॥ পুন হাতিয়ার কৈল গোস্বা দেল
 হৈয়া * মহাবেস্ত হারেছ লইতে ঢাল পরে ॥ লাগিয়া ঘোড়ার ছের
 দুই থান করে * আথেরে পিয়াদা যে হারেছ হৈল ভূমে ॥ ফের গিধি
 চোট কৈল অতি পরাক্রমে * ঝালিম কাটিয়া গিয়া লাগে তলওয়ার ॥
 চারি আঙ্গুল দলে হারেছের ছের পর * হারেছের বিপদ দেখিয়া
 রণ ভূমে ॥ মহামুদ হানিফা আদি ভাবিলেন মনে * এবরাহিম মোনা-
 জাত করে উত্ত হাতে ॥ বলে আল্লা শিশু রাখ কুফর হইতে * ফের
 এবরাহিম কহে হারেছে হাকিয়া ॥ ফিরিয়া আইস বাবা মহিম ছাড়িয়া *
 হারেছ কহিল বাবা শোন দেল দিয়া ॥ যদি আমি মারা যাই এমামের
 লাগিয়া * বেহেস্ত পাইয়া স্বখ ভুঞ্জিব বিস্তর ॥ কদাচিত মানা নাহি করহ
 ওস্তর * দেখিল পোলাদ গিধি ছাওয়ালের তরে ॥ এখন না ভাগিয়া যে
 আছত হুজুরে * তবেত হৈল গিধি জলন্ত অনল ॥ হারেছের উপরে
 ফের করিলেক বল * হাত উঠাইয়া চোট করিল শিশুরে ॥ ওড়ি মেরে
 গেল শিশু ঢালের ভিতরে * কোমরের কাছে খালি দেখিয়া নজরে ॥
 মারিল কাটারি খুব হেকে জোরওরে * পড়িয়া পোলাদ গিধি হাত
 পাও আছাড়ে ॥ সাবাস বলে সব হাক ছাড়ে * মেরঙা ওলিদ বলে
 ওরে শিশুবরে ॥ কেমনে মারিগি ভুই এমন ছরদারে * মৌকুফের
 নাগারা বাজায় খারিজান ॥ তবেত মছেব কাকা হৈল আগুয়ান * হারে
 ছেরে বোছা দিয়া অতি খোসালিতে ॥ আগে করে আনিল আপন লঙ্করে

রেতে * সাবাসং করে তামাম ছরদারে ॥ হানিফাজে বহুত বকশিশ দিল
তারে * এইরূপে হারেছ লড়িল রোজ কত ॥ মেরঙা গিধি হৈল
তরাসিত * রছুলের পদ আসে সহদ লালচে ॥ পাচালিতে অধম এয়াকুব
রস রচে *

মেরঙা উজির এজিদে খত লেখে ॥

ত্রিপদী * হারেছ ওস্তর যদি কাটয়া কুফর খেতি, করিলেক
আপন জমে ॥ দেখিয়া মেরঙা পাপি, কিহবেং জপি চিঠি লেখে এজিদ
উদ্দেশে * শুন বাদসা কহি তোরে, বিপাকে ঘটিল মোরে, তপদিয়া
পালাইতে নারি ॥ বিসম আশ্বাজিগন করেত দারুন রন, কোন মতে
জিনিতে না পারি * চৌদ্দ হাজার আর, জেরা পোষ জোরওয়ার, এবরাহিম
ওস্তর লইয়া ॥ হারেছ লাড়কার তরে, সেই দল ছরদারে, হানিফার মদদ
লাগিয়া * আসিয়াছে রোজকত, সেই শিশু হইবেত, চৌদা সাল বয়েস
তাহার ॥ যত নামি ছরদারে, জনেক ২ মেরে, সেই মর্দ করিল সংহার
নাহি হেন কোন জনে, লড়ে সে শিশুর সনে যদি নিজ চিন্তা কল্যান
রাতি বেরাতি করি, পাঠাও লঙ্কর ভারি, সেই সব নামি পাহালওয়ান
এতেক লিখিল যদি, পড়িল এজিদ গিধি, ডরে ছাতি গেল ওখাইয়া
কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে, যথেষ্ট যেন ধলা উড়ে, ছেড়ে পড়ে আহমদ
ভাঙ্গিয়া * ডাহিন বামেতে কত, গাজিয়ান সত ২, বসিয়া যে এজিদ সভায়
রছুলের পদ আসে, গরিব এয়াকুব ভাসে, নবিজীউ করেন নিস্তার *

মেরঙা উজিরের মদদে ছেরেস্থানি লঙ্কর পৌছিবার রয়ান ॥

পয়ার * এজিদ কোটন গিধি ভয় পাইয়া মনে ॥ কহিতে লাগিল
গিধি বিনয় বচনে * কহিল এমন পাহালওয়ান কেহ থাকে ॥ ভুরিত
যাইয়া বেন্দে আনেত শিশুকে * লঙ্করে ছদ্ম্ভার আমি করিব তাহারে ॥
দিব অধিকার আমি যুলুক ভিতরে * এতেক বলিল যদি এজিদ সভায়
ভয়ে কোন জঙ্গি মাথা তুলি নাহি চায় * ছেরেস্থান নামেতে এক ছিল
জোরওয়ার ॥ বাহারাম সাহাবাজ তার দুই ভাই আর * ছালাম করিয়া
খাড়া কহে তিন জনে ॥ কিসের লাগিয়া সাহা দুখ ভাব মনে * কোনজিউ
রাখে সেই হানিফা রাখাল ॥ কোন জিউ রাখে সেই হারেছ ছাওয়াল *
তোমার হুকুম হৈল এক দিন গিয়া ॥ ছদ্ম্ভার সহিত তারে আনি যে
বান্দিয়া * শুনিয়া এজিদ বড় খোসাল হইল ॥ লড়াই করিতে তবে তাহারে
বলিল * দশলাখ দিল তার লঙ্কর সংহাতি ॥ হুমল জড়িত হুড়ে সাত

সও হাতি ■ অতি শুভকর্মে সবে করিয়া বিদায় ॥ মেরঙার मददे সঙ্গে
চলিয়া যে যায় * ধুধু করিয়া বাজে নাকারা নিশান ॥ আর আর করিয়া
ধায় যত পাহালওয়ান * মণ্ডিল আনি চলিয়া মিলিল ॥ মেরঙা ছিছ
মার আগ বাড়াইয়া লিল * উঠারিল গিয়া গিধি আপনা নকামে ॥ সে
দিন সকল লোক রহিল বিশ্বাসে * বেহানে কছিল সব মেরঙার তরে ॥
জন্মের নাকরা গিয়া বাজ ও লঙ্কে • শুনিয়া মেরঙা গিধি নাকরা বাজায়
নকিব সকল ঘন ডাকে উত্তরায় * কোন বাহার আসি করিবে লাড়াই ॥
জন্মেতে আনিয়া নিজ নাম कह ভাই * গোষ্ঠা হৈয়া শিশুর দেন পরি-
চয় ॥ এরকের সাহাজাদ জানিবে আমায় • কালা মছেব নাম হয় যে
আমায় ॥ বুঝিব মন্দ মি আজি কেয়হা জোরওয়ার • তুড়ির গদ্যম আজ
ইটাইব দাপ ॥ শিশু বলে নাহি জান খেন কাল সাপ * বামন
হইয়া হাত বাড়াইলে চান্দে ॥ পালাইতে না পারিবে পড়িয়া ফান্দে *
শুনিয়া গোস্থায় তবে কুকর ছরদার ॥ নামেতে সাহারাজ জঙ্গি বড়া
জোরওয়া • আপনা ভাইকে গিধি কছিল হাকিয়া ॥ নেতাৰি লাডকার
তরে আনহ ব্যক্তি ৷ বার বার कह কहे নারি সহিবারে ॥ বুঝি
পিপড়ার পর ঊঠে মরিবারে * শুনিয়া থাইল গিধি শিশুর পানে ॥
কোমরের দেওয়াল তার ধরিয়াছে টানে * নাবিল হেসাতে গিধি লাড-
কার তরে ॥ নিদানে ধরিল কালা তাহার জিজ্ঞাসে * জন্মেতে তাহার
তরে হের পরে তোলে ॥ সুমাইয়া জনিনে আহাড় মেয়ে ডালে *
কুকর কমজাত বড়া ছিল জোরওয়ার ॥ তবু রক্ষা পাইয়া উঠিল আরবার *
তিন তলওয়ার উঠে মারিল শিশুরে ॥ সকল লইল শিশু ঢালের উপরে *
তলওয়ার করিল রদ কাপে জোরওয়ার ॥ গোস্থায় মারিল ফের এক
তলওয়ার * এমন গোস্থায় গিধি তলওয়ার হানে ॥ চারি পাণ্ড যোড়ার
কেটে ফেলিল জমিনে • পেয়াদা হইয়া কালা দাড়ার ভূমিতে ॥
থাইল কুকর দেখে নগ্ন কাটিতে * শিশুর দেখে যদি কুকর
খাওয়ানি ॥ দেখিয়া তলওয়ার শিশু নেকালে আপনি • উন্নট পালট
দোহে হয় মহা রাগ ॥ কেহ করে নাহি পারে সমানে মান * এইরূপে
ছই চারি হাত হৈয়া পেল ॥ তার পরে শিশু হাত ওঁত্রদি করিল *
হাতেতে ধরিয়া সে খঞ্জর আবদার ॥ মারিতে নাভিত্তে যে কোষ কর
পার * পড়িল কার্ফের লকা হইয়া জনিনে ॥ খোনানিতে শিশুর ফতে
পাইয়া রনে * মোঘাইল আর যোড়া এনে • খোনানিতে
শিশুর হইল ছওয়ার * ভারের মরণ দৌধ কুব্বার • আপনার

বেটা ফের ভেজে আরবার * নামেতে ছোহরাব জন্মি ষড়া পাহালওয়ানি
 তাহার তরেতে গিলি করিল করমান * বুঝিব মর্দমি আজি কেয়হ
 জোরগারে ॥ তাকিদ বাড়িয়া আন এই শিশুরে * শুনিয়া ছোহরাব
 জন্মি ধাইল নহরে ॥ আর বেশমের ফান্দ ফেলে শিশুরে * সামালিয়া
 শিশুর নিজ ফান্দ ফেলে ॥ পাছাড়িয়া ছোহরাবেরে রাস দিয়া গলে *
 বগলে তাহার এরছা নানিল খঞ্জর ॥ শুইল চাচার কাছে দারুণ কুফর
 তার গরে একে একে আইল যত জন ॥ ছোহরাবের কাছে সবে করিল
 গমন * আথেরে বেটার শোণে কুফর সাজিল ॥ শিশুকে গচ্ছিয়া বড়
 হাকিতে লাগিল * ভালরে লাড়কা তুই ওমানে ভরিলি ॥ আমার
 হুতুরে কত ছটার নারিলি * দৈবি মরিবি তুই আমার হাতেতে ॥ ভাল
 নাম রাখিলি মারিয়া জন কতে * কাকা বলে বেটাচোদ মা কর ওমান ॥
 ওমানে খারাব হয় যেমন ময়তান * শুনিয়া সাহাবান জন্মি গোখায়
 জলিল ॥ কাছার সরথে গিধি মোছদ হইল * গোখায় মারিল ফের
 নেজা যে ছাতিতে ॥ শিশু সেই নেজা ধরে হাসিতে হাসিত * কাড়িয়া
 লইল নেজা ধরি জোরগারে ॥ গোখায় কাছির তবে খেচে তাঁর মারে *
 মোছব কাকা শিশু গুনা হেফমতে ॥ হেলায় সকল তাঁর ধরে বাম
 হাতে * তবে মহাতেজে শিশু মারিলেক তাঁর ॥ ঢাল ছেদি পাই
 হৈতে হইল বাহির * পড়িল সাহাবান জন্মি শিশুর রণেতে ॥ দেখিয়া
 বাহরাম জন্মি ধাইল কোপেতে * জাশিয়া যে গোচ্ছ গিধি মারিল
 কাকারে ॥ ঢাল হৈতে কাকা তবে আপনাকে মারে * ফের গিধি গোখা
 হৈয়া গোচ্ছকে হানিল ॥ শিশুর গোচ্ছ তাঁর ফের সামালিল * পুন
 কুমাইয়া গিধি চাহিল মারিতে ॥ হাত হৈতে গোচ্ছ খান পড়িল জমিতে *
 হেঁটে হৈয়া বাহরাম উঠাইতে চায় ॥ ছেবেতে তলওয়ার শিশু মারি-
 লে ঠায় * এমন কুণ্ডে শিশু তেগ নেরে ছিল ॥ দুই খান হইয়া
 গিধি তদিকে পড়িল * চেন্নান কুফর ফের দোড়া উঠাইয়া ॥ খেচিল
 দেওয়ান জাসি নজদিগ হইয়া * ধোড়া দোন লাখালাখি করে সেইখানে
 দোহাকে পেয়াদা কবি ফেলিল জমিনে * কাকা ছেল্লানের দুই পা
 সামটয়া ॥ বক্রেতে দাবিয়া বৈনে জমিনে ডালিয়া * ছেল্লানের ছেরে
 দুই মারিলেক মূট ॥ পড়িল ছেরেতে কাকা বুকে হৈতে উঠি * ছেল্লান
 উঠিয়া ফের মারিল তলওয়ার ॥ বারেক সাজগাল হৈতে পাইল নিস্তার *
 ফের কুদে তলওয়ার মারে বারে বার ॥ এক সামালিতে আর আরে পর
 তার * গোখায় কুফর তেগ বাড়িতে লাগিল ॥ নাবালক শিশু বড়

ফাফর হইল ■ মহান্দ হানিফা দেখি শিহর দুর্গতি ॥ সেতাবি আসিয়া
 হাকে ছেল্লানের প্রতি * আগে করে আনে কাকা মছেবের তরে ॥ আগ
 লিয়া হানিফা যে আনিল লঙ্করে * বহুত কাকার লোকে করিল সাবাসী ॥
 বাপ মুখে মুখ দিল হৈয়া বড় খুসী * গন্তীর নাকারাবাজি করে ছুইদলে ॥
 হনিয়া ছেপাইগণ বাহুড়িয়া চলে * ছেল্লান আসিয়া কহে মেরঙার তরে ॥
 এইত জগেতে দিবে ছদ্দারিতে মোরে * বলে চল পড়ি গিয়া হয়ে এক
 সাতি ॥ যদিতে লঙ্কর মেরে লিব হাতাহাতি * মেরঙা বকশিস দিল বহুত
 ছেল্লামেরে ॥ বহুত সবজাম তারে দিল থাইবারে * বেহানে উঠিয়া গিধি
 করিল ফরমান ॥ নকিবানে তদবির করিতে ময়দান * জগের নাকারা
 তবে লাগে বাজিবারে ॥ নকিব চোবদার হাকে ময়দান উপরে * কোন
 পাহালওয়ান আইস করিবে লড়াই ॥ সেতাবি আসিয়া নিজ নাম কহ তাই
 এমন কহিতে তবে ছেল্লান কাফেরে ॥ লইয়া তামাম লোক পড়ে একে-
 বারে ■ দেখিয়া হানিফা মর্দ অতি পেরেসানি ॥ বলিল বাটিয়া লেহ যার
 যেই খানি * তিন লাখ ছত্তারেতে মেরঙা ছদ্দার ॥ মারিব এ কুফরে যুঝে
 তার তার * উম্মর আলি তালেব আলি আকেল আলিরে ॥ কহিল
 তোমরা যাহ হাতীর লঙ্করে * ওতবা ওলিদ ছদ্দার যেই ভিতে ॥ চলিল
 মছেব কাকা বেটার সহিতে * ছেল্লান ভাগেতে যাহ এবরাহিম ওস্তর ॥
 নিজ বেটা হারেছ সহিত গুণধর ■ এক লাখ আসি হাজার ছত্তার ছিলানে
 বেড়িলেক এবরাহিম যাইয়া ময়দানে * হারেছ আছিল বিচে বাপেয়ে
 দেখিয়া ॥ লঙ্কর সহিত পড়ে ঘোড়া উঠাইয়া * হারেছ দেখিয়া যত
 কুফরের ছত্তার ॥ পালায় সকলে কেহ নাহি টেকে আর * হারেছ
 ছেল্লানে ডাকে অতি উচ্চস্বরে ॥ যদি এক রহ খাড়া কমজাত কুফরে *
 জত্তাব না দিয়া ভেগে যাও হারামজাদে ॥ কেমনে দেখাবি মুখ গোলাম
 এজিদে * এতেক হনিয়া খাড়া রহিল ছেল্লান ॥ হারেছ ওস্তর মর্দ
 হইল আগুয়ান * ওলট পালট দোহে হৈল মহা মার ॥ কেহ কারে নাহি
 পারে দোহে জোরতার * মারিল হারেছ পাছে বুঝিয়া নিদানে ॥ বামে
 হাত দেখাইয়া মারিল ডাহিনে * এয়ছাই হেকমতে মর্দ মারিল তলওয়ার
 ছুই খান হয়ে গিধি জমি হৈল সার * রছলের পদযুগ ভরসা করিয়া ॥
 অধম এয়াকুব কহে পাচালি রচিয়া *

উম্মর আলি হাতির লড়ায়ে যাইবার বয়ান *

ত্রিপদী ■ উম্মর আলি পাহালওয়ান, যেই দিকে হাতিগণ, মুসল
 মুদগর করে তার ■ প্রবেশিয়া সেই দলে, দিন মোহান্দ বলে, একেলা

করিল ছারখার * বড় বড় দণ্ড শুণ্ড, কেটে করে খণ্ড. মাহত সহিত
 আছগার ॥ কত হাতী প্রাণ ছাড়ে. পাহাড় সমান পড়ে, খাইয়া আলীর
 তলগার ॥ একত্র দুজন মিলি, আক্কেল তালেব আলি, ঝুকিয়া পড়িল
 এত ছরে ॥ উম্মর আলি নাই জানে. কাটিছে কাফেরগণে. পিছে নাই
 দেখিছে নজরে ॥ মেরঙা উজির গিধি, এমত দেখিল যদি. উম্মর আলী
 হইয়া একেলা * যতেক হাতির দলে. দাপটে হাকিয়া বলে. সমুদ্র
 মাঝেতে যেন মেলা ॥ মেরঙা ডাকিয়া বলে. যতেক মাহতি দলে,
 হাতি লিয়া আইস ঝড় করি ॥ যের এই আছগারে. যেন পালাইতে
 নারে, সেতাব আনহ এছে ধরি * শুনিয়া মাহত জাতি. লিয়া বড় বড় হাতি,
 উম্মর আলিরে আসি বেড়ে ॥ যেন মেঘ মহামারে. আসিয়া গগন পরে,
 স্বর্গকে লুকায় নিজ আড়ে * দেখিয়া মাহত গোটা. মোরতজা আলির
 বেটা. চালাইতে চাহে অশ্ববরে ॥ ভয়েতে না চড়ে ঘোড়া রণনধ্যে রহে
 খাড়া. দেখে আলি জমিনে ওতরে * পেয়াদা হইয়া রণে, তবে যত হাতী
 গণে. কাটিয়া পড়িছে জমিতলে ॥ দেখিয়া মাহত বন্দ. যতেক রেসমের
 ফান্দ, উম্মরের গলে দিতে বলে * একেলা পাইয়া রণে, যতেক কাফের
 গণে. উভরায় ফান্দ লিয়া ধায় ॥ নুর মোহাম্মদ পদ, সহদ হইল ৫৬,
 অধম এয়াকুব ইহা গায় *

উম্মর আলিকে কয়েদ করিবার বয়ান *

পয়ার ■ উম্মরের পরে পড়ে সাত শত ফান্দ ॥ কুফরের ফান্দেতে
 উম্মর হৈল বন্দ * কর যুষ্টির যায়েতে উম্মর হৈল জের ॥ মানুষে বাকিয়া
 যেন লিয়া যায় সের * ওম্মর করিয়া বন্দ মেরঙা উজিরে ॥ মকুফের
 নাকারা লাগিল বাজাবারে * দুই দলে দুই ভিতে নাকারা বাজিল ॥ যার
 যেই বেরাদরে বোলাইয়া লিল * যার যেই খানে সবে হইল বিদায় ॥
 সবে মাত্র ওম্মর আলি না ভেটে বাদসায় * চিত্তিয়া হানিফা তবে কহিল
 সবারে ॥ সবে আইলে কেন না ওম্মর আইল ডেরে * জান কেহ ওম্মর
 আলি আছিল কোথায় ॥ বুঝি বিপাকে ঠেকে কুফরের দায় ■ এক
 জন কহে তবে হানিফা হুজুরে ॥ ওম্মর আলি ছিল মস্ত হাতীর
 লঙ্করে * কদাচিত কোথাও না লড়ে পাহালগানে ॥ বহুত মারিল
 মর্দ মস্তফিল বানে ■ আমিহ মোকেদ ছিনু পিছেতে তাহার ॥ বহুত
 থিরিল আসি হাতীর ছগার ■ ওম্মর আলি হৈতে আমি পড়িনু
 তফাতে ॥ তার পরে নাই জানি কি হৈল পশ্চাতে * শুনিয়া হানিফা
 সাহা দেল পেরেসানে ॥ না জানি ধরিয়া লিল যত ফিলবানে * কি হবে

কেন্নে পাব ভায়ের সমাচার ॥ উত্তর আলি বিনে জিউ না রহে কারার *
 বড় পেরেমান সাহা ভায়ের লাগিয়া ॥ করেন বহুত সোর আবদিদা
 হইয়া * হেনকালে এক জন মমিন আইল ॥ হানিফার তরে আসি
 কহিতে লাগিল * রেমের ফান্দ ডালি উত্তর আলিরে ॥ বান্দিয়া লইল
 আমি দেখি নজরে * খবর দিলাম আমি আসি তেরা পদে ॥ তন্নাস
 করই গিয়া পাছে গিধি বধে * এমন সময় এক মদ ভেজগাম ॥ উত্তর
 যার বেটা আলকাছ তার নাম * বড়া জোরগার সেই আলীর সমান ॥
 ছেধে কালা পাগড়ি কাবাই পরধান * হানিফা হুজুরে সেই পৌছিল
 আনিয়া ॥ পুছিল হানিফা সাহা তাহারে দেখিয়া * কোথা হইতে
 আইলে হেথা কিসের খাতিরে ॥ হুনিয়া আলকাছ কহে হানিফা হুজুরে *
 আল্পানা ছালামত হন মেরা বাত ॥ তোগান তুরকের লেখা আছে
 মেরা সাত * আলকাছ আমার নাম হন আল্পানা ॥ এত বলি ডালিয়া
 দিলেক পরগানা * লিখেছিল রহুলের হই দোস্তদার ॥ তোগান তুরক
 নাম জানিবে আমার * হুনিয়াছি রহুলের আওলাদের পর ॥ ভুলুম করেছে
 বড় এজিদ কুফর * একলাখ দশ হাজার যোড়ার ছণ্ডার ॥ সবে অতি জঙ্গ
 রাজ বড়ই কামদার * হুনিহু আপনি গিয়া পরগম্বরি দান ॥ কুফর
 তুড়িয়া বড় করিলে প্রবীণ * হুনিয়া আইহু আমি তোমার মোকামে ॥
 কদাচিত কমি নাই জানিবে আমাকে * যে দিন লড়িবে তাহা লিখিবে
 লিখনে ॥ আমি যেন পিছে হৈতে ঘেরি খারিজানে * হানিফা লিখন
 পড়ে জানে সমাচার ॥ পুন উত্তরে শোকে কান্দে জার জার ॥ আলকাছ
 কহিল সাহা শুন দেল দিয়া ॥ পেরেমানি খেচো আর কিসের লাগিয়া *
 থোসাল না হৈলে কেন দেখিয়া আমারে ॥ তোগান তুরক একা মারিবে
 কাফেরে * হানিফা বলেন ভাই হনহ খবর ॥ উত্তর আলি ভাই মেরা
 প্রাণের দোসর * সেই ফান্দেতে তারে লিলেক কুফর ॥ ভাল মন্দ
 নাহি জানি তাহার খবর * আলকাছ কহিল কেন ভাবিতেছ তুমি ॥ উত্তর
 আলির তরে এনে দিব আমি * এত বলি জোরগার হইল বিদায় ॥
 পাচালিতে অধম এয়াকুব যম পায় *

উত্তর আলি খালাছ পাইবার বয়ান *

পয়ার * আলকাছ আসিয়া দেখে কুফর লঙ্করে ॥ ওতবা ওলিফ
 আর ঘেরণা উজিরে * আবছলা জেয়াদ আদি হইয়া ছণ্ডার ॥ এক
 ময়দানে গিয়া হইল তৈয়ার * শূলি এক গড়াইয়া পরম যতনে ॥
 পরে আনিতে ভেজে দশ পাহালওানে * হুজুরেতে পাহালওান

যায় অতি জোরে ॥ বহুত যতন কৈল আনিতে উম্মরে * জানে
 উম্মরে যে উম্মর পাহালওয়ান ॥ রহিল জমিনে পড়ি গুনিয়া নিদান *
 দশ জনে কদাচিত আনিতে না পারে ॥ জনেক আসিয়া কহে মেরঙা
 হুজুরে * এমন সময় সেই আলকাছ আসিয়া ॥ মেরঙা উজিরে কহে
 ছালাম করিয়া * দশ পাহালওয়ানে এসে আনিতে না পারে ॥ একলা
 আনিব এছে দেখে নজবে * কহিল মেরঙা আন সেতাব করিয়া ॥
 স্থলিতে চড়াও এনে কি কাজ রাখিয়া * এত বলি দর করে দিল সব
 কারে ॥ লইল আপনি এসে উম্মর আলিরে * সরমে উম্মর আলি আছিল
 পড়িয়া ॥ আলকাছ তাহার তরে লিল উঠাইয়া * মাথায় উঠাইয়া তারে
 লিল জোরগারে ॥ ভরসা করে উম্মরে লাগিল কহিবারে * ভয় না করিব
 উম্মর আলি পাহালওয়ানে ॥ কুফর বলিয়া মোরে না জানিও মনে *
 রহুলের খান্দানের আমি দোস্তদার ॥ আসিয়াছি ভুজে আমি করিতে
 উদ্ধার * উম্মর আলি স্থনে পড়ে মোকর খোদার ॥ রহুলের দরদ
 লাগিল পড়িবার * তবে উম্মর আলিরে লইয়া জোরগারে ॥ দাঁ করি
 কহে আমি মেরঙা উজিরে * হুকুম করিলে এসে চড়াই স্থলিতে ॥
 এত বলি লাফ এক মারিল সভাতে * মেরঙা বলিল আর দেবে
 কিসের ॥ সেতাবি স্থলির পড়ে চড়াও এহারে * গুনিয়া আলকাছ তবে
 এক লাফ মারে ॥ কহিতে লাগিল তবে মেরঙার তরে * যতেক খলক
 মেরা আঝে সন্মুখেতে ॥ সবাকারে তাড়াইয়া করহ ছই ভীতে *
 দেখিবে হানিফা বাদশা আইলে ময়দান ॥ হজিমত থাইবেক হয়ে অপ
 মান * মেরঙা উজির তবে কৈল চোপদারো ॥ অনেক সকল লোক
 ছই ভীত করো * ময়দান দেখিয়া তবে এক লাফ মারে ॥ ছল্লার
 হাকনি যায় পাহাড় উপড়ে * এমন দেখিয়া তবে মেরঙা ওলিড়ে ॥ কহিতে
 লাগিল গিধি আবহলা জেয়াদে * আপনার হেন মর্দ না দেখি এহারে
 নাহি জানি কোথা হৈতে আইল কি খাতিরে * এয়লাই ভাবিল তথা
 কুফর সর্দারে ॥ হাকিয়া আলকাছ তবে লাগিল কহিবারে * স্থমরে
 হারামখোর কুফর কমজাত ॥ উম্মরে লইব তোম যথেষ্ট দিয়া লাভ * আল
 কাছ আমার নাম কহিল সবাকে ॥ তোগান তুর্ককেরা লেখা হানিফা বাদ
 শাকে * কাছেদ হৈয়া এসে ছিল আমি হেথা ॥ গুনিয়া হানিফার যথেষ্ট
 উম্মরের কথা * দরদ হইল বড় দেলেতে আমার ॥ তেই সে আসিয়াছিল
 করিতে উদ্ধার * এই লিয়া যাই রাখ যদি বল থাকো ॥ এত বলি দৌড়িলেক
 হানিফার নজদিকে * বাঘ যেন বাধাই করিয়া যায় বনে ॥ কেবল ভেকার

পারা রহে মরু জনে ॥ দেখিয়া যে মেরঙার যথেষ্ট নাহি বাত্মাওতবা শুনি
 গিধি ধাইল পশ্চাতঃ আকাছ ঝড়ের পাৰা লইয়া উন্মরে ॥ খোসালিতে
 ভেটে গিয়া হানিফা বাদসারে ॥ ওতবা কমজাত ফিরে গেল নিজস্থান ॥
 জেন ছের যুড়াইয়া কৈল অপমান ॥ কোথা রহে লোকজন কোথা রহে
 হলি ॥ আলকাছ লইল জোরে ঢঞ্চে দিয়া ধূলি ॥ উন্মরে পাইয়া বাদসা
 দেল খোসালিতে ॥ বাওন হইয়া যেন চান্দ পাইল হাতে ॥ ইয়ার বেদা
 দার যত ছেপাই ছরদারে ॥ যেখানে যে ছিল সব সরদার ভিতরে ॥ ঘোড়া
 জোড়া ছের পাও কাবাই হাতিয়ার ॥ আলকাছেরে দেয় সবে যত ছিল
 জার ॥ আলকাছ কহিল বাদসা আরজ আমার ॥ এনামেতে ॥ কাজ কিছু
 নাহিক তোমার ॥ রহুলের খান্দানের দৃষ্টির কারনে উন্মরে খালাছ
 করি আইনু যতনে ॥ লইব এ নাম যদি হইয়া মাতাদার ॥ রোজ মহা
 সরে লাজ হইবে আমার ॥ যদি নেকলিলে উন্মরের তোছদকে ॥
 হকুম করহ বাটি দিই ফকির লোকে ॥ স্থনিয়া কহিল সবে যে দেলে
 তোমার ॥ তবেত আলকাছ সবে লাগে বাটবার ॥ মকলি এতিম লোক
 দিন যে তখনে ॥ রহুলের পায়েতে এয়াকুব স্বরচনে ॥

আহান্দ চাপলুম হানিফার কাছে পৌছে তাহার বয়ান ॥

পয়ার ॥ মহান্দ হানিফা তবে খোসালিত অতি ॥ ইয়ার বেদাদারে
 সবে বসে সেই রাত ॥ আহান্দ চাপলুম আসি পৌছিল বেহানে ॥
 আলকাছেরে কোল দিল খোসালিতে মনে ॥ জাকর কহিল শোন
 যতেক ইয়ার ॥ স্থনিয়া এজিদ গিধি এই সমাচার ॥ আহমান ভানিয়া
 যেন পড়িল ছেরেতে ॥ ভয়েতে কাতর হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ এক
 জন পেয়াদা হাতেতে লিয়া লাঠি ॥ করিল বাঘাই যেথা লোক কুট
 কুট ॥ হারেছ ওস্তর মর্দ লাড়কা হইয়া ॥ বড় পাহালওানে ডালিল
 মারিয়া ॥ মছেব কাকার বেটা নবিন ছাওল ॥ আমার ভাগ্যেতে সেই
 হৈল জেন কাল ॥ পূর্বে মোরে নিষেধ করিয়া ছিল বাপ ॥ শিশু হৈয়া
 ধরিতে নারিবে কাল সাপ ॥ কদাচিত অন্যায় না করিহ হাচ্ছেনে ॥
 খারাবির চিন্ন এহা স্থন সাবধানে ॥ অভাগ্য না শুনিলাম তাহার
 ঘটন ॥ মাঠেতে হইল যেন যুড়ের মরন ॥ মোহান্দ নবির হবির
 খোদার ॥ পাতকি তারনে জার হৈল অধিকার ॥ তাহার আওলাদ গন
 মোর বুদ্ধে তুরি ॥ আপনার পায়ে মারিনু আপনি কাটারি ॥ দুনিয়ার লাগিয়া
 দিন করিনু খারাব ॥ দিনেতে স্থনিয়া যায় দিয়া মনস্তাপ ॥ এই রূপে
 মনস্তাপ করিয়া বিস্তর ॥ মেরঙা মদদে পুন ভেজিল লঙ্কর ॥ মাতওলা

হাতি ভেজে সন্ধ্যা হাজার ॥ তিন লাখ জেরাপোস ভাল আছতার ॥
 আহাঙ্গদ চাপলুস কহে হানিফা বাদসারে ॥ ছাতি পরে দিয়া হাত
 দাড়াইছে ॥ তোমার কুম যদি দুই ভাই পাই ॥ বসে আসি এই
 কেরা লক্ষ হেফাই ॥ আলকাছ দরুদ সাহা যাই দুই জনা ॥ আচাধিতে
 পড়িয়া করিব রাতহানা ॥ হানিফা কহিল তবে পার যেই মতে ॥ যেন
 পরমাদ নহে কুফর সহিতে ॥ আহাঙ্গদ চাপলুস আর আলকাছ দরুদে ॥
 কুম পাইয়া দোহে চমিল নিশাঙ্গে ॥ রাত দুই প্রহরেতে কুফরের
 পান ॥ কেহ শুয়ে ছিল কেহ পাকাইছে থানা ॥ কেহ খোসালিতে
 কেহ কেহ গীত গায় ॥ আর কত জন সোণে করে ছায় ॥ হেনকালে
 পড়ে আসি হানিফার লোকে ॥ এ সময় কাফের গনে পড়েছে বিপাকে ॥
 হাতিয়ার ধরিতে কেহ বুক নাহি বানে ॥ পক্ষ পক্ষ পড়ে যেন নেকার
 রির ফাদে ॥ চাবুকের ঘায়ে কেহ হইয়া গেল কুজ ॥ কার পীঠে
 লাগিয়া বাহির হৈল নেজা ॥ কার কান নাক কাটে ক্ষর হস্ত পদে ॥
 পুরুষ এমতে কেহ না ঠেকে বিপদে ॥ একে অন্ধকার রাতি নাহি
 যায় চেনা ॥ তাহাতে যুদই কেবল শত্রু ওই জনা ॥ আপদা অগনি
 ভাই লাগে ছটা ছটি ॥ চেনা পরিচয় নাহি করে কাটা কাটি ॥ ঠেলা ঠেলি
 চড়াচড়ি মারিল কত জনে ॥ তাহার শুমার আলাতাল ভাল জানে ॥
 কুফর দলেতে হৈল যত অপমান ॥ খোড়া পাতে কত তাহা করিব
 কমান ॥ পালাইয়া জীউ রক্ষা করিতে যে ছিল ॥ আহাঙ্গদ আলকাছ
 তারে পাছারিয়া লিল ॥ তার পরে লক্ষরেতে আইল দুই জন ॥ আজ
 রাইল সমান দোহে এজিদ সমান ॥ মহাঙ্গদ হানিফা দোহে তারিয়
 করিয়া ॥ বসাইল বিছানাতে হাত পাকড়িয়া ॥ জগনামার কথা হয়
 সহদ সাগর ॥ অশ্ব এয়াকুব কহে শুন সাধুর ॥

পয়ার ॥ তবেত আলকাছ মদ হইয়া বিদায় ॥ হানিফার লিখন
 জ্ঞাব লিয়া যায় ॥ রহুলের থানানেতে যত ছত্র সার ॥ ভোগানে
 কহিল সকল সমাচার ॥ বিশেষ পড়িয়া লেখা কারন জানিল ॥ দোহেতে
 থখার ছাতি চক্ষে বহে জল ॥ মেতার ভোগান সাহা করিল পমন ॥
 না করে দেবে কিছু চলে রাত দিন ॥ হেথায় মেরণ গিধি পাইয়া রাত
 হানা ॥ নিবারিতে নারে লোক বাড়াই দোশানা ॥ অনেক রঙ্গিন জামা
 আনিয়া কাফেরে ॥ এমম করিল যত ছেফাই ছদ্দারে ॥ কভুনা ডরিবে
 কেহ হানিফার তরে ॥ এতক ছামানা মেরা কি করিতে পারে ॥ কাটিয়া

মারিলে বড়ো মারিলে মাইয়া ॥ হইবে ভেকার কাছে বস্তু এক মাইয়া *
 কালি হেনকর সবে পরে একবার ॥ যে হয় হইবে জাহ বন্তে আছে জাহ
 এয়াই মনস্ত করে কুর সকল ॥ বেহানে বাজায় সবে জন্মের তবল *
 দুই দলে মুখায়া দাড়াইল রনে ॥ হাকিতে লাগিল তবে যত নকিবানে
 সাত লাখ আছতার নয় লাখ পাণ্ডুল ॥ একেবারে জুকে পড়ে কুর
 সকল * হানিফার লোক যত এয়াই দেখিয়া ॥ আল্লাহ বলে সবে পড়িল
 কুদিয়া * পাহালতান সকলের হাকনির বলে ॥ যেন মহা শক উঠে সাগর
 উথলে * তীর গুলি তলতার গোজ নেজা হাত ॥ যেন নব মেয়েতে
 পড়িল বন্ধা যাত * দেনমতে দুইদলে পড়ি মহা মার ॥ দিন দুই প্রহরেতে
 হৈল অন্দকার * যতেক সহিদ হৈল হানিফার দলে ॥ তার সাত গুন
 হৈল কাফের সকলে * উপর আলি আকৈল আলি দুই জোরগার ॥
 তালের আলি পাহালতান হারেজ ওস্তর * এবরাহিম ওস্তর আদি হাতি
 যারের ধনি ॥ আহা পায়ের ভরে কাতর মেদিনী * এরাকের ছরদার
 মছেব কাকা নাম ॥ কাকা মোছেব তার বেটা অতি গুনধাম * আলি
 আকবর হানিফার ছোট ভাই ॥ জোমের দোসর এই লক্ষর ছেফাই *
 তোপানের একলাখ ঘোড়ার ছতার ॥ জেরাপোস জঙ্গিবাজ বড়া জোর
 যার * গোমায় কাকের গনে ঘিরিল আসিয়া ॥ মারিল অনেক তীর
 ছরেতে থাকিয়া * যেন বরিসন নব মেয়ে জল ধরা ॥ হুহুখে বিষুখে এই
 দিকে গেল ঘেরা * ভাবিল ফর সব মরিলেম মোরা ॥ এই রূপে পড়ে
 তার করে পারা * নেরতা উজির আর ওস্তবা ওলিদে ॥ সাহিত কুর
 সব আবহা জেরাদে * হুহুখে হাতির ঘটা ধোকার রাখিয়া ॥ ভাবিল
 যে তিন জন পরান লইয়া * এবরাহিম ওস্তর আর এরাকের পতি ॥ নজর
 করিল যত কুর সঙ্গতি * পাঠাইয়া দিল ঘোড়া তাহার পিছেতে ॥
 গোমায় মছেব কাকা লাগিল কহিতে * কোথা যাও হারাম খোর
 ওস্তবা ছরদার ॥ আমি তোরে ডুড়ে ফিরি চাহ একবার * শুনিয়া না
 শুনে গিধি ধায় উত্তরায় ॥ গোমায় মছেব কাকা গালাগালি দেয় *
 খাড়া রহ বেটচোদ কাকের কমজাত ॥ জমিনে পড়িয়া তোর মুখে
 মারি লাভ * এজিদের নেমক হারাম হয় তোরে ॥ যদি বাহড়িয়া কথা
 নাহি কহ মোরে * ধর বলিয়া হাকৈত জোরগারে ॥ বাওভরে মোছেব
 পোছিল তার ভরে * হাকিয়া হেঙ্গল যেন দম করি পেটে ॥ পালাইতে
 নাহি পারে ছমসন নিকটে * অতি মোরে চোট কৈল মছেব উপরে *
 এরাকের পতি তাহা নিল ঢাল পরে * মোছেব মারিল চোট পিছে

তাকাইয়া ॥ জমিনে পড়িল গিধি দুই খান হৈয়া * এবরাহিম ওস্তর তরে
আবছল জেয়াদে ॥ হাকিয়া কহিল খারা নহ হারামজাদে * হোছনে
ঠগালি গিধি এজিদ পিরিতে ॥ তেকারনে সাধ আছে তোমারে দেখিতে
শুনিয়া কাফের গিধি নেজা ঘোমাইয়া ॥ এবরাহিম মোকাবেলা রহে
খাড়া হৈয়া * অতি বেগে এবরাহিম আসিয়া পৌছিল ॥ জেয়াদ হাকিয়া
নেজা বুকেতে মারিল * ঢালেতে নেজার ছড়া ফেরায় ওস্তর ॥ গোম্বা
হানিল চোট জেয়াদ উপর ■ নিঃ খোড়া হৈতে গিধি পড়িল জমিনে
আছিল করিতে চোট খোড়ার চরনে ■ হারেছ ওস্তর পুন পবনের
ভরে ॥ পৌছিয়া সে মারিল তাহার ছাতি পরে * পীট হৈতে বাহির
হইল সে খঞ্জর ॥ পড়িল জেয়াদ গিধি জমিন উপর ■ এই ঘড়ি অবসর
নেরঙা পাইয়া ॥ পালাইয়া গেল গিধি পরান লইয়া * উম্মর আলি
পাহালওয়ান লিয়া ভাইগানে ॥ হাতির লঙ্করে পরে গেল তিন জনে *
মস্ত হাতিগন যেন পুকুরে পড়িয়া ॥ লগ্ন ভক্ত পদরন করিল ভাঙ্গিয়া
নব মেঘের ঘটা যেন সোভে ছুমি তলে ॥ উম্মরের অজ্রায়াত পড়িল
যে দলে * লহর লহরি হয় লহতে সাতারে ॥ লহ গোস্তখোর সর্ব
জনে করে * পলায় তামাম লোক নাহি টেকে আর ॥ কোথা সে
মগিন জামা কোথা তলওয়ার * কোথাবা গোলাম গেল কোথা বা ঠাকুর
জিউ লিয়া পালাইল সেই বাহাছর * মরা হৈয়ে রহে কেহ কেহ ভবে
তবে ॥ কেহ কাটা বমে বসে কেহ পাছে চরে * পরানের ভয়ে কেহ ভবে
রহে জলে ॥ এমন বিপদ নাহি দেখি কোন কালে * ঠাই মরা ওলা হৈল
য়াশির ॥ দূর হৈতে দেখিতে পাহাড় হেন বাসি * বহুত বুটল ভাই
যেই যার ইচ্ছে ॥ খোড়া জোরা সোনা রূপা জাহা জার কাছে * বাছড়ি
তামাম লোক আইসে খোসালিতে ॥ ছালাম করিল আসি হানিফার
পায়েতে * এবরাহিম ওস্তর আর হারেছ ওস্তর ॥ সাত পুত্র মছেব কাকা
এরাক ছদ্দার * ওম্মর আলি দুই ভাই সহিত আসিয়া ॥ মিলিল তোগান
তুর্ক একত্র হইয়া * বহুত কান্দিল সবে হোছেনের মোকে ॥ তবেত
হানিফা বোধ করিল সবাকে * কারবালায় সকলে সহিদের নাম ॥ করিল
ফাতেহা খুব মিলিয়া তামাম * রছুলের পদজুগে ভরসা কেবল ॥ অধীন
অয়াকুর কহে হোছেনের মঙ্গল *

মোহাম্মদ হানিফা মদ্রিনা জায় ॥

পয়ার * দহসতে ভাগিল যত মেরঙা কমজাত ■ যুখে ধুলা উড়ি
যাছে নাহি সবে বাত * এজিদ হুজুরে আসি পড়িল কান্দিয়া ॥ বারেক

ছাহেব আইনু পরান লইয়া * মরিল সকল লোক পড়িল প্রমাদে ॥ শুভর
 ওলিক আদি আবহুলা জেয়ারদে * হেন বিপরিত জঙ্গ নাহি দেখি শুনি
 পাহালাওনের পদাঘাতে কাপিল মেদমি * রোজ কেয়ামত যেন হইয়া
 ছিল লোকে ॥ কোনবা উপমা তার কহি একে * আলির ফরজন্দ সব
 আলির সমান ॥ ভয়ে কেহ কদাচিত না হয় আওয়ার * শুনিয়া এজিদ
 গিধি হৈল পেরেসান ॥ কি করিব কি হইবে করে অনুমান * হাযসি আর
 জঙ্গার যতেক মলুকে ॥ লিখন ভেজিল গিধি সকল বাদসাকে * হেথায়
 হানিফা মর্দ ফতে পাইয়া রনোহুইদিন মোকাম করিল সে খানে * দেখিল
 যে তার কেহ না আইল লড়িতে ॥ মদিনা চলিল সব লঙ্কর সহিতে * এব
 রাহিম ওস্তর আওদল সব লিয়া ॥ মদিনার লোককে খবর দিল গিয়া *
 রহুলের মবারক রওজা জেয়ারতে ॥ আইসে হানিফা মর্দ লঙ্কর সহিতে *
 শুনিয়া বুজঙ্গ যত ছিল মদিনায় ॥ আও বাড়াইয়া চলে তবে হানিফার *
 জেয়ারত করিল আসি মস্তফার পোরে ॥ তবৈত হানিফা সাহা লিয়া বের
 দরে * যেই কালে হায়াতে আছিলেন রহুল ॥ এমান হাছেন আর হোছেন
 মকবুল * ফতেমা জোহরা আদি যেমন দাড়ায় ॥ ওজরান করিয়া সরে
 ছিলেন মদিনায় * যেই রূপে গরিব এতিম লোকজনে ॥ দয়াকরি নব্বির
 করিতে পালনে * যেই রূপে বিচারকরিত আদালতো বাদসাই করিতে * নবি
 যেছাই রূপেতে * যেইমতে দিয়াছিল হাছেন হোছেন ॥ সেই সব কথা
 এয়াদ করে সন্ধান * সে সব কহিতে আছ চলে আখি হৈতে ॥ যতেক
 মমিন সব লাগিল কান্ডিতে * তবৈত হানিফা বাদসা লিয়া বেরদরে ॥
 মদিনার মহজেদে নামাজ পোজরে * নামাজ কাদেতে তবে খতিব হইয়া
 খোতবা পড়িল সাহা মিসরে চড়িয়া * পহেলা পড়িল যত তারিফ কোদার ॥
 তার পরে পড়িল তারিফ মস্তফার * তারিফ তারি ইয়ারে মর্দ পালিল
 বিস্তর ॥ এযামের ছেফত পড়িল তার পর * তবৈত কান্দিল সবো ইয়ার
 সহিতে ॥ দেখিয়া মদিনার লোক লাগিল কান্ডিতে * তবে মদিনার
 লোকে কহিল কান্দিয়া ॥ হানিফা হুজুরে কহে বুকে হাত দিয়া * আল
 পানা ছালামত আরজ এয়ছাই ॥ যাবত মদিনা ছেড়ে গেছে ছই ভাই
 তাবত মদিনার শুখ আজি সে হইল ॥ যেন অপর তোমা পাইয়া এযামে
 পাইল * ভাগ্যে যে তোমায় পাইনু এযাম মদলে ॥ ছারিয়া না দিব
 তোমায় প্রানে না মারিলে * মা বাপ বিহনে যেন ছাওালের কোন গতি
 হাছেন হোছেন বিনে হরেছে ভেমতি * হানিফা বলেন কেহনা কান্ডিও
 আর ॥ সবাকার বাবেতে আছেন করতার * নানামতে বুঝাইয়া কহে মরা

করে যদি আশা করে পাবে এমাম জাদারে* হবে যত বোজর গান ছিল
মদিনার ॥ সবে মেহেরবানি করে হানিফা বাদসার ॥ ঠাইই এমারত যত
ভেঙ্গে ছিল ॥ হানিফা সে সব কোঠা বানাতে কহিল* হুকুমেতে কারিগর
আইল বহোতর ॥ ইমামে আনাইল মদিনা সহর* এমামের বাদে যত যর
ভেঙ্গেছিল ॥ হানিফার হুকুমেতে তৈয়ার হইল* পুরান নতুন কুঠরি ফেরা
ইয়া চুনা ॥ চারিদিকে চারি খাণ্ডা পাড়িল নিসানা* তবেত রহুল আসি
রাতে হানিফারে ॥ স্বপন দেখাইয়া এহা কহে বহু ভরে জয়নাল আবদিন
আর বিবিসবাকারে ॥ উদ্ধার করহ গিয়া দামেস্ক সহরে* কত দিন হয়
সবে আছে কারাগারে ॥ তোমা বিনে খালাস করিতে কেবা পারে* দেবনা
করিবে হেথা কহিয়ে তোমারে ॥ জানানা সকল পাছে মরে বন্দ ঘরে
এত যদি স্বপন কহিল নবিরে ॥ বেহানে হানিফা কহে সকল ভায়েরে*
শুনিয়া স্বপন বাক্ত সবে খোশালিতে ॥ কোমর বান্ধিল সবে দামেস্ক
মাইতে* রহুলের মবারক রওজায় আসি ॥ একিন মনেতে সবে নিজমুও
যমি* খনেক হানিফা তথা পাড়িল কোরান ॥ বন্দগীতে রহেন যতেক
এয়ারাম* তবেত নবির গোরে হইল আওজ ॥ ত্বরিত দামেস্ক জাহ
হানিফা সাহাবাজ* লইতে ফারের দরদ বিলক নাময় ॥ কারাগারে আও
রত সব কান্দে উত্তরায়* জন্মানার কথা ভাই সহদ সাগর ॥ অধম
এয়াকুব রচে পিও সাধুবর*

মোহাম্মদ হানিফা দামেস্ক যায়*
পয়ার* হানিফার ভাই সব আওজ শুনিয়া ॥ নেকলিল মোবারক
গোরে বোছা দিয়া* নাকারা হইল মাইতে দামেস্ক সহরে ॥ নকিব
সকলে ঘন ঘন হেকে ফেরে* মদিনার বুজরগান সকল মাইতে
হানিফা বিদায় হৈল অতি খোশালিতে* কুচের নাকারা হনি যতেক
ছেফাই সেতাবি কোমর বেদে চলে ধাও ধাই* আওতে মছেব
কাকা বড় জোরগার ॥ জার ভাবে চৌদা হাজার আছুরি* তার পরে
শুঘর আলি সঙ্গে দুই ভাই ॥ জেরাপোস সাতে তিন হাজার ছেফাই*
তার পরে এমরাহিমের যে লস্কর ॥ তবেত আমাজ পতি আলি আকবর*
মহাম্মদ হানিফা পিছে চলিল আপনি ॥ লস্করের পদাঘাতে কাতর মেদিনা
ঘোড়ার পায়ের শব্দ চৌদিকে পুরিল ॥ উট হাতি খচ্চরষে হাকিতে
লাগিল* তারপরে তোগানের গাদাও লস্কর ॥ ভেউর করনাল তাহে
বাজে নিরন্তর* মদিনার লোক যত হাত উঠাইয়া ॥ দোণ্ডা কৈল হানি
ফাকে খোশাল হইয়া* তারা কহে খান্দানের বাড়ক মদাল ॥ উমর আলি

আদি যত বেরাদর সকল * তবু হানিফার লোক রোজ চলে ॥ স্ত্রী
 রিয়া ৷ রহে মাত্র তিন কোস গেলে * কত দিন চলে আইল দামেক্ক সহর
 দশ কোস বাকি মাত্র রহিল লঙ্কর * আসিয়া ময়দান এক নজরে
 দেখিয়া ॥ লঙ্কর সহিদ সাহা রহে ওতারিয়া * তাম্বু কানাত ডেরা বাতা
 ধারা কৈল ॥ রন সিঙ্গা ভেটর কত বাজিতে লাগিল ॥ নাকারা তবল
 বাজে দামামা নিসানে ॥ ঘোড়ার হিন শব্দ নাহি শনি কানে ॥ তবু
 ছদ্দার সব হানিফাকে কয় ॥ মারিব এজিদ সব নাহি কিছু ভয় ॥ হেথা
 হইতে এক দৌড় দামেক্ক হইবে ॥ এজিদ কমজাত কালি দোজখ দেখিবে
 হানিফা কহিল শুন যতেক ছদ্দার ॥ সেই দিন জিউ মেরা হইবে কয়
 যেই দিন থালাম করিব বিবিগনে ॥ তবু বসাইব জবে জয়নাল আব
 দিনে ॥ তবেযে হানিফা কহে মছেব কাকারে ॥ না জানি এজিদ গিখি
 কোন মর্দ করে * এতেক সম্মান রাখে কমজাত কুফর ॥ ভাল বে তাহান
 কিছু না পাই খবর * মহান্দ হানিফা এই কথায় আছিল ॥ হেনকালে
 দামেক্কের কাছে আইল * পুছিল হানিফা তারে আইলে কোথা হৈতে
 দুই হাত জুরি মর্দ লাগিল কহিতে * দামেক্কেরে গিয়াছিল তোমার
 ফরমানে ॥ এজিদার ছরশাম দেখি নয়নে ॥ পঞ্চাশ লাখ আছতার আছে
 তার ॥ আর একলাখ হাতি পর্কত আকার ॥ হুখে যুগর বান্দা সবাকার
 হুও ॥ চুম হৈয়া যায় হেনমারে জার হুও * দামেক্কের কাছেদেব যুধের
 কখন ॥ হনিয়া হানিফা সাহা আছে একমন ॥ হেনকালে আর ২ যুলুক
 হইতে ॥ আসিয়া কাছেদ সব লাগিল কহিতে * আলপ্পান ছালামত
 শুন দেল দিয়া ॥ কুম হৈতে আসি আমি খবর লইয়া * এজিদের পিরিত
 হয়ে কুমের বাদসার ॥ মদদে আইসে পাচলাখ আছতার * চার্লিস হাজার
 হাতি হুও যদি ধরে ॥ আনিতেছে হেথা সাহা দেখি নজরে ॥ তবু
 আসি একজন লাগিল কহিতে ॥ আইন খবর লিয়া ফেরে হইতে * এজি
 দার দোস্ত ফেরে ছদ্দার ॥ এজিদ মদদে সাত লাখ আছতার ॥ লইয়া
 আপনি আসে দেখি নজরে ॥ বড়া জাহা বাক তার ছেফাই ছরদারে *
 তবু কাছেদ আইল জঙ্গবার হইতে ॥ ছাতি পরে হাত খাড়া লাগিল
 কহিতে * জঙ্গবার সাহা নও লাখ আছতার ॥ লইয়া আইসে সেই এজিদে
 রাখিবার * হাবেস হইতে যেই কাছেদ আইল ॥ হানিফাকে ঘোড় হাতে
 কহিতে লাগিল * আলপ্পান ছালামত শোন দেল দিয়া ॥ নওলাখ ছতার
 যে সাতে করে লিয়া * হাবেসের পতি আইসে এজিদ মদদে ॥ এবার
 তরিতে যদি পারহ বিপদে * তবে সে থালাম কর জয়নাল আবদিনে ॥

হবে সে খালাস সাত শও আশুরতানে * শুনিয়া হানিফা তবে হইল
 ক্রটিত ॥ মছলত করেন সাহা ইয়ার সহিত * এতেক লক্ষর যদি হবে
 এক ঠাই ॥ যোড়া হাতি দানা ঘাস কিছু পাবে নাই * খানা পানি আদ-
 মিকে কিছু না মিলিবে ॥ কহ ভাই সবে এর কি বুদ্ধি করিবে * জগ-
 নামার অপরাধ হানিফার কথা ॥ শুনিলে এরাকুয কহে ঘুচে মনের ব্যথা *
 হানিফার দানেকের লড়াই *

পয়ার ॥ তবেত মোছেব কাফা জুড়ে ছই হাত ॥ কহে আলম্পানা
 কহি শোন মেরা বাত * তোমার হুকুমে যদি হয় মোর তরে ॥ কাটিয়া
 বান্দিয়া আনি ফেরে বাদসারে * লুটিয়া বকত মাতা পাইব তাহার *
 আরামে লক্ষর সব থাইবে তোমার * ওখর আলি উটিয়া কহিল বাড়া
 হৈয়া ॥ রুমের ছরদারে আজ ডালিব মারিয়া * আরোজ করিল তবে
 এবরাহিম ওহর ॥ রহিল আমার ভাগে জগবার খবর * তবেত তোগান
 জোরক কহে হানিফারে ॥ বান্দিয়া আনিব আলী হাযসী বাদসারে *
 বান্দিয়া হানিফা বড় খোসাল অন্তরে ॥ করিতে লাগিল কিছু সকল ছর-
 দার * বছর লাগাত আজি লড়ি এক ঠাই * বুঝি আজি জুদা করিল
 সাই * এত বলি হানিফা হেটে ছেরেতে রহিল ॥ শুনিয়া মোছেব কাফা
 কহিতে লাগিল * তোমার হুকুম কিবা হয় আমাদেরে ॥ তকরিক হইব
 কিবা রহে একতরে * হানিফা কহিল যেই যাহা করে মনে ॥ আমি
 সে নিষেধ তাহা করিব কেমনে * ফউজ মহিমে কতে হইবে যাহার ॥
 মেতাবি আমার কাছে হইবে তৈয়ার * শুনিয়া ছদার সব হইল বিদার ॥
 ছালাম তছলিম করি হানিফার পায় * আপনি হানিফা চলে দামেস্কের
 ভাগে ॥ আসিয়া মোজুদ হৈল তাহার নজদিসে * দামেস্কের নিকটে রৈল
 হানিফার লক্ষর ॥ এজিদ কমজাত তবে পাইল খবর * গোদায় বাইল
 গিধি বলে মার ॥ নয়দানে মেকলে আইসে মওলাব ছওয়ার * কনকীর
 নামে ছিল এক পাহালগান ॥ তার পরাক্রম কিছু না হয় বরান * পরতা-
 লিস গজ তার শরীর প্রধান ॥ ছের যেন বিচপুরা বাধায় কমান * ছই চকু
 যেন তার নাকারার খোল ॥ মেখে যেন শব্দ করে তার মুখের বোল *
 এজিদে কহিল গিধি হাকিয়া ॥ মহিমের হুকুম মোরে দেহ পাঠাইয়া *
 এজিদ কহিল যদি পার লড়িবারে ॥ মাখিয়াছি বল তবে কোম দিনের
 তরে * বমকিয়া এতেক শুনিয়া সম্মান ॥ বড়া এক যোড়া পরে হইয়া
 ছওয়ার * বড় এক গাছ গিধি লিল ওখাড়িয়া ॥ হানিফার লক্ষরেতে আইল
 চলিয়া ॥ তাহার গমন দেখি যে ছিল তাহার ॥ ভাই ভাতিজা যত সঙ্গে

আইল তার * আরাতি ছাড়া এক হানিকাকে কন । ছালাম করিয়া সেই
 সাকিল ফরমান * হানিকা বলিল তোরে অপিত খোদারে ॥ শুনিয়া খানখান
 ধায় কুফর হুতুরে * এই হাতে তলবার বরিয়া সে জোরে ॥ পাইল
 হানিল চোখ বন্ধকিয়া পরে * এই শান হৈয়া গাছ জমিনে পড়িল ॥ গোদায়
 বালকি গিধি হাত দারাজিল * কোবরের দেওয়াল তার পাইয়া নিজহাতে
 ঘোড়া হৈতে তুলিয়া ঘুমায় নিজ মাথে * এমন জোরেতে গিধি মারিল
 কাছাড় ॥ তাল হৈয়া পড়ে চূর্ণ হৈল হাড় * তকে নেকলিয়া ফের আইল
 একজন ॥ সেই ভীষেহে পক্ষে করিল গমন * একে আইল চান্নি আছ
 তার ॥ সকলে মহিদ হৈল না ফিরিল আর * আগনে পতন ঘেন দুড়িয়া
 যে মারে ॥ যে আইসে সাইড়িয়া সাইতে না পারে * দেখিয়া হানিকা কহে
 অলী আকবরে ॥ খাড়া হৈয়া কোতুক দেখহ বেরাদরে * এই গিধি অতি
 শর দেমাগে ভরিল ॥ আমার ছামনে কত ছতার মারিল * একবার দেখি
 একে কেয়ছা পাহাল গান ॥ এত বলি ঘোড়া উঠাইয়া চলে জাম * ছল
 ঘোড়ার পরে হানিকা ছতার ॥ চুয়াশি পুরু গায় সাজতাল তাহার *
 হানিকার তরে যে দেখিয়া বলকিয়া ॥ মারিল তলবার গিধি হগা * দেল
 হৈয়া * হানিকা ঢালের পরে লইয়া যখন ॥ হানিকার দেওয়াল ধরে করিয়া
 মহকম * ধরিয়া হানিকা মর্দ ঘোড়া হৈতে তলে ॥ ঘুমাইয়া ঘেনন রাখিল
 বাড়ি চালে * গোদায় জমিন পরে মারিল কাছাড় ॥ ঘেন ছোট বালক
 চূর্ণ হৈল হাড় * দেখিয়া আইল তবে বলকিয়ার ভাই ॥ পাহাল গান বড়
 গিধি বড়ই ছেফাই * পকাশ পড়ের উচ শরীর তাহার ॥ বলকিয়া নাম
 তার বড়া জোর তার * কানিতে বলে হানিকার তরে ॥ নেতনি আপন
 নাম কহত আমারে * বেনামে মরিলে কিছু যখন না হইবে ॥ তোমার নাম
 কহ ওরে ছেফাই গরিবে * মরতজা আলীর বেটা মরতজা ধার * কহিলে
 মহাশয় হানিকা মেরা নাম * শুনিয়া কহিল গিধি হানিকার তরে ॥ শুনি
 মেরার মার মার নওলখ ছাড়া * মারিয়াছ মত্ন মাকি কহ যে আমাদে ॥
 লইব মবার দাদ মারিয়া তোমারে * হানিকা কহিল ছিল কখন খোদার ॥
 মারিয়াছ মেরার যতক ছরদার * এজিদ্দে মারিব আর এই আছে মনে ॥
 শুনিয়া কামের গিধি জলিল আগনে * কহিল পরাণ যদি রহে মোর হাতে
 তবেত লাড়ও গিয়া এজিদ্দার সাথে * এত বলি তলবার খেঁচিয়া মারিতে
 হানিকা কড়া তার ধরে বাম হাতে * ডান হাতে তামেচা খেঁচে মারে
 তার গালে ॥ হাত পাও কাপিয়া গিধি পড়ে জমি তলে * নেকলিল চক্ষের
 পুতলি হেড়ে তাল ॥ নাকে মুখে কাকেরের বহে গোলা লাল * ফের

লাঙ্গালিয়া গিধি উঠিল কুণ্ডতে ॥ খেচিয়া হানিফা যে ধরিল বাম হাতে *
 কোমরে মারিল লাথি পড়িল জমিনে ॥ হাত পাও কাছারে গিধি হৈয়া
 অচেতন * ফের গিধি চেতন পাইয়া আরবারে ॥ উঠিল যাইতে মারি
 বারে হানিফারে * দেখিয়া হানিফা অতি গোম্বায় জলিল ॥ অতি যোরে
 তলওয়ার খেচিয়া মারিল * ছের তন জুদা হৈয়া পড়ে ছুই খানে ॥ জনমের
 ডরে গিধি গেল যে পরানে * ভাই ও ভাতিজা যত আছিল তাহার ॥
 কাটিয়া হানিফা ভেঙ্গে দোজখ মাঝার ॥ বল্লকিয়ার পিছেতে এজিদ কম
 ॥ এসে ছিল সেই দিন মেরঙার সাত * হানিফার মকাবিলা বল্ল
 কিয়ার সনে ॥ দেখিতে আইল গিধি দাড়ায়ে ময়দানে ॥ মেরঙা কহিল
 কিছু বিনয় বচনে ॥ হানিফার তেজ সাহা দেখিলেন নয়নে ॥ কেনবা
 লোকের হুংখ দেখ খাড়া হৈয়া ॥ হইল সকল সিদ্ধি আইসহ ফিরিয়া ॥
 হুনে বাজাইল বাজা গম্ভীর তবল ॥ বাহুড়িয়া যত ছিল হানিফার দল
 ছহি ছালামতে সবে আইল ফিরিয়া ॥ হাসিতে খেলিতে সবে যোড়া
 কোদাইয়া ॥ বড়ই লঙ্ঘিত আর হৈয়া পেরেসান ॥ বাহুড়িয়া মোকামেতে
 আইল এজিদান ॥ হানিফার তেগবাজি দেখিয়া নজরে ॥ মুখে ধূলী উড়ি
 যাছে বাত নাহি সরে * কেহ বলে মরন নিকট বুঝি হৈল ॥ রোজ কেয়া
 যত আমা সবার ঘটিল ॥ হেথায় হানিফা আসি আপন থানায় ॥ লঙ্কর
 সহিত হুথে থানা পানি খায় * কেহ বলে ছুই চারি রোজের ভিতরে
 মারিব কুফরে আর জাবে কোথাকারে * মহাম্মদ মোস্তফার চরনের ধূলি
 চক্ষের আঞ্জন তাতে করিয়া পাচালি ॥ অধম ইয়াকুব অতি হুথে রস
 পায় ॥ হনহে মমিনগন বসিয়া হেথায় *

পয়ার ॥ বেহানে সাজিল তবে হানিফার দল ॥ বাজিতে লাগিল
 যন জঙ্গের তবল * গুড়ং সফে বাজে নাকারা ধাওসা ॥ শুনিয়া পাহান
 শুন গনে হারেছে ভরসা * মহা গোর্জ খুব ধার শোভে প্রতি হাতে ॥
 সমুদ্র লহরি যেন লাগিল চলিতে * এজিদ লানতি ছিল কোঠার উপরে
 হানিফার দল আইসে দেখিয়া নজরে * সেতাবি নেকলে গিধি লইয়া
 লঙ্কর ॥ মোকাবিলা হৈল আসি যতেক কুফর * হানিফার মকিব
 ডাকিছে যনে যনে ॥ কে আসিবে নাম কহ কুফর আপন * শুনিয়া থলং
 জঙ্গি এজিদেরে কয় ॥ হানিফার ডরে কিছু মনে নাহি ভয় * পতঙ্গের
 হেন আমি দেখি যে তাহারে ॥ ক্ষনেকে বান্ধিয়া দিব বল যদি মোরে *
 এজিদ কহিল তবে কি বলিব আর ॥ ধন জন অধিকার সকলি তোমার

শুনিয়া ধাইল জঙ্গি গোখায় লড়িতে ॥ মাত সও মোনের পোন্ধ
 আছে তার হাতে ॥ হাকিয়া কহিল আমি হানিফারে চাই ॥ ভান্ডাইয়া
 যদি কেহ আইসরে ছেফাই * তালাক তাহার পৌছে জরুর উপরে ॥
 আলবত ভেজিয়া দিবে হানিফার তরে ॥ শুনিয়া হানিফা সাহা উথ-
 লিয়া পরে ॥ জলন্ত অনলে যেন ঘাঁউ দিলে বাড়ে ॥ হাকিয়া কহিল
 খাড়া রহ হারামজাদ ॥ আপনা করিলি তুই আপনা পরমাদ * এত-
 বলি মোকাবিলা হৈল জোরগারে ॥ পহেলা মারিল গোন্ধ হানিফার
 তরে ॥ হানিফা লইল গোন্ধ ঢালের উপরে ॥ আপনা সমসের মর্দ
 খেচিয়া যে মারে * দুই দাক হৈয়া গিধি জমিনে গিরিল * দারাক
 হইয়া যেন পাহাড় পড়িল * তবে একে একে আইল যত পাহাড় আর
 সবে হানিফার হাতে হারাইল জান * এজিদ হাকিয়া বলে মেরঙার
 তরে ॥ হানিফার জোটে মাই এইত লঙ্করে ॥ কালি সবে একেবারে
 পড়িল হাকিয়া ॥ একে লড়িলে যে ডালিবে মারিয়া ॥ এত বলি
 এজিদ আর মেরঙা উজিরে ॥ তামাস লঙ্কর লিয়া পরে একেবারে *
 হানিফা সকল কথা বুঝিয়া যে মনে ॥ ফিরিয়া চাহিল আলি আকবরের
 পানে * কহিল থাকহ খাড়া তুমি এই খানে ॥ না লড়িবে ভাই মোর
 এমারার বিমে * এজিদের চতুদস লাখ আছগার ॥ সাথে পেশবার
 সঙ্গে একেক ঘোড়ার ॥ নব মেঘে ঘটা যেন সোভায় জমিনে ॥ হাকিয়া
 ছুটিল যেন ছেরাতের গগনে * বাঘ যেন মান্দাইল ছাগলের পালে ॥
 সিংহ যে ধাইয়া পরে হাতির মঞ্জিলে ॥ কারবা চাবুকে ছের দিল উড়া
 ইয়া ॥ দোজখে ভেজিল কারে পয়জার মারিয়া ॥ কারেবা মারিল
 কারেবা কাটারি ॥ জমিনে পরিল কার যুখে লাভ মারি * উত্তর দক্ষিণ
 পূর্ব পশ্চিমের ভাগে ॥ হুজুতে তাপ যেন সব ঠাই লাগে * এজিদের
 লোকজন নাইয় হুমার ॥ সবাকারে লাগিতেছে যোর হানিফার * তবে
 আলি আকবর এমারা করিল ॥ সতুর হাজার লোক ধাইয়া পড়িল ॥ রহ-
 লের পদে চাই রাখিতে আপনা ॥ অখম এয়াকুব কহে পাচালি রচনা *
 ত্রিপদী * হানিফা এমারা করে, ভাই আলি আকবরে, লড়িতে যে
 কুফর দলে ॥ যেমন বরিস কালে, সাগর উথলে জলে, এমারাতে
 ছুটিয়া যে চলে * খিড়িয়া কুফর দলে, গোখায় কাটিয়া চলে, বিকম
 মমিন জোরগার ॥ হুখে জাহারে দেখে, মাইত এক মাই রাখে, তখন
 মারে যে তলগার * মহাকদ হানিফা আর, ভাই আলি আকবর, আর
 যত কাবিল ছরদার ॥ প্রবেসী কুফর দলে, দাপেতে দাখিয়া চলে, আর

যত ভারি আছত্তার * হানিফা সবারে কর, কাফেরে না কর তর, রহস্যে
পাথের চৌদিকে ॥ যেই জাবে পালাইয়া, তারে দিবে ফিরাইয়া, আমরা
কাউকে হেথা থেকে * শুনে কক্ষা হানিফার, চৌদিকেতে আছত্তার, রয়ে
সবে পথ আগুলিয়া ॥ পালাইতে নাই পথ, যেন রোজ কেয়ামত,
কিনাকৈ ঠেকিলে কুফরিয়া * আলি আকবর নাম অশেষ গুনের ধাম,
হানিফা বাদসার ছোট ভাই ॥ যেইদিকে সেই লড়ে, বিজলি কড়ক পড়ে
বিসম যে আজরাইল ছেফাই * এজিদ দেখিয়া তারে, জিজ্ঞাসিল মের
ভাই, এই মর্দ কিবা নাম ধরে ॥ দোছরা হানিফা হেন, লইয়াছে মোর
মন, জাহারে সে দেখে তারে মারে * মেরঙা শুনিয়া বাত, কহে গুন
হকিকত, বলে বাদসা তোমারে বুঝাই ॥ বড়ই কুণ্ডল ধরে নাম আলি
আকবরে, হানিফার এই ছোট ভাই * এজিদ তাজ্জুবে রয়ে, মেরঙার
আগে কহে, একে একে মাত জনে মারে ॥ হেথা দেখ আছত্তারে, সবে
পথ রক্ষা করে, হেথা লড়ে দুই বেরাদরে * পড়িল যতেক সেনা, যাইল
হইল কত জনা, তবে চল যাই বাছুরিয়া ॥ তামাম লক্ষর জুটি, সবে হইল
এক জুটি, হানিফার চৌকি ঠেলিয়া * মেরঙার কথা শুনি, এজিদ প্রমাদ
শুনি, বাহড়ি বলিয়া হাক ছাড়ে ॥ ফিরিল কুফর দল, যেম সাগরের জল
জুতারেতে উথলিয়া পড়ে * আগেতে কুফর ধায় পিছে কেটে জায়
হানিফা ছেফাই জোরগার ॥ পালাইয়া পাইল পরান, যত গিধি কুফরান,
বাহড়ি হইল হানিফার * রহুলের পদভারি, ত্রিপদি সঞ্চর করি, অকস
এয়াকুব রস গার ॥ কুফরের পরমাণে, কোড়ক বাড়ে যে পেল, মন দুখ
ছুটিয়া পলায় *

পয়ার ॥ হানিফা মোকামে আইল খোমাল খাতেরে ॥ বহুত তদ্রিক
কৈল আলি আকবরে * সপ্নেতে ছেফাই গনে করিল এনাম ॥ কহিল
যে পরগানা নাই খোড়া আছে কাম * হেথায় এজিদ আইসে চিঠিয়া
আকুল ॥ যেন প্রসবকালে নারিগন পায় শল * উজির সবারে বলে
চিঠা কিছু নাই ॥ উপায়ে মারিব যত হানিফার ভাই * এজিদ পুছিল
তবে মেরঙার তরে ॥ কত হাতি আছে আর কত আমারে * হেন বুঝি
না পারিল হানিফার সাতে ॥ কোন দিন কি হয় ভাইমা পারি বলিতে *
জব্বার হাবসি রুমি ফেরে বাদসার ॥ মদদে আইস বলে পান সমা-
চার * সকল হইল মিছা কপালের দোমে ॥ বল ভাই মহিম জিন্নিস
আর কিসে * মেরঙা বলিল ভাল চোনেদা ছত্তার ॥ জেরা পোস তিন
লাখ আছে আছত্তার * চার্লিস হাজার ভাল মস্তকিম ॥ এখন মোজুদ

আছে কিসের মুশ্বিল ■ এজিদ বলিল তবে মেকলে ময়দানে ॥ আবার
 পৌছিব আমি লিয়া হাতিগনে * ফান্দেতে করহ বন্দ হানিফার তরে *
 তরে পিছে মারিব যে আলি আকবরে * এই জুতি করিয়া যে এজিদ
 কুফরে ॥ বহুত এনাম কৈল যত জোরগারে * নামেতে আলফার জদি
 বড়া পাহালওয়ান ॥ লঙ্করে নাহিক কেহ তাহার সমান * ভাই ভাতিজা
 বেটা আদি যত আছে মাতে ॥ এজিদে ছালাম করি লাগিল কহিতে *
 যদি হানিফারে আমি পারি মারিবারে ॥ করুল করহ বাদসা কি দিবে
 আমারে * এজিদ কহিল তুমি যদি চাহ জান ॥ তবু তাহা দিব আমি
 না করিব তান ■ শুনিয়া খোসাল বড় হইল আলফার ॥ মোকাবেলা
 হৈল আসি হানিফা বাদসার * আপনার এক ভাই ভেজিল ময়দানে
 আলি আকবর আসি দাড়ায় সেখানে ■ পুছিল হাকিয়া মর্দ কি
 নাম তোমার ॥ কি খাতিরে ময়দানে আইলে মরিবার * আলি আকবর
 বলে শুনরে কুফর ॥ হানিফার ছোট ভাই আলি আকবর ■ শুনিয়া যে
 কুফর খোসাল বড় চিতে ॥ কোমরের দেওয়াল ধরিল এক হাতে * তিনবার
 যোর কৈল কমজাত কাফেরে ॥ নাপারিল হেলাইতে আলি আকবরে *
 তবে আলি আকবর তাহারে ধরিয়া জমিনে ফেলিল খুব কাছাড় মারিয়া
 না হৈল মউত গিধি উঠে খাড়া হৈল ॥ আলফার ঢালেতে তাহা ফিরা
 ইয়া দিল * বিসম আছিল সে কুফর জোরগার ॥ আলি আকবর কেহ
 খেঁচিল তলগার * কুফর ঢালের পরে লইল যখন ॥ কাটিয়া খোঁড়াক
 পাও করিল কলম * পেয়াদা হইল সে কুফর জোরগার ॥ দ্বিরিয়া আসিতে
 যে মারিল তলগার * বামেতে যোমায়ে যোড়া পিছে হৈল আলি ॥
 যোড়া ঠেস লেগে গিধি পড়িল উছাল * যোড়া হৈতে ওতারিয়া
 আলি আকবর ॥ মারিল কোমর বিচে খেঁচিয়া খঞ্জর * দেখিয়া এজিদ
 গিধি হইল পাগল ॥ ত্বরিত বাজায় বাজা গম্ভীর তবল ■ শুনহে মমিন
 সব শুন দেল দিয়া ॥ কেতাবের বয়ান শুন হেথায় বসিয়া * কুফরের অপ
 মান পুরাতন কথা ॥ শুনিতে কৌতুক বারে ঘটে মনের ব্যথা ■ জন
 নামার কথা হয় সহদ সাগর ॥ রছিল এয়াকুব করি শুন সাধুবর *

মোছেব কাকার ফেরেঙ্গের মাতে লড়াই ॥

পয়ার ■ ইয়ার লোক শুন জাফর এমাম ॥ তোমা হৈতে সবার পুরুষ
 মনস্কাম ■ শুনিয়া পশ্চাতে এহা কহিও বসিয়া ॥ কহনা মোছেব কাকা
 কি করিল গিয়া * ওমর আলি এবরাহিম ওস্তর পাহালওয়ান ॥ তোমার
 মোগান আর ভাই ওছমান * ফতে পাইল কি না পাইল আছে যে

কেমন ॥ বারেক যোগাও কথা কহিয়া বচন * জাফর কহিল যত শুন তাই
 গুন ॥ শুনিতো কোতুক এই কথা পুরাতন * ছদ্দার মোছেব কাকা লক্ষর
 সহিতে ॥ ফিরিঙ্গি বাদসার তরে চলে ফেরাইতে * তের দিন মঞ্জিল
 গেল চলে ॥ জাছুছ মিলিল আসি তেরা দিন গেলে * কহিল লক্ষর তেরা
 ফিরিঙ্গি বাদসার ॥ পাওদলে বহুত সাত লাখ আছত্তার * শুনিয়া মোছেব
 কাকা রহে ওতারিয়া ॥ বাণ্ডা নিমান কত আগে খাড়া কিয়া * খবর
 হইল তরে ফিরিঙ্গি বাদসারে ॥ বেহানে মোছেব কাকা মোকাবেলা
 করে * সোর করি ঘন ঘন ডাকে নকিযান ॥ কোন বাহাদুর আছে
 নেকাল ময়দান * শুনিয়া মোফিল নামে এক যে ছদ্দার ॥ বড়া নামজাদা
 সেই ফিরিঙ্গি বাদসার ॥ সেই গিধি পাহালওয়ান নেকলে ময়দানে ॥
 দেখি কাকা মোছেব মোছেবের পুত্রগনে * হুকুম পাইলে এসে দেখি
 একবার ॥ কেমন কুণ্ডল ধরে ফিরিঙ্গি ছদ্দার ॥ মোছেব কহিল কাকা
 কহিলে কেমনে ॥ আখের পুতলি মেরা নাহি তোমা বিনে * শুনেছি
 মোফেলি গিধি বড়া পাহালওয়ান ॥ রোজ পাহালাকমে পঞ্চাশ জওয়ান *
 কাকা কহে এলাহি যে করে তাহা হয় ॥ এত বলি মোকাবেলা হইল
 তবায় * গালি দিয়া কহে শুন মোফিল ছদ্দার ॥ শুনিলু কমজাত কুমি
 এজিদের ইয়ার * বুকিলে ঠেকিলে আজি হুকুরে আমার ॥ ভুড়িত গদান
 আজি মারিয়া পয়জার ॥ নাহি জান মোরতজা আলির পুত্রগনে ॥ ছাপল
 হইয়া বাদ রাখ কাষের সনে * তোর দোস নাহি তুঝে মউত লোপেছে
 এখনি মারিব তুঝে যদি এক বিচে ॥ শুনিয়া মোফেলি হইল আগ
 বরাবর ॥ চান্সি বার হামলা করিল কাকা পর * পুন পুন সামালিয়া
 নম্বিন ছরদার ॥ বুকিতে মারিয়া নেজা পাট কৈল পার ॥ পড়িল মফিল
 গিধি দারাজ হইয়া ॥ দেখিয়া থেপিল সাহা আইল ধাইয়া * এমুছা
 জোরে কাকা পরে গোজ মারে ছেরে ॥ চক্ষে নাহি সোজে কিছু
 আকিয়ারা হেরে * সামালিয়া কাকা মোছেব লড়ে আরবার ॥ হই জনে
 হইল বড়ই মারে মার * দোহে জোরওয়ার কেহ করে নাহি জেসে ॥
 আপনা লক্ষরে ডাকে ফিরিঙ্গি নিদানে * সাতলাখ আছত্তার ফিরিঙ্গির
 দল ॥ এসারা পাইয়া সব ধাইল সকল * দেখিয়া মোছেব কাকা লক্ষর
 সহিতে ॥ ঘোড়া উঠাইয়া আসি লাগিল কাটাতে * কারেকা চাবুক চোটে
 দিল উঠাইয়া ॥ কাফেরে দোজখে ভেজে পয়জার মারিয়া * কারেকা কাটারি
 ছুরি কারেকা তলওয়ার ॥ ঘোড়ার দাপটে কেহ পায় প্রতিকার ॥ থেপিলার
 সাতে যে লরিতে ছিল কাকা ॥ হেনকালে মোছেব আসিয়া দিল দেখা *

কাকারে বলিল তুমি রহ এক ভীতে ॥ বা পারিবে খোশিলারে দোজখে
ভেজিতে * শুনিয়া বাপের কথা কাকা পিছে হাটে ॥ হাকিয়া মোছেব
কাকা ফিরিগিকে কাটে ॥ যাদসা যদি মারা গেল রহে ছেফাইগম ॥ তার
পরে মারে তেগ মোছেব বিদান * লেখা জোখা নাহি কত দোজখেতে
গেল ॥ কতেক ভাগিয়া নিজ জান বাচাইল * অনেক লুটিয়া পাইল মমিন
ছরদার ॥ রন জিনে দামেস্ক আইল আশ্বার ॥ ছালাম করিল আমি
হানিফার পায় ॥ নবি পদে অধম এয়াকুব রস গায় *

পয়ার * চাশিস রোজ হানিকা এসব দুদা হতে ॥ এজিৎ লক্ষ
সাতে আছিল লড়িতে ॥ থাকান নামেতে এক কাকের ছরদার ॥ এজিৎ
ছালাম করি কহে বারে বার ॥ মোরে যদি হুকুম করহ একবার ॥ বেরা
দার সহিতে মহাকদ হানিফার * পীটমোড়া করে আমি ভেজিব একানে
শুনিয়া এজিৎ বলে দেহ কর কেনে ॥ সেতাব ধরিয়া আন আমায়
হুকুমে ॥ বহুত এনাম আমি করিব তোমারে * শুনিয়া থাকান জিক
চড়িয়া হাতিতে ॥ মরদানে আসিয়া গিধি লাগিল হাকিতে * কহিল
হানিফা তুমি বদ যদি হও ॥ মোর সঙ্গে নেকলে সেতাব কথা কও *
শুনিয়া তবে আলি আকবরে ॥ ছালাম করিয়া কিছু কহে ॥ নি
ফারে ॥ হুকুম করহ যদি আইয়া মরদান ॥ দেখি মোরসার করে কে অরহ
পাহালাওন * হানিকা কহিল যাহ হুপিহু খোদায় ॥ করিম রহিম
সেই রাখিবে তোমায় ॥ তবে আলি আকবর পাইয়া মরদান ॥ চাশিস
পুরু সাজাওল করি পরিধান ॥ আশ্বর পোশাক খুব মোজ করি
হাতে ॥ গোমায় আলি বোটা ধরিয়া ঝোড়াতে ॥ থাকানের মোকাবেলা
খাড়া হৈল আমি ॥ পুরবে উদয় হৈল যেন পূর্ণ শশী * আলিরে কহিল
তুমি হও কোন জন ॥ কোনাজীউ রাখ যে আমার সহ রন * মমিন ছদায়
বলে হররে কুফর ॥ হানিফার তাই আমি আলি আকবর মরতজা আলি
বেটা জানে সর্বলোকে ॥ মউত লেগেছে তেই আইলি একরা মুখে ॥
থাকান কহিল আমি হানিফারে চাই ॥ তুমি কেন পহেলা আইল ॥ মোর
ঠাই * আলি আকবরে বলে তুমি কেন ছার ॥ ভোরবেগে আসিতো হইরে
হানিফার * শুনিয়া থাকান গিধি আগ করায় ॥ মরতজা আলি ॥ কেন
সর্বজনে ধরে * আইল হাতীর পিছে ঢাল দিয়া ছেঁরে ॥ গোজ ॥ বুয়াইয়া
মারে আকবর পরে * গোজ গোয়া বখা গেল পরে জমিদানে ॥ আলি
আকবর গোজ মারে মোস্তফিলে * দেখিয়া থাকান জিহ সেতাব ॥ শুভরে
হাত দারাজিয়া গিধি ধরিল কোমরে ॥ দেওল পাড়িলে যেন লোক জানে

হরে আমালিয়া থাকম লড়িছে আরবার ॥ কুফর পেয়াই অর মোমিন
 ছরদার ॥ কহিতে না পারি যত হৈল মহা মার * দিন দুই প্রহরেতে হৈল
 অনকার ॥ আকবর ছুটিয়া পড়ে কুফর উপর * দুই হাতী মাঝে যেন জড়া
 জড়ি শুও ॥ দুই সাড় লড়ে যেন তাড়াতাড়ি যুও * যতেক হেকমত
 লাড়ে কি বলিল আর ॥ কেহ কারে নাহি যেনে দোহে জোরগার ॥ তবে
 আলি আকবর গোয়া হৈয়া অতি ॥ জমিনে পড়িয়া তার যুখে মারে লাতি
 কথ্য উঠিয়া গিধি এয়ছাই ভাগিল ॥ আপন লঙ্করে মর্দ ঝাইয়া মিলিল *
 ফের যোড়ায় চড়িয়া ধাইল আকবরে ॥ গোয়ায় কুদিয়া পড়ে কুফর লঙ্করে
 কুফরের দলে সান্দাইল যেন ঝড়ি ॥ অগার জলেতে যেন ডুবে পান কড়ি
 সেইরূপে ডোবে যেয়ে অগার লঙ্করে ॥ বুড়িয়া বেড়ায় আলি কুফর ছড়ায়ে
 দেখিয়া হানিকা সাহা লঙ্কর সহিতে ॥ বাহরিয়া খাড়া হয় মহিম করিতে
 উড়িয়া পড়িল আলি লাগিল কটিতে ॥ কাকের পড়িল যেন আজরা
 ইলের হাতে ॥ আলি আকবর সেই থাকানে পাইয়া ॥ বলে কেউলেদ
 কোথা ঝাইবে ভাগিয়া ॥ শুনিয়া কুফর গিধি করে বড়া ঘোর ॥ আও
 হৈতে নাহি পায় আলি আকবর ॥ এমন কালেতে কাকা মোহের
 জোরগার ॥ কুফর উপরে মারে খেচিয়া তলগার * দুইখান হৈয়া গিধি
 পড়িল জমিতে ॥ যেন গাছ কণ্ঠকার চিরিল করাতে * দেখিয়া এতদ
 বাজায় গভীর তবল ॥ বাজাইয়া ফেরাইল আপনার দল * হানিকা খোলাল
 বড়া বাহড়িয়া চলে ॥ এয়াকুব কহেন তাবি আরা ও রহলে *

ওগর আলি ক্রমের লড়াই ॥

পর্যায় * জাফর ছাদেক বলে শুন তাইগন ॥ অপরূপ কথা এই হইল
 পুরাতন * হেথা সে ওগর আলি দুই বেরাদরে ॥ মোহড়া কেরাতে গেছে
 ক্রমের বাদসারে * থবর শুনিয়া ক্রমি লঙ্কর লইয়া ॥ ফলানা মোকামে
 ক্রমি আছে ওতারিয়া ॥ শুনিয়া ওগর আলি যত পাহাওবে ॥ ডাকিয়া
 কহিল চল জাব সেইখানে * শুনিয়া এয়ছাই বাস্ত মোমিন ছদ্দার ॥ কোমর
 বান্দিয়া সবে হইল তৈয়ার * তিরিশ হাজার যে ছওর একেবারে ॥ ভবনি
 ঘিরল আসি ক্রমের বাদসারে আচরিতে ॥ আশিয়া সবে চতুর্দিকে
 ঘেরে ॥ নব মেঘে যটা যেন গিরিল পাহাড়ে * দেখিয়া ভাবিল যত ক্রমি
 আছওরে * পিছেতে তারিয়া যায় পায় যেন সেরে * ধকরির বাধান
 যেন ক্রমের লঙ্কর ॥ ভাগিয়া চলিল সব জঙ্গল ভিতর * চার কোস লাগাদ
 তাড়িয়া সবে গেল ॥ যুদ্ধিলে পড়িল যার হায়াত নাই ছিল * অনেক
 লুটিয়া পাইল মমিনের দল ॥ দামেস্কেতে কুচ কৈল লঙ্কর সকল ॥ হুমকি

তারিখে হেথা হানিফা ছদ্মকার * নেকলিয়া কাফেরানে দিতে ছিল মার *
 করদো হোছেন নামে এজিদ ছওর ॥ তিন সও পাহালওান সতে
 তাহার * সে দিন সে লইয়া তামাম পাহালওানে ॥ বহুত মমিন যে পড়িল
 তার রনে * জখম পাইয়া সবে ছিল পেরেসানে ॥ দেখিয়া হানিফা সাহা
 ভয় নাহি ওনে * বহুত বেহেশ্তি হৈল লড়ে তার ঠাই ॥ বহুত ঘায়েল
 হৈল লেখা জোখা নাই * আলি আকবর কাকা মোছেব দুইজনে ॥ যখন
 হইয়া ছুখি ছিল সেই দিনে * দেখিয়া হানিফা আগে নেকালে ময়দানে
 লঙ্কর সহিত উম্মর পৌছিল সেই খানে * ছালাম করিল আসি পায়ে
 হানিফার ॥ কহিল ভাগিল কোথা ক্রম সাহাবর * আখেরে আকৈল আলি
 হানিফারে কয় ॥ ময়দানেতে যাইতে যে আমাকে হুকুম হয় * খোদাকে
 হুপি নু ভুঝো হানিফা কহিল ॥ শুনিয়া আকৈল আলি ময়দানেতে গেল
 করদো হোছেন সাতে হইল মহারন ॥ কেহ নাহি হারে জানে সমান দুই
 জন * কুফর কমজাত বড়া গোয়া দেল হইয়া ॥ মারিল দারুন গোর ছের
 ঘুমাইয়া * আকৈল আলি ঢাল পরে লইল যখন ॥ কোমরে দেওাল ধরে
 করিয়া মহকুম * ঘোড়া হৈতে উঠাইয়া তুলিল মস্তকে ॥ কুমারের চাক যেন
 ঘুমায় তাহাকে * গোয়ায় জমিন পরে মারিল কাছাড় ॥ বালির সমান চূর্ণ
 হয়ে গেল হাড় * তবে যত এজিদান ছিল তার সাতে ॥ গোয়ায় আকৈল
 আলি লাগিল কাটিতে * দেখিয়া এজিদ গিধি হাত দিল মুখে ॥ হায়
 কহিতে লাগিল মন দুখে * কহিল আলির বেটা বড়া জোরওয়ার ॥ একজন
 কৈল তাই দিনেতে আন্দার * উপায় না হইল সিদ্ধ নহে কোন কাজ ॥
 তলবিয়ান যত সব বুঝি নু আন্দাজ * বড়াই ভাবিত গিধি বড়া পেরেসান
 তলব করিল যত ভাল গাজিয়ান * নুর মোহাম্মদ পদ সহদ লালচে ॥
 পাচালিতে অধম এয়াকুব রস রচে *

এবরাহিম ওস্তর জঙ্গবার বাদসার সাতে লড়াই করিবার বয়ান *
 পয়ার * জাফর ছাদেক বলে শুন তাই যত ॥ পুরাতন এই কথা
 শুনিতো সদমত * এবরাহিম ওস্তর হেথা পাইয়া ফরমান ॥ রোজ রোজ
 মঞ্চিল চলে জান * জঙ্গবার বাদসার জাছুছ দেখিয়া ॥ আপনা বাদসার
 আগে কহিল যাইয়া * এবরাহিম নামে এক মমিন ছদ্মকার ॥ তিরিশ হাজার
 আছওর সরি তার * আইল সে তোমার মোহরা ফিরাইতে *
 কহি নু যেমন সাহা দেখি নু আখেতে * শুনিয়া জঙ্গবার সাহা কুচ কৈল
 দল ॥ এবরাহিম পানে যায় যেন শ্রোত জল * বাহারাম নামেতে এক জঙ্গ
 বার ছদ্মকার ॥ আইসে পাহালওান নামি সাতেতে তাহার * আও দলে

কহিল হাকিয়া ॥ মর্দ যদি থাকে কেহ আইস নেকলিয়া * শুনিয়া হারেছ
গাজি আইল ময়দানে ॥ মার২ শব্দ ভাই এই রব শুনে* বাহারাম হারেছ
যদি পেয়াদা দেখিল ॥ বেরাদরি সাত সবে ঘোড়া লিয়া গেল * তবে
জেয়ে বাহারাম হারেছ সাতে লড়ে৷দোহার হাকনি যায়ে পাহাড় ওখাড়ে
গোর্জে২ আগেতে হইল মহামার ॥ তবে দুই জনে নিল ঢাল তলওয়ার
তারপরে কাটারি খঞ্জর বাকী ছুরি ॥ দোহে জোরতার হয় কেহ কারে
নারি * জঙ্গবার বাদসা এহা দেখিয়া নজরে ॥ দহসত পাইয়া তবে
ভাবিত অন্তরে * প্রথমে ছরদার মরে পেয়াদার হাতে ॥ ছরদার ময়
দানে আইলে কি হয় পশ্চাতে * এতেক ভাবিয়া ভঙ্গ দিল যত দল ॥
যে দিকে যে পারে ধায় যেন শ্রোত জল * অনেক লুটিয়া পাইল মমিন
ছরদার ॥ বাহুড়িয়া চলিল মকানে আপনার * হেথায় যে এবরাহিম
করিলেক ফতে ॥ হেথায় হানিফা লড়ে সেই তারিখেতে * করস
আদম নামে এক যে ছরদার ॥ পঞ্চাস গজের উচু শরীর তাহার * ভাই
ভাতিজা বেটা বিশাশয় জন ॥ সবাই সাজিয়া আইল করিবারে রন *
ছালাম তছলিম করে এজিদের পায় ॥ তলবিয়া সরাব কাবাব সবেথায় *
এজিদেরে কহিল সাহা ভয় কর কেন ॥ জাওমাত্র হানিফারে বাকিব
এক্ষনে * দেখি তার কোন বাপ এসে রাখে তারে ॥ এতবলি রন ভূমে
আসিয়া উত্তরে * নকিবান যন যন ডাকে উভরায় ॥ কে আছে রে বাহা
ছব নেকলিয়া আয় * তবেত হারেছ ফের চড়িয়া ঘোড়ায় ॥ অতি
ছালামতে আসি রনেতে দাড়ায় * করস আদম এহা দেখিয়া নজরে ॥
ভাই ভাতিজা সবে এসারা যে করে * এসারা পাইয়া সবে মোজুদ হইল
দেখিয়া উম্মরআলি পেরেসান হৈল*নজর করিতে পিছে হারেছ দেখিয়া
শিশু যেন চাদ পাইল হাত বাড়াইয়া * দেখিয়া ফুলিয়া আলি হৈল
যেন সের ॥ দুগুন কুণ্ডল বাড়ে উম্মরের ফের * পিছেতে হারেছ গাজি
বলে মার২ এজিদা লানতি কোথা তল্লাসিয়া ধর * তালেব আলি হেন
কালে ঘোড়া উঠাইয়া ॥ করসে কাটিয়া পাড়ে জমিতে পড়িয়া * আর
যন্ত সঙ্গে ছিল লাজেম ছওয়ার ॥ তাসবার ভাগ্যতে দোজখ হৈল সার *
এজিদ বাজায় বাজা গম্ভীর তবল ॥ বাহুড়িয়া লিয়া সবে যার যেই দল *
নুর মহাক্কদ পদ ভরসা সবার ॥ পাচালিতে এয়াকুব রচিল এই সার *

তোগান তুরক হাবসি বাদসার সাতে লড়াই করিবার বয়ান *

পয়ার * ইয়ারগনে বলে শুন জাফর শাজন ॥ কি করিল তোগান

মোগান উছমান * কহে হুনিতে বায়েত অতি দুঃখ ॥ পহেলা হুনিতে
বড় বেড়ে ছিল দুঃখ ॥ জাফর কহিল তুরুক বিদায় হইয়া ॥ উনিস দিন
রাহা মধ্যে চলিল বহিয়া * জাছুছ খবর দিল হাবসী বাদসারে ॥ উত্ত
রিছে নও লাখ সহিত লঙ্করে * নজদিগ হইল দুই তিন কোস পর ॥ নজ
দিক দেখিয়া আইল করিতে খবর * এহাতে তোগান তুরুক ডাকিল সর্ব
জনৈ ॥ রাত হানা দিব বলি বিচারিল মনে * যতেক তুরুকগন কোষর
বান্দিয়া ॥ নিম্না যোগে হাবসিরে ঘিরিল আসিয়া ॥ কেহে হইয়া আছে
কেহ গীত নাটে ॥ আচরিতে তোরুক সেখানে আসি কাটে ॥ যতেক
কাটিল তার লেখা জোখা নাই ॥ তাহার হুমার জানে আপনি এলাই *
আথেরে বাহুড়ি নিজ মোকামে আসিয়া ॥ হানিফারে বলে সবে ছালাম
করিয়া * হাবসি বাদসার পালাইবার খবর ॥ শোনিয়া হানিফাতবে খোসাল
অন্তর * তোগান তুরুক আর মোগান তুরুক ॥ ওছমান তুরুক অতি
যত সর্বলোক * বহুত খোসাল সাহা হইয়া অন্তরে ॥ বহুত এনাম কৈল
সবাকার তরে *

হজরত এবরাহিম কোরবানি দিবার বয়ান *

পয়ার* আর এক কথা শোন পুঙ্খের নিন্দ ॥ শোনিলে মনের যত
ভ্রান্তিবেক সন্দ * এবরাহিম নবি ছিল আজরের নন্দন ॥ অথও প্রতিষ্ঠা
জার ভরিয়া ভুবন * হাজেরা ও ছীরা তার ছিল দুই নারি ॥ সওনে শোচ
রিত রূপে বিদ্যাধরি * ছারার পেটেতে নবি এছহাক হইল ॥ হাজেরার
পেটেতে নবি এছমাইল জন্মিল * এক দিন পয়গাম্বর এছমাইলে দেখি
বহুত হইল খুসি মনে অতি সুখি * দেখিয়া বেটার রূপ অতি মনোহর ॥
গৌরব জন্মিল বড় মনের ভিতর * বলে মেরা বেটা এয়ছা ছরত পাইল
দুনিয়াতে কেহ বুঝি এয়ছা না হইল * এই বাতে আল্লাতালার গোশ্বা
দেল হৈল ॥ এবরাহিম নবির প্রতি বহুত গর্জিল * আরদিন স্বপনেতে
কহিলেন বানি ॥ এছমাইল পয়গাম্বরে দেহ যে কোরবানি * ভুলিয়া আমায়
বেটার তারিফ করিলে ॥ দোস্তজন হৈয়া মোরে তফাতে ফেলিলে * এখা
তেরে বেটাতেরা চাহি যে কোরবানি ॥ যদি দেহ তবে জানি ছুস্তি এমনি
এবরাহিম এছাই যেখোওবে দেখিয়া ॥ খোসাল হইল বড় কোরবানি লাগিয়া
আছিল এছাই শিশু হাজেরার স্থানে ॥ সেই খানে পয়গাম্বর গেলেন আপনে
বাহানা করিয়া গিধি বিবিকে কহিল ॥ মেহমানির এক ঠাই জিয়াফত হৈল
এছমাইলে লিয়া জাব মেহমানি থাইতো ॥ এহা কৈয়া পয়গাম্বর লিয়া আইল
স্মৃতে * এছমাইল স্থানে নবি এতেক বুঝায় ॥ একবাত কহি বাবা দেলে

কিবা লয় * দেখিয়া তোমার রূপ অতি মনোহর ॥ পেয়ার জন্মিল মেরা
 দেলের ভিতর ॥ এই দোসে নিরাঞ্জন কহিলেন বানি ॥ তাহার নামেতে
 তোমায় দিতে যে কোরবানি * এতেক হনিয়া শিশু হইল খোসাল ॥
 জমিনে পড়িয়া ছেজদা করে হামেহাল * কহিল আল্লার নামে দিব যে
 পরান ॥ আলবতা আমার তরে করহ কোরবান * এতেক কহিয়া শিশু
 গোছল করিল ॥ কোরা জামা-দোড়া এনে তখনি পিন্ধিল ॥ হেনকালে
 ইবলিছ পাপিষ্ঠ ছুরাচার ॥ ফকিরের বেসে আইল দাগা করিবার * ইবলিছ
 কহেন হন নবির কুমার ॥ কাহেক পেয়ারা জান করহ সংহার * জান হেন
 ধন তুমি পাইবে কোথায় ॥ হনিয়া যেমন ঠাই আর নাই হয় * তেরা মায়
 হাজেরার আর কেহ নাই ॥ অনাথ হইয়া সে রহিবে কোন ঠাই * তেরা
 বাপ সাতে তার নাহিক পিরিতি ॥ তুমি মৈলে উহার হইবে কোন গতি *
 বুড়া কালে বাপ তেরা নাহি রাখে জ্ঞান ॥ সংমায়ের বাতে তুঝে করিবে
 কোরবান ॥ বাপ হৈয়া পুত্রবধ করে কোন ঠাই ॥ ফাকি দিয়া মাঝে তুঝে
 তোমাকে বুঝাই * পালাইয়া যাও তুমি লইয়া পরানি ॥ হাজেরার কাছে
 গিয়া কহ এই বানি * এত হনি এছমাইল কহেন বচন ॥ আলবতা আল্লার
 রাহে দিব প্রান ধন * আল্লার হুকুম আর বাপের ফরমান ॥ দুই মতে ভাল
 দেখি আমার কোরবান * জীবন যৌবন নাহি রহে সৰ্বকাল ॥ পালিত্তে
 বাপের কথা নাযটে জঞ্জাল * শুনিয়া ইবলিছ তবে নৈরাস হইল ॥ এবরা
 কিম কাছে গিয়া কহিতে লাগিল * কহিলেক নবি তুমি কেমন রছল ॥
 বুদ্ধি মন্ত হৈয়া কর এ কাম সকল * এমন ছরত লাড়কা চান্দকে জিনিয়া
 তাহাকে মারিতে চাহ স্বপন দেখিয়া * স্বপন বচন দেখা হয় দুই মতি ॥
 ফেরেশতার স্বপন আর সয়তানের হরকত * আল্লাতাল্লা করে কোথা
 মানুসে কোরবানি ॥ চাহিয়াছে কোন দেশে শুনেছ আপনি * তামাম আলম
 জার নামেতে কোরবান ॥ জান দেয় জান লেয় তার অনুমান * কার বাতে
 নিজ পুত্র চাহ মারিবার ॥ পুত্র হেন ধন তুমি কোথা পাবে আর ॥ আখির
 পুতলি পুত্র জানের জীবন ॥ ঘরের চেরাগ পুত্র করেত রৌসন * পুত্র হৈতে
 পিতা হয় দোজখে উদ্ধার ॥ দেখিতে নয়নে শুখ কি কহিব আর * হেন
 পুত্র সৰ্বদায় নাহি মার তুমি ॥ পুত্র বধে মহা পাপ কহিলাম আমি ॥ স্বপ
 নের কথা এই কিসের প্রত্যক্ষ ॥ মন স্থির কর তুমি এহা ভাল নয় ॥ শুনিয়া
 খলিল বাত আগ বরাবর ॥ কহিল ইবলিছ তুমি জানিহু সত্তর * আপনার
 জান কিবা বেটার কোরবানি ॥ আল্লার নামের পরে তোছদক জানি *
 সয়তানের বাপের কুদরত কিবা আছে ॥ শপন কহিতে পারে এসে মোর

কাছে * বড়া নেক খোণ্ডাব এই জানিয়াছি ছাচ্চা ॥ সম্মতান হইবে সেই
 যে বুঝিবে মিছা ॥ এলাহির কথা শুনে জেনেছি মনেতে ॥ কখন ফিরি
 নাহি আমি কার বাতে * এয়ছা কাজে পাপি ভুমি দৌবে দাগাবাজী ॥
 ফকির নহেত ভুমি শয়তানের কাজী ॥ ছর হৈয়া হেথা হৈতে জাওরে
 গাঙার ॥ তেরা মুখ দেখে সেই হয় গুণাগার * হেথায় ইবলিছ যদি মুখ
 না পাইল ॥ হাজেরার কাছে গিয়া কান্দিতে লাগিল * কহিতে লাগিল
 বিবি জান সমাচার ॥ মেহেরবানীর ছলে বেটা লিল পয়গম্বর * তাহার
 খবর কহি শুনদেল দিয়া ॥ বেটাকে লিলেক তেরা মারিবার লাগিয়া ॥ সভা
 মিথ্যা মপনেতে শুনে মিছে বানি ॥ তেরা বেটা এছমাইলে দেয়যে কোর
 বানী * একে তোমা পতি সঙ্গে না হৈল পিরিতে ॥ এক পুত্র মাত্র তেরা
 আছে ছনিয়াতে * সেই পুত্র তোমার করিবে যে কোরবানি ॥ কি কারনে
 রাখিয়াছ এছার জীবন * তোমার সতিনে ছলা দিলেক নবিরে ॥ মপ
 নের বাহানায় মারে তার তরে * শুনিয়া বিবীর মন হৈল খোসালিত ॥
 ফকিরে কহিল ভুই দুষ্ট আচরিত * এবরাহিম খলিলোলা আলার ইবিব
 আলবতা করেছে কাম বুঝে মনাছিব * ফেরেবের কাম কিছু না করিব
 নবি ॥ স্বপনের কথা ছাচ্চা দেল বিচে ভাবি * আলবতা বেটার তরে কোর
 বানি করিয়া ॥ এলাহির মরজি নবি রাখে জোগাইয়া * সফল জনম বাটে
 আমার বেটার ॥ এলাহির নাম পরে হইবে নেছার * শুনিয়া ইবলিছ বড়
 বেজার হইয়া ॥ মৈরাস হইয়া গেল অমনি চলিয়া * হেথা এবরাহিম
 নবি এছমাইলে আনি ॥ বলিলেন এবে ভুঝে করিব কোববানি * এছমাইল
 কহেন বাত বাপ বরাবর ॥ মেরা এক বাত নবির কদম উপর * হাত পা
 সক্ত করে রুদহ আমার ॥ হেলিতে না পারি যেন কোরবানি উপর *
 গলার উপর যবে চালাইবে ছুরি ॥ কদাচিত আমি যেন হেলিতে না
 পারি * যদি আমি হেলা দোলা করি ছুরি দিতে ॥ কি জানি বেদেল পাছে
 হয় পাকজাতে * শুনিয়া যে পয়গম্বর আনিলেক দড়ি ॥ বান্দিলেন এছ
 মাইলে হাত পাও ছুড়ী * লড়িতে তাকত কিছু না রহিল কার ॥ দেলে
 গম হৈয়া শিশু ভাবে করতার * আর কিছু বলে নাহি আছিল গেয়ান ॥
 নিরাঞ্জন নৈরাকার করিছে ধিয়ান ॥ এছমাইল শিশু যদি হইল বন্দন
 আরোশ কোরস যত কাপিল তখন * কানিয়া ফেরেস্তা সব কহে করতারে
 তোমার কুদরত নাহি পারি বুঝিবারে * এছমাইল শিশুবরে কেন পয়দা
 কৈল ॥ নিপাত করহ কেন কোন দোস পাইলে * এছমাইল শিশুবরে
 করনা রহম ॥ করিলে আলবতা নাহি করিয়া করম * শিশুর আহওয়াল দেখে

জীউ ফেটে যায় ॥ আপনার খুশি যাহা কর দয়াময় * এয়ছা মোনাজাত
করে ফেরেস্তা সকলে ॥ হাত ভুড়ে এলাহিকে আথে আছু চলে * ফেরে
স্তার জারি হুনে আপে করতার ॥ কহিলেন এছমাইল বাচিবে সত্তর *
জীবরীলের তরে আলা হকুম করিলে ॥ তুরিত এক দুশা লিয়া যাহ তুমি
চলে * এছমাইলে বদল করহ শুন বাতা ॥ হুনিয়া জিবরীল গেল দুশা লিয়া
হাত * হেথা এবরাহিম যদি গলে দিল ছুরি ॥ এক পসমেতে নাই ছুরি
কৈল কারি * ছুরি যেন পসমের উপরেতে ফেরে ॥ হেনকালে গায়েব
আওজ হৈল তারে * গায়েবে কহিল বাত শোন এবরাহিম ॥ কাপড়েতে
বান্দা আখি তোমার লাজিম * দেখিয়া বেটার মুখ বাড়েত দেরেগ ॥
এখাতিরে দারাইতে নাই পার তেগ * এতেক হুনিয়া দুই আখি বান্দিল ॥
ফেরেস্তা দুশা দিয়া শিগ্ন বদলিল * বিছমিল্লা বলিয়া নবি চালাইল ছুরি
কোরবানি হৈল দুশা ধড় ফড় করি * জেলহজ্জ চান্দের দশ তারিখ পাইল
ইদেজ্জাহা সেই দিনে নিয়ম হইল * আখি খলে দেখে নবি সাক্ষাতে
ছাপল ॥ তাজ্জব হইল নবি হরিল আকৈল * এছমাইল খাড়া আথে
নজরে দেখিল ॥ আছাড় খাইয়া নবি জমিনে পড়িল * কান্দিয়া আল্লার
আগে করে মোনজাত ॥ করিতে লাগিল নবি উঠাইয়া হাত * করিম রহিম
আলা তুমি করতার ॥ কি গুনা দরগায় বাকি হইল আমার * হাজত
কবুল মেরা না হৈল দরগায় ॥ কি খাতেরে ছশি তুমি পাইলে আমায় *
বেটাকে কোরবানি পরে মোজুদ আছিনু ॥ না হৈল কবুল আমি কি গুনা
করিনু * হেনকালে শোনে নবি গায়েব কালাম ॥ শোন নবি নাকান্দিও
আমি নহি বাম * তোমার আওলাদে হবে নূর মহাজ্জদ ॥ আলি সাহা
পয়দা হবে তাহার দামাদ * তারবেটা হাছেন হুনিয়ায় পয়দা হবে ॥ এছ
মাইল বদলে সেই কোরবানি হইবে * মহিম করিবে সেই কারবালা উপর
তাহাতে কোরবানি তেরা কবুল আমার * এত শোনি এবরাহিম কান্দিল
বিস্তর ॥ হাছেন হোছেনের বাত শোনিয়া খবর * ফেরকহে নবি কান্দিয়া
বেটা মেরা দরগায় কবুল নাই কিয়া * নিজজানে দেই তবে করিয়া কোর
বান ॥ তবেত দেলেতে মেরা না থাকে আরমান * গায়েব কহিল তেরা
বৎসে হবে নবি ॥ পাঞ্জাতন পাক পয়দা হইবেক নবি * তেরা বৎসে পয়দা
হবে হাছেন হোছেন ॥ মরিতে তোমারে আমি কহিব কেমন * তবে নবি
আপনারে থামস রহিল ॥ হাছেন হোছেনের বাত মানুম করিল * শুনহৈ
মমিন সব আগামি খবর ॥ এখাতেরে লড়াই এফছাদ এত তার * বিবি
গন বন্দ যারে ইহার কারন ॥ মহাজ্জদ হানিফারে লয়ে শুন দিয়া মন *

মহান্নদ হানিফার বাজু সহিদ হইবার বয়ান *

পর্যায় ॥

তবে এক দিন বন্দ লড়াই হইল ॥ দেখিয়া এজিদ বাত

মেরঙার কহিল * তোমারে কহিছু কত না শুনিলে বাত ॥ একে ২ লড়ে
সবে করিলে নিপাত * আলির ফরজন্দ সব আজরাইল সমান ॥ দাগ না
চড়াতে পারে কোন পাহালওয়ান * এহার উচিত এক সাতেতে লড়িয়া
জান হৈতে মার কিবা আন পাকড়িয়া * নহে একে ২ ভাই নারিবে জিনিতে
শুনিয়া মেরঙা গিধি লাগিল কহিতে * জেরাপোস পঞ্চ দশ লাখ
আছওয়ার ॥ আমি লাখ পেয়াদা আছেন তীরদার * তিরিশ হাজার আর
আছে মস্ত হাতি * চা্লিস হাজার ফান্দে আছেন ফান্দি * হেছাব করিয়া
আমি করিছু হুমার ॥ আপনি লড়হ আজি করিয়া বিচার * এজিদ কহিল
আমি থাকি মস্তফিলে ॥ ফান্দের সহিত আর যত হাতি দলে * লইয়া যাইব
আমি হানিফার কাছে ॥ যে হয় হইবে ভাই নছিবে যে আছে * এত বলি
এজিদ লইয়া হাতিগণ ॥ ফান্দ তীর সঙ্গে লয়ে করিল গমন * তবেত মেরঙা
সাথে লঙ্কর লইয়া ॥ এজিদ ময়দানে খাড়া হইল যাইয়া * দেখিয়া আইল
যত মমিন সরদার ॥ ছই দলে লাগিল নাকারা বাজিবার * এজিদের লঙ্কর
যত গাদাও আছিল ॥ তাহাতে মমিন লোক যাইয়া ছাপিল * তলওয়ারে ২
লড়ে গোর্জে ২ ॥ তার বরিসন করে যত তীরেন্দাজে * এহি মতে
লড়ায়েতে ছিল যত জন ॥ অনেক কাফের কৈল দোজখে গমন
বহুত সহিদ হৈল মমিন ছরদার ॥ বেহেশ্তের পরে সবে পাইল অধিকার *
হেথায় এজিদ গিধি কমজাত কুফরে ॥ লইয়া ফান্দতীর আর হাতির
লঙ্করে * চুপে ২ হানিফার ঘিরিল পিছাড়ে ॥ যেন মেঘ ঘটা আমি
করিল পাহাড়ে * হুমুখে বিষুখে দেখে কুফর লঙ্কর ॥ বড় পেরেশান
পড়ে মমিন ছরদার * আথেরে এলাহি ভাবি কাটিতে লাগিল ॥ বেলা
ছই প্রহর কালে আন্ধার হইল * এজিদ কমজাত দিয়া হাতির লঙ্কর ॥
যেরঙা করিল চারিদিকে হানিফার * ফান্দ দিয়া তার পরে ঘেরে
হানিফায় ॥ একসাত ফেলে ফান্দ হানিফার গায় * শুনিয়া ফান্দি
লোক ফান্দলিয়া হাতে ॥ হানিফারে ঘিরিলেক চারিদিক হৈতে * ফেলিল
তামাম ফাসী একত্র হইয়া ॥ পড়িতে লাগিল ফান্দ আছমান ছাইয়া
চা্লিস হাজার ফান্দ ডালে এককালে ॥ সাত সত ফান্দ লাগে হানিফার
গলে * চারিদিক হৈতে সবে খেচিতে লাগিল ॥ ঘোড়ায় টকিতে
নারে জমিনে পড়িল * মহান্নদ হানিফা যদি পড়িল জমিনে ॥ পড়িল
মাহতাব যেন খসিয়া আছমানে * এয়ছা বন্দ হৈল তার পাও নাহি

হেলে ॥ দেখিয়া মেরঙা গিধি আইল হেনকালে * পিছে হৈতে কমজাত
 মারিল তলওয়ার ॥ দুই খান হয়ে পড়ে বাজু হানিফার * সহিদ হইল যদি
 হানিফার বাজু ॥ এজিদ কমজাত এসে হইলেক রুজু * আছমান জমিন
 যত হইল কম্পবান ॥ লহতে ভরিয়া গেল তামাম ময়দান * এজিদ
 কমজাত তারে মজবুতে বান্দিয়া ॥ আপনার ঘরে গিধি লিল মাঙ্গাইয়া
 ওস্তর আলির হেথা যত পাহালওয়ান ॥ সবাই ফিরিয়া আইল হৈয়া
 পেরেমান * এজিদ কমজাত বড় খোসাল হইয়া ॥ শিশু যেন চান্দ
 পাইল হাত বাড়াইয়া * সাদিয়ানা বাজাইতে লাগে ঘনে ঘন ॥ মুলুকে
 খবর হৈল হানিফার বন্দন * জঙ্গনামার কথা সব মধুর মিসালে ॥
 এয়াকুব কহেন খোড়া বিস হৈতে চলে *

পয়ার * জাফর কহিল শুন যত ইয়ার গন ॥ নিশ্চই হইল তবে
 হানিফার বন্দন * জয়নাল আবদিনে দুক্ষে ছালেমা কলছুমে ॥ কান্দিতে
 লাগিল তারা পড়িয়া যে ভূমে * বলে আল্লা তাল্লা এয়ছা কপালের
 লিখন ॥ বন্দখানা কতক বচর গোজরান * সবে এক ভরসা আছিল হানি
 ফার ॥ বারেক কখন আসি করিবে উদ্ধার * তাহাতে এমন গতি করিল
 খোদায় ॥ যেই ডালে ভর দিই সেই ভেঙ্গে যায় * ছনিয়ার বিচে আর
 কেহ সখা নাই ॥ বুঝি বন্দখানায় মউত কৈল নাই * হেথায় এজিদ গিধি
 কহে হানিফারে ॥ এখন তোমার সে দেমাগ কারঘরে * এতেক লঙ্কর মেরা
 মার কি লাগিয়া ॥ ইহার উচিত ফল দিব পৌছাইয়া * হানিফা কহিল শুন
 কমজাত কুফর ॥ খোদার হোকুমে তেরা কাটিব লঙ্কর * এখন খোদায় যদি
 রাখে মেরা সাস ॥ ফিরিয়া কাটিব বলি মনে করি আস * এজিদ কহিল
 এবে কাটিব তোমারে ॥ ছাড়িব তোমারে হেন করেছ খাতেরে * হানিফা
 কহেন যাহা করেন খোদায় ॥ রেজাবন্দি আমি আছি সৰ্বদায় * এজিদ
 পুছিল বাত মেরঙার তরে ॥ কহ কোন শাস্তি করি হানিফার তরে * মেরঙা
 কহিল এবে লইয়া ময়দানে ॥ চাপাইয়া ঘাস লাকড়ি জালাও আগুনে
 হনিয়া এজিদ গিধি পাহার উপরে ॥ বহুত লাকড়ি ঘাস এনে জমা করে
 তারিখ নিয়ম করে কমজাত কাফিরে ॥ ফলানা রোজেতে জালাইবে হানি
 ফারে * একজন মমিন আছিল চারিয়ারি ॥ লাচারে পড়িয়া করে এজি
 দের চাকরি * হানিফার বিপদ দেখিয়া নিজ আথে ॥ উম্মর আলির তরে
 কেতাবত লেখে * ফলানা তারিখে মহানুদ হানিফারে ॥ জালাইবে আগু
 নেতে পাহাড় উপরে * যদি কিছু করিতে পারহ সেই দিনে ॥ নহে আর
 উপায় না দেখি যে নয়নে * লিখিয়া কাছেদ এক করিল বিদায় ॥ লেখ

লিয়া পেয়াদা তাকিদ চলে যায় * হেথা হানিফার যত ভাই বেরাদর
ছেফাই ছরদার আর যতেক লঙ্কর উম্মর আলি তালেব আলি আলি
আকবর ॥ আক্কেল মোছেব কাকা এবরাহিম ওস্তর * কাকা মোছেব আর
হারেছ পাহালওয়ান ॥ ভোগান তুরুক আর মোগান ওছমান * হজিমত
থায় সবে হইয়া পেরেমান ॥ উত্তরিল গিয়া সবে যেখানে মকাম * নাহিক
দেমাগ কর গায়ে নাহি বল ॥ ষষ্টিজলে চূর্ণ করে কমলের দল * মলিন
হইয়াছে সবে মুখে নাহি বানি ॥ রাহ লিয়া গেছে যেন চান্দ্রের রোসনি
হেথায় বসিয়া সবে করেন মছলত ॥ কি কাম করিব কিছু নাহি দেখি পং
একজন উঠিয়া কহেন সবাকারে ॥ কতেক বৎসর সবে ছিনু একতরে * এখন
পড়িল ভাই বিসম বিপদ ॥ হানিফারে বিদেশেতে ষটিল প্রমাদ * কহকোন
রূপে জাবে আপন মুলুক ॥ বিচারিয়া কহ যেন নহে কোন দুখ * জঙ্গ
নামার কথা সব সহদ লহরি ॥ অধম এয়াকুব কহে পিয়া কণ ভরি *

মোহাক্কদ হানিফাকে জালাইতে যায় তাহার বয়ান

পয়ার * কহিল মোছেব কাকা শুন সব ইয়ার ॥ খামথিয়ালি আর
কথা শুনহ আমার * যেই দিন জুদা হবে তামাম ইয়ার ॥ মুলুকে চলিবে
যদি হইয়া জুদা কর * সমাচার পাইয়া এজিদ নাপাকারে ॥ জনাজাতি
ধরিয়া কাটিবে সবাকারে * উচিত না হয় জুদা করিতে লঙ্কর ॥ লাঞ্জেম
এখন একে করিয়া ছরদার * দামেক্ক সহরে ফের যাইয়া একবার ॥ যে হয়
সে হবে ভাই নছিব যাহার * এখন সকল ভাই ছালামতে আছি ॥ সব
একা হানিফারে কাফেরে দিয়াছি * যদি আল্লা করে তবে মারিব এজিদে
ছাহেব জাদার তরে উদ্ধার বিপদে * নহে মারা যাই যদি সবাকারে ভাল
এমামের তোছদকে জান নেকলিল * শুনিয়া কাকার বাত তামাম ইয়ার
মোছেব কাকারে বলে হইতে ছরদার * মোছেব কহিল আমি হইতে না
পারি ॥ আলির ফরজন্দ সবের থাকিতে ছরদারি * তবে উম্মর আলির
যে করিল ছরদার ॥ খোসাল হইল যত দোস্ত বেরাদর * এমনসময় সেই
কাছেদ আসিয়া ॥ চারি ইয়ারের লেখা দিলেক ডালিয়া * পড়িয়া উম্মর
আলি সকল জানিল ॥ শিশু যেন চান্দ হাতে বাড়াইয়া পাইল * তামাম
ইয়ার শুনে হইল খোসাল ॥ যেন ধন কড়ি পাইল দরিদ্র কাঙ্গাল * মোছেব
কাকা বলিলেন ওম্মর আলিরে ॥ আমি পাহাড়েতে যাই যদি বল মোরে
জঙ্গল লঙ্কর সাতে থাকি ছাপাইয়া ॥ উদ্ধারিব হানিফারে সময় বুঝিয়া
এবরাহিম ওস্তর বলে মোছেব কাকারে ॥ আমি গিয়া উদ্ধারিয়া আনি
হানিফারে * আমি সেই পাহাড়ের জানি যে ঠিকানা ॥ আল্লা যদি

করে তবে দিই গিয়া হানা * এত বলি এবরাহিম লইয়া লঙ্করে ॥ পাহাড়
উপরে এক জঙ্গল ভিতরে * ছাপাইয়া রহিলেক গিয়া সব দল ॥ হেথাও
উল্লস আলীর লঙ্কর সকল * দামেস্কের কাছে আসি বসাইয়া থানা ॥ ধু
নাকারা যেন বাজে সাদিয়ানা * এজিদ লানতি বলে মেরঙার ভরে ॥
আলীর ফরজন্দ আইল দামেস্ক সহরে * কি করিব এখন বলহ ছমজাইয়া
শুনিয়া মেরঙা কহে ছালাম করিলা * আলম্পানা ছালামত শুন মেরা
বাত ॥ লঙ্করে বল যে লড়ে এমারার সাত * আপনি করহ হেথা থাকিয়া
ছরদারি ॥ আমি হানিফার তরে জলাইয়া মারি * এজিদ বলিল আজি
দেখি কিবা হয় ॥ কালি তারে জলাইব আছে কারভয় * এত বলি এজিদা
লইয়া যত দল ॥ ময়দানে আসিয়া মারে জঙ্গের তবল * জঙ্গ নামার কথা
সহদ সাগর ॥ রচিল এয়াকুব ভরসা পয়গম্বর *

তালেবের লড়াইও এজিদের লঙ্কর হানিফারে জলাইবার বয়ান ॥

পয়ার * একজন পাহালওয়ান কুফর ছরদার ॥ আছিল বত্রিস গজ
শরীর তাহার * চড়িয়া হাতির পরে আইল ময়দানে ॥ হাকিয়া কহিল যত
আলীর পুত্রগনে * এজিদ তলবে তুষে আই নেকালিয়া ॥ লইব নিশ্চই
পাঁট মোড়ায় বাকিয়া * শুনিয়া তালেব আলী গোষায় জলিল ॥ যোড়া
উঠাইয়া অলি নজদিক হইল * কাফের ছত্তার ঝট খেচে তলওয়ার ॥ অতি
মহাতেজে গিধি করিল ওয়ার * চার পাণ্ড যোড়ার কাটীয়া ফেলে ভূমে
পেয়াদা তালেব আলী হইল প্রথমে * পেয়াদা হইয়া এয়ছা করিল যথম
এক চোটে হাতির পাণ্ড করিল কলম * দুইজনে পেয়াদা হইল রন মাপ
তালেব আলী কুফর হইতে বড় তেজ * জমি হৈতে কুফরে মস্তকে উঠা
ইয়া ॥ কুমারের চাক যেন ছেরে ঘুমাইয়া * মারিল আছাড় এয়ছা ধরিয়া
পায়েতে ॥ যদি হেন মগজ নেকালে নাক হইতে * দেখিয়া এজিদ বাজ
গম্বির তবল ॥ বাজাইয়া ফিরাইল আপনার দল * বেহানে এজিদ নেকা
লিয়া হানিফারে ॥ জলাইতে লিয়া যায় ময়দান উপরে * চাপাইয়া লাকড়ি
আগ দিল এক টেরে ॥ অগুনেতে নেগাবানি করে সবে ঘিরে * উঠিল
আজিম ধুঙা তার সে গগনে ॥ এবরাহিম ওস্তর তাহা দেখিল নয়নে * ত্রিশ
হাজার যে লইয়া আছত্তার ॥ এজিদার পরে আসি দিল খুব মার * দেখিল
এজিদ গিধী শুনিয়া নিদান ॥ আর কিছু নাহি বলে হইল পেরেশান *
কোথা হৈতে লঙ্কর উঠিল আচম্বিতে ॥ জানিতে না পারি সমাচার কোন
তে * কি জানি কি হয় পাছে ঠেকিয়া বিপদে ॥ ভাগিল ভাবিয়া এছাকম

জাত এজিদে * হারেছ ওস্তর আদি যতেক লক্ষরে ॥ ঘোড়া উঠাইয়া আঙ
নের কুণ্ডে * হাতাহাতি ঘাস লাকড়ি উঠাইয়া ফেলে ॥ আঙনের কুণ্ড
হৈতে হানিফাকে তোলে* চান্দ যেন রাং হৈতে নিস্তার হইল ॥ দেখিয়া
খোসাল বড় হইল সকল * যত ইয়ার মোবারক কদমে পড়িয়া ॥ বহুত
কান্দিল সবে পেরেশান হৈয়া * আথেরে পড়িয়া সবে নামাজ দোগানা
বহুত খোদার কৈল তারিপ সোকরানা * তবে সে আইল উম্মর আলীর
লক্ষর ॥ মোছেব কাফা আর তোগান সর্দার * হানিফার পায় ধরি কান্ধে
যায় ॥ ছাতি কেটে যায় কাটা বাজু দেখে তার * পটকান খাইয়া কান্ধে
হইয়া লাচার ॥ হায়ং হবে কেয়ছা বাজু নাই আর * হানিফা মালিস করে
খোদার দরগাতে ॥ কান্দিয়া ছেপাই লোকে লাগিল কহিতে * মনে
ছিল বড় সাদ মারিব কুফরে ॥ জয়নাল আবদিনে বসাইব তক্ত পরে * সতি
সও আওরেতেরে করিব খালাস ॥ এহা যে খোদাতালা করিল নৈরাশ
বাজুকাটা গেল কি হৈবে আনা হৈতে ॥ যদিও তোমরা কিছু পারহ করিতে*
বারেক নয়ানে দেখি জয়নালের মুখ ॥ তবেত মনের মেরা ঘুচে সব দুঃখ
জগনামার সব কথা সহদ লহরি ॥ রচিল এয়াকুব এহা পিয়ে মন ভরি

মোহাম্মদ হানিফার বাজু হইবার বয়ান *

পয়ার * তবে রাতে রছুল ছেয়েদ নেকজাতে ॥ খড়ম দুখান
পায় আসা লিয়া হাতে * গলায় জুফা ঝুলে পড়ে গায় ॥ হানিফার ছেদা-
নে বসে স্বপন দেখায় * বলে ভাই কাহে তুমি হৈলে পেরেশান ॥ কাহে
তুমি কান্দিয়া খারাব কর জান*হানিফা কদম ধরি কহিতে লাগিল ॥ কতেক
বৎসর আজি মহিম হইল * তবু উদ্ধারিতে যে নারিনু বন্দিয়ানে ॥ এইসাদ
বড়ই রহিল মোর মনে * হাত হীন হৈনু কোন গোনাতে পড়িয়া ॥ মউত
হইলে ভাল এহার চাহিয়া * রছুল কহেন শুন হানিফা পেয়ারে ॥ ফরমান
করহ যদি আপন ইয়ারে * রনভুমি হৈতে বাজু আনুক ঢুড়িয়া ॥ বান্দুক
যথম পরে মজরুত করিয়া * মোহর নবুয়ত পড়ে কূকে তিনবার ॥ আলার
কুদরতে দস্ত হবে আরবার* এইরূপেহানিফা স্বপন দেখে উঠে ॥ বিছানার
থসবই আতর যেন ছুটে * সেইখানে হানিফা সিমি মাঙ্গাইয়া ॥ মহাম্মদের
রুহ পরে ফাতেহা করিয়া * সিমি বখশিশ করে যত ইয়ারানে ॥ স্বপনের
বাত সব কহিল বচনে * শুনিয়া মোছেব কাফা খোসালিত অতি ॥
কহে মবারক বাজু চিনি ভাল ভাতি * কতবার হানিফা মেহের করি মনে
মবারক বাজু ধরি আমার গর্দানে ॥ বাত চিত করিয়াছে মেহের উপর ॥
আমিহ নজর দিহুন বাজুর উপর * এখাতিরে মবারক বাজু আমি চিনি ॥

হুকুম করিব আমি তল্লাসিয়া আনি * এবরাহিম বলেন মছেব থাক তুমি
বাহুর উদ্যোগে নেকালিয়া যাই আমি * এত বলি গমন করিল এবরা-
হিমে ॥ একে ২ খুড়িয়া বেড়ায় রনভূমে * যেইখানে ফান্দেতে ধরিল
হানিফারে ॥ শুখাইয়া রয়েছে বাজু জমিন উপরে * উঠাইয়া লিয়া যায়
ঢালিয়া খাঞ্চায় ॥ তিলেক বিলম্ব নাহি ধায় উত্তরায় * তেফেল ছাণ্ডাল
যেন ডাইনের ডরে ॥ জননি যেমন ছাপে ঘরের মাঝারে * এবরাহিম
কাফেরের ডরে সেই মত ॥ বহুত যতনে ছাপে হানিফার হাত * হানি-
ফার আগে যদি আইল বরাবর ॥ দেখিয়া কহিল বটে এই বাজু মোর *
পরম যতনে বাজু বাঞ্চে যথমেতে ॥ পড়িয়া যে ফুকিল মোহর নবুওতে *
আমিন ২ বলে যতেক ইয়ার ॥ সাবুদ হইল বাজু হুকুমে আল্লার * শুনহে
মমিন সব শুন দেল দিয়া ॥ মনের সন্তাপ সব যাইবে ভাঙ্গিয়া * শুনিয়া
বাড়িবে জ্ঞান মতি হবে গতি ॥ অধম এয়াকুব কহে মধুর ভারতি *

মোহাম্মদ হানিফা ফের লড়িয়া এজিদে মারে ॥

পয়ার ॥ নবীর দোণায় হাত হৈল হানিফার ॥ এজিদ সাহেবে কেহ-
দিল সমাচার * আছমান থাকিয়া যেন পড়ে কোন জন ॥ কিহৈল ২ বলে
হৈল অচেতন * কতক্ষনে চেতন পাইয়া আপনার ॥ বলে কোনমতে রক্ষা
না হৈল আমার * উত্তর আলীর তরে দিতে ছিনু ছলি ॥ তারে লয়ে গেল
চক্ষে দিয়া ধূলি * হানিফারে জালাইতে পাহাড় উপরে ॥ আচমিতে লিল
হরে হারেছ ওত্তরে * কাটা বাজু লাগে জোড়া একি পরমাদ ॥ আজি
হৈতে শুচিল যে জীবনের সাধ * তবে রোজ ২ লড়ে মমিন ছরদার ॥ বহুত
কাফের গেলদোজখ মাঝার * কত ২ কাফের আছিলপাহালওয়ান ॥ মমিনের
হাতে সবে হারাইল জান * তিরিস জোস দৌড় জোরে মোমিনের দল ॥
ঠাহরিতে নারিল লোক ভাগিল সকল * যে দেখে যে শুনে ভাই এসব
সন্ধান ॥ যুলুকে নাহিক আর দোহাই ফরমান * দামেস্ক সহরে আসি
ঘিরিল সকল ॥ যেখানে যে ছিল সব মমিনের দল * এজিদ আছিল ঘিরা
মহল ভিতর ॥ কার শক্তি যায় তার শ্মশ্ব বরাবর * চার্লিস গজের উচা
দেওয়াল চৌদিকে ॥ পাথরের ইট গাড়া ভয় দেখেলাগে * লোহার কেণ্ডাড
আছে দরওয়াজা উপর ॥ লাখে লাখ পাহালওয়ান নেযাবান তার * চারিদিকে
গড়খাই পানি নৈরাকার ॥ এককোস গড় আগে নদী বরাবর * থাকুক মানুষ
যাণ্ডা দেও নাহি পারে ॥ পানিতে পড়িলে তাহে খায়ত হাপরে * রাতে
আমল গেল দিন বরাবর ॥ হানিফা হইল খাড়া লইয়া লক্ষর * অতি
যোড়ে হানিফা যোড়াকে মারে কোড়া ॥ কুদিল হানিফার যোড়া পাইয়া

যে তাড়া বাপ দিয়া পড়ে গিয়া গড়ের ভিতরে ॥ হান্সর কুমতির যত
 লিলেক কিনারে* হানিফার লোক যে দরওয়াজা খোলা পাইয়া ॥ একেবারে
 সহরেতে পোহিলেক গিয়া*কুফর জাগিয়া উঠে কেহ নিন্দ যায় ॥ কাটিতে
 লাগিল সব ভাবিয়া খোদায় * কার হাত পাও কাটে কার কাটে কান ॥
 পালাইয়া কেহ রাখিল পরাণ ॥ মহাম্মদ হানিফা তবে এজিদের তরে ॥
 ধরিতে কাফেরে মদ তরাসিয়া ফেরে * কদাচিত কোন থানে না পায়
 তাহারে ॥ তল্লামে হানিফা তাকে কোঠার উপরে ॥ তবে সেই কোঠা
 পরে ছিল এক কুণ্ডা ॥ আশ্চর্যিতে তাহা হৈতে উঠিতেছে ধূধা ॥ তাহার
 উপর এক ঘুরের রৌশনি ॥ চটক বিজলি যেন পোহাল রজনী ॥ হানিফা
 আদর করে পুছিল তাহারে ॥ খোদার ছওগন্দ সতি কহিবে আমারে ॥
 এমন রৌশন তুমি হও কোন জন ॥ এখানে তাবতি কর কিমের কারন
 আপনি খোদায় তাল কহিল আমারে ॥ জালাইতে কমজাত এজিদ
 কাফেরে * হোছেনার রুহ আমি সত্য জান মনে ॥ সহিদ হইয়াছি
 কারখানা জমিনে ॥ এই দেখ বদজাত এজিদ হারাম খোর ॥ জলিয়া
 কুণ্ডায় মরে হইয়া ছারখার ॥ মোহাম্মদ হানিফা শুনে রুহ মোবারকে
 ছালাম তছলিম সাহা করে লাখে ॥ তবে সেই রৌশনি যে গায়েব
 হইল ॥ খোদার হানিফা সেখা হইতে বাহড়িল * তবে বাদসা এসে
 বন্দ খানার নিকট ॥ গোষ্ঠের যায়েতে ভাঙ্গে ছওারের কপাট * ভাগিয়া
 কপাট পরে হৈল খান খান ॥ সান্দাইল বন্দি ঘরে হানিফা দেওন *
 ছালেমা কুলছুম বিবি দেখে হানিফারে ॥ আইসং বলিয়া কান্দিল উচ্চ
 স্বরে * আইসং কোলে বাছা করি এক বার ॥ চান্দ মুখ দেখে ছু
 ভাগিল আমার * তোমায় দেখিয়া সব ভাগিল জগাল ॥ দাতাকে পা-
 ইল যেন দরিদ্র কাশাল * শিশু যেন চন্দ্র হাত বাড়াইয়া পায় ॥
 আন্দেলায় চক্ষু যেন দিলেক খোদায় * তিরিস বংসর যত পেয়েছি
 দুখ ॥ পালাইল দেখিয়া তোমা চান্দ মুখ * কোথা বাছা তোমার যথম
 হৈল হন্তে ॥ শুনিয়া রাত দিন কান্দি নার মহাবেশে * কি কহিব বাবা
 তাহা জানেন এলাই ॥ ধড়মাত্র ছিল হেথা জান তেরা ঠাই*জয়নাল আব
 দিন আদি বহুত কান্দিয়া ॥ চাচাকে ছালাম কৈল জমিনে পড়িয়া * হানিফা
 ধরিয়া কোলে লইল বতনে ॥ লক্ষ্যে দুখ দিন সে চান্দ বদনে * বন্দখানা
 হৈতে নেদালিয়া সজ্জনে ॥ হাজামত বানাইল ডেকে নাই গনে * তবে
 মাজাদাকে * যে গোছল দেলাইয়া ॥ খোদালিতে বাদসাই পোমাগ
 পেলাইয়া * সতি নেক ছাইতে যে তলে বসাইল ॥ জয়নাল আবদিন

বাদসা হইল * শুনিয়া যতেক লোক হৈল বড় হুখী ॥ রোজ কত হানিফা
মোকাম করে থাকি * গজ মিকা এমামের চালায় মুলকে ॥ আদর করিল
বড় যতেক প্রজাকে * ফকির এতিমে দান কৈল যত ধন ॥ সবাকার হুখ
সাহা কৈল বিমচন * তবেত হানিফা সাহা সবাকার তরে ॥ কহিতে
লাগিল যাহ আপনার ঘরে * হইলেক দতে যদি খোদার মেহেরে ॥
পাইলে বড় হুখ মাক কর নোরে * শুনিয়া সকল বাদসা কান্দে জার ॥
তোমাকে ছাড়িতে জাউ না চার কাহার * তবে যদি আনাদেরে দেশে
যাইতে কহ ॥ পহেলা আপনি আগে দেশ পানে যাহ * তোমাকে
পৌছিয়া দেশে নোরা দেশে যাই ॥ হানিফা কহেন আমি বাইতে পারি
নাই * থোড়া দিন থাকিয়া বাদসাই কারবার ॥ জয়নালে শেখার আমি
যত ব্যবহার * তবেত লাচার সবে বহুত কান্দিয়া ॥ কোমর বান্দিল দেশে
যাইবার লাগিয়া * মছেব কাকা আর কাকা মছেব সাতে ॥ এবরাহিম ওস্তর
সঙ্গে লিয়া নিজ হাতে * উত্তর আলি তালেব আলী আকল আলী আদি ॥
ভোগান মোগান আর ওছমান ওনিধি * সকলে বিদায় হৈল ছোলেমার
খানে ॥ হেট ছেরে ছালাম করিয়া জনে ॥ কলছুম জয়নব বাহু সবার
চরণে ॥ ছালাম তছলিম করে যত পাহালওানে * হানিফার পাঙ ধরে
কান্দে জার ॥ দোয়া কর সাহা দেশে যাই আপনার * বিদায় করেন
সাহা বহুত কান্দিয়া ॥ দোয়া করে সবাকার গলায় ধরিয়া * লঙ্করে লইয়া
সবে চলে নেকলিয়া ॥ সমুদ্র লহরী যেন চলিল বহিয়া * নাকারা করতাল
বাজে ভেউর তরঙ্গ ॥ নফরি তরঙ্গ বাজে অতি রঙ্গ * হানিফারে তাই সবে
দেশে ॥ গেল ॥ জয়নালের সাথে হেথা হানিফা রহিল * যেদিন পড়িল
মারা এজিদ কুফর ॥ পালাইয়া গেল তার বড় লঙ্কর * পাহাড় উপরে সবে
ছিল পালাইয়া ॥ শুনিল হানিফা আছে একেলা হইয়া * সাজিয়া আইল
তারা হানিকে মারিতে ॥ এক লোক খবর কহিল সেতাবিতে * শুনিয়া
হানিফা আর আলী আকবর ॥ লঙ্কর লইয়া গেল ময়দান উপর * জয়নাল
যাইতে চাহে গানা করে তারে ॥ তুমি যে বসিয়া থাক তক্তর উপরে *
ময়দানে যাইয়া দেখে বহুত লঙ্কর ॥ গালাগালী বলাবলী হইল বহুতর *
হানিফার চারিদিকে ঘিরিল আসিয়া ॥ জনেজনতীর গারে হানিকে ভাকিয়া
মহাক্কদ হানিফা মর্দ হাতে তলওয়ার ॥ কাটিয়া চলিল মর্দ কুফর ছওয়ার *
হাতি ঘোড়া কাটিয়া চলিল সারি ॥ কতেক লঙ্কর কাটে গুনিতে নাপারি *
পাহাড় সমান ছের হৈল পাদৌ ॥ লহুতে ময়দানে যেন হইলেক নদী *
হানিফার ঘোড়া আর না পারে চলিতে ॥ লহর সাগর বিচে লাগিল

হিলিতে * দেখিয়া বেজার হৈল আপে কর তার ॥ গায়েব আওজ দিয়া
কহে হানিফার * ভাল বুঝা যত কিছু পয়দা কৈনু আমি ॥ একজন পয়দা
কর দেখি তুমি * আমার পয়দাস লোকে বহুত মারিলে ॥ এমামের
দায় সব রেয়াত পাইলে * এখন তলওয়ার বাজি কর কি লাগিয়া ॥ থর
থর কাপে মর্দ একথা শুনিয়া * জঙ্গনামার কথা হয় সহদ সাগর ॥ স্ববুদ্ধি
রমিক জন পিয়ে নিরন্তর *

মোহাক্কদ হানিফা গায়েব হয় ও আলী আকবর

আপন দেশে যায় তাহার বয়ান *

পয়ার * ঘোড়া হৈতে ওতরিয়া বসিল জমিনে ॥ চলে গেল ঘোড়া
তার পাহাড় ময়দানে * হানিফা পিঠেতে আছে ঘোড়া মনে পণে ॥
সেইখানে দানা ঘাস খায় কত দিনে * যে দিন দরজাল পাপী ছনিয়ায়
আসিবে ॥ সেই দিন সেই ঘড়ি হানিফা লড়িবে * মহাক্কদ হানিফা হোথা
ছহাত বান্দিয়া ॥ মোনাজাত করে কহে কান্দিয়া * তুমি আশা কর তার
সবাকার সার ॥ বহুত করিছ গোনা হুজুরে তোমার * যতেক লঙ্কর আমি
কাটিনু তলওয়ারে ॥ নাজানি কি দশা হয় আমার উপরে ॥ করিম রহিম নাম
ধরিলে আপনে ॥ করিম রহিম এবে কর গুণহীনে * কুফর লঙ্কর যদি আইসে
লড়িবারে ॥ কিরূপে এড়াব আমি না লড়ি তাহারে * বারেক রহম মোরে
কর কর তারে ॥ নজরে না দেখি যেন কুফর লঙ্করে * হেনকালে একবাদ
পাহাড়ে হইল ॥ হানিফারে সেথা যাইতে হুকুম করিল * হীরালাল জগা-
হের খাদের জড়িত ॥ হুজুরার মত বিখ্যাত সে সবিদিত * মহাক্কদ হানিফা
সেই মোকামে রহিল ॥ বেহেশ্তের হুর পরি খেদমতে পৌছিল * আতর
গোলাপ লিয়া যত হুরগণে ॥ হানিফার অঙ্গে দেয় সব রঙ্গমনে * চারি
দিকে চামর ঢুলায় বহুতর ॥ বেহেশ্তের হাওা এসে লাগিল মধুর * আলী
আকবর হেথা কান্দিয়া হয়রান ॥ হায় ভাই ছেড়ে গেল পরাণের পরাণ *
মহাক্কদ হানিফা হোথা অন্তরে থাকিয়া ॥ আলী আকবরে তবে কহেন
হাকিয়া * আর না পাইবে ভাই আমার দিদার ॥ ফের দেখা হবে যবে
রোজ মহাশ্বর ॥ আজ হইতে তোমাদের ছাড়িলাম মায়া ॥ বিশেষ
আমার তরে না কান্দিও ভায়া * আপনা লঙ্কর লিয়া হেথা হইতে যাহ ॥
ছালাম কুলছুম পায় মেরা বাত কহ * বহুত ছালাম মেরা কহিয়া
দোহায় ॥ করিয়া খাতেরদারি জয়নাল সাহায় * আমার খাতেরে যেন

না করে কান্দন ॥ রোজ কেয়ামতে আমি দিব দরশন * বিবীগণে খবর
কহিয়া আকবর ॥ বন্ধুকে চলিয়া আইল আপনার ঘর * জয়নাল আবদিন
হেথা করেন বাদসাই ॥ তামাম হইল পুথি আর কিছু নাই *

* তামাম সোধ *

* শুচি পত্র আরম্ভ *

হামদ নাত	১
হজরত রছুলোল্লাহ ওফাতের বয়ান	১২
বিবী ফাতেমার ওফাতের বয়ান	১৯
হজরত আলীর ওফাতের বয়ান	২১
এমাম হাছেনের পহেলা লড়াই করিবার বয়ান	৩০
এমাম হাছেন জহর খাইয়া বেকারারি হয় ও হোছেনের নিকট বিদায়	৩৬
হইয়া জান তাহার বয়ান	৪১
ওহাব কাফেরদের সঙ্গে পহেলা লড়ে তাহার বয়ান	৪৭
আলী আকবরের লড়াই	৬৩
এমাম হোছেনের সহিদ হইবার বয়ান	৭০
হজরত আলী ও ফাতেমা এমাম মোকে মাতম করিবার বয়ান	৭২
এজিদের লঙ্কর হজরত এমামের আহলেথানা লুটীয়া বিবীগণকে	
দামেস্কে লইয়া যাইবার বয়ান	৭২
এক ব্রাহ্মণ এমামের ছের আপন ঘরে রাখে এবং জেয়াদের সাথে	
চাতুরি করিবার বয়ান	৭৪
এজিদের হুজুরে এমামের ছের দাখিল করিবার বয়ান	৭৬
ফাতেমা বেটির তরে খোরমা খাওয়াইবার বয়ান	৭৮
এমামের মাতম ও মজিলের বয়ান	৭৯
জয়নাল আবদিনের খোতবা পড়িবার বয়ান	৮০
উন্মে ছোলেমা জয়নাল আবদিনকে হানিফার বিবরণ কহিবার বয়ান	৮১
জঙ্গ নামার বয়ান	৮৫
মহান্মদ হানিফার লড়াই শুরু	৮৬
ওতবা ওলিদে খত লিখিবার বয়ান	৮৭
এমামের সতেলা ভাই সব আসিবার বয়ান	৮৭
এমামের সতেলা ভাই সব মদিনায় পৌছিবার বয়ান	৯৩
তালেব আলীর লড়ায়ের বয়ান	৯৫

ওতবা এজিদে খত লিখিবার বয়ান	৯৭
মেরঙা উজির ওলিদার মদদে পোছে তাহার বয়ান	৯৮
এবরাহিম ওত্তর হানিফার কাছে পৌছিবার বয়ান	১০১
হাবেছ ওত্তরের লড়াইর বয়ান	১০২
মেরঙা উজির এজিদকে খত লেখে তাহার বয়ান	১০৫
মেরঙা উজিরের মদদে ছেরেশ্বনির লঙ্কর পৌছিবার বয়ান	১০৫
উম্মর আলীর হাতির লড়ায়ে যাইবার বয়ান	১০৮
উম্মর আলীকে কয়েদ করিবার বয়ান	১০৯
উম্মর আলী খালাহ হইবার বয়ান	১১০
আহম্মদ ষাপনুন হানিফার কাছে পোছে তাহার বয়ান	১১২
মহাম্মদ হানিফা মদিনা যায় তাহার বয়ান	১১৫
মহাম্মদ হানিফা দামেক্কে যায় তাহার বয়ান	১১৭
মহাম্মদ হানিফার দামেক্কের লড়াইর বয়ান	১১৯
মাছেব কাকার ফিরিশির সাথে লড়াইর বয়ান	১২৪
উম্মর আলীর রমের সহিত লড়াইর বয়ান	১২৭
এবরাহিম ওত্তর জঙ্গবার সাথে লড়াইর বয়ান	১২৮
ভোগান তুরুক হাবসী বাদসার হাতে লড়াইর বয়ান	১২৯
হজরত এবরাহিমের কোরবানি দিবার বয়ান	১৩০
মহাম্মদ হানিফার বাজু সহিদ হইবার বয়ান	১৩৪
মহাম্মদ হানিফাকে জালাইতে যায় তাহার বয়ান	১৩৬
তালেব আলীর লড়াই ও এজিদের লঙ্করে হানিফাকে জালাইবার বয়ান	১৩৭
মহাম্মদ হানিফার বাজু হইবার বয়ান	১৩৮
মহাম্মদ হানিফা ফের লড়িয়া এজিদে মারে তাহার বয়ান	১৩৯
মহাম্মদ হানিফা গায়েব হয় ও আলী আকবর দেশে যাইবার বয়ান	১৪২

* শুচি পত্র সমাপ্ত *

